

INDEX

19th August, 1968 :

	Page :
1. Questions. ...	1
2. Presentation of the Report of the Business Advisory Committee. ...	23
3. Government Business (Financial) ...	24
4. Obituary Reference ...	25
5. Papers laid on the Table	27

20th August, 1968 :

1. Questions. ...	1
2. Motion regarding Breach of Privilege	20
3. Intimation regarding transfer of M. L. A., Shri Bidya Chandra Deb Barma to the Presidency Jail, Calcutta.	20
4. Intimation regarding President's assent to the Bill	20
5. Reports of the Committee -	
(i) Rules Committee	20
(ii) Committee on Absence of members	20
6. Private Members' Motion)	22
7. Papers laid of the Table	50

21st August, 1968 :

1. Questions	1
2. Point of order	1
3. Ruling of the Speaker	14
4. Question of Breach of Privileges	25
5. Laying of 'The Tripura Legislative Assembly (Members' Hostels) Rules, 1967'	25
6. Private Members' Business	26
7. Papers laid on the table	61

22nd August, 1968 :

1. Questions	1
2. Point of order	19
3. Calling Attention	20
4. Question of Breach of Privileges	21
5. Point of order	23
6. Discussion on Demands for Excess Grants for 1964—65	25
7. Voting on Demands for Excess Grants for 1964—65	41
8. Private Members' Resolution	45
9. Papers laid on the Table	57

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

19th August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber Agartala at 11 A. M. on Monday the 12th August, 1968.

Present

Shri M. L. Bhowmik, Speaker, in the Chair; the Chief Minister, the Deputy Speaker, four Ministers, Deputy Minister and twenty three Members.

Mr. Speaker :—First item in the List of Business is starred question to be answered by the ministers concerned. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—697 (postponed).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 697.

QUESTION

- ১। জগদীশ চন্দ্র বসু মহোদয় কতকাল আগত সর্বকাল জামাই কী আদালতে বে-কসুর ঘূঁড়িলাভ করিয়াছেন।
- ২। জগদীশ চন্দ্র বসু আদালত জামাইদের বিরুদ্ধে কোন প্রাথমিক তদন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।
- ৩। জগদীশ চন্দ্র বসু এত নামলা চলি কালে দুখময়ী কলিকাতার সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছিলেন যে এত জগদীশদের ভল কমিউনিষ্টরা দায়ী।
- ৪। জগদীশ চন্দ্র বসু কতকাল কলিকাতার পুণ্ড্রী কমিউনিষ্টদের সম্মুখে এত জগদীশদের ছবি ছাপিয়া ভাড়াবন্দের মধ্যে বিলা করিয়াছেন এবং এত জগদীশদের ভল কমিউনিষ্টদের দায় করিয়াছেন।
- ৫। যদি (১) এবং (২) সত্য হয় তাহা হইলে কবে সরকার আসামীদের ঐক্য ফিউশন দিবেন কি?

ANSWER

1. Yes.
2. Yes.
3. No.
4. Not known.
5. There is no such provision.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—“মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এটি এখনও তাঁর নামলায় কতজন আসামী প্রাপ্ত হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—“মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন এখন দেববর্মার ওভারকয়েড সময় দুখামর্মে বিপ্লবের ব্যাপ্তিবে ছিলেন কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি অনেক সময় ব্যাপ্তিবে আছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্ন হল যখন ওভারকয়েড হয় তখন তিনি ব্যাপ্তিবে ছিলেন কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—নাটক ১৫

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—দুখামর্মে এক অধিকার কয়েক দিন য় ওভারকয়েডের অনেক পরে দুখামর্মে একসকল ওভারকয়েডের অনেক পরে আসা হয়েছিল।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—ওভারকয়েডের কয়েক দিন পরে বললে আবার বলতে পারব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—“মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন এখন দেববর্মার ওভারকয়েডের চর্চা কবে কারগেসের কাছে নিয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—৪০ আমাব জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—“মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন যে ১৯৬১-৬২ নামলায় বায়ে এটি কয়েক দিন আগে য় ওভারকয়েডের অনেক পরে আসা হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—নাটক ১৫

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—“মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন যে ১৯৬১-৬২ নামলায় ১৯৬২-৬৩ নামলায় আমাব ওভারকয়েডের অনেক পরে আসা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমার জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—যদি আবেদন হয়েছিল তাহা কতদিন ওভারকয়েড হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমার জানা নেই।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঘটনার দিন ঐ কলোনীতে নতুন গুপ্তপ্রবেশ অস্ট্রেলিয়ার উপলক্ষে কোন কাঁচন ছিল না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমার জানা নাহ।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ওতার পরে যখন ঘটনাটা স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব জানতে পারলেন তখন ওংকাজীন কোন এক মন্ত্রী-বাসায় গিয়া পরামর্শ করেই এত মাফাটা সন্দেহমূলকভাবে গুলি করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—তা সরকার জানেন না।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ঘটনাক্ষণের মাটি কংগ্রেস নেতৃত্বের বা তত্ত্বাবধি কেটে অন্যর পরিচয় লিখিয়া হয়েছিল কি ?

Mr. Speaker —Hon'ble Member, it is irrelevant.

শ্রী অম্বোর দেববর্মা :—এটা বৈধলিভেন্স হবে কেন আমি বুঝতে পারছি না।

Mr. Speaker —I think so.

শ্রী অম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হয়ে অনেকে সমস্যা হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি সেই সময় সন্দেহমূলকভাবে এটা হয়েছিল বাবা ঐ হল কা থেকে পায় মার মার মার মার হয়েছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—সবকিছুই জানা নেই।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন ঐ কংগ্রেস বিল্ডিংয়ে যাদের পড়া হয়েছে তাদের মধ্যে এক পরিবারের কিছুই ছিল না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—সবকিছুই জানা নেই।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন যে এত মাফাটা সন্দেহমূলক এবং উদ্বেগমূলক ছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—তা আমি জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমান লাল

শ্রী সুনীলচন্দ্র দত্ত :—কংগ্রেসের নামে বা...

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কংগ্রেসের নামে বা...

QUESTION

ক. ১৯৩৭ খ্রিঃ সনে এবং ১৯৩৮ খ্রিঃ সনের ১৯৪ জনের মধ্যে কতজনই পয়সা নির্ভর কৃষকদের হিসাবায় যেটি কত লোক ১৯৩৮ খ্রিঃ বৎসরক উপস্থিত ?

ক. কৃষকদের মধ্যে কতজনই পয়সা নির্ভর কৃষকদের হিসাবায় যেটি কত লোক ১৯৩৮ খ্রিঃ বৎসরক উপস্থিত ?

গ. থাকিলে ১৯৩৭ খ্রিঃ সনে যেটি কত লোক কৃষকদের হিসাবায় উপস্থিত ?

ANSWER

(ক) ৩৮ জন নিহত।

৮১ জন বিকলাঙ্গ।

(খ) আছে।

(গ) ১৯৬২ ইং, ১৯৬৩ ইং এবং ১৯৬৪ ইং সনের তিনটি Case এ Motor Accidents Claims Tribunal কর্তৃক মোট ১১,০৮২ টাকা ১৯৬৭ ইং সনে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমূলীল চন্দ্র দত্ত :— এটি ট্রাইবুনাল কাকে নিয়ে গঠিত হয়েছে মাননীয় মহী মহোদয় বলতে পারেন কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— এটি ট্রাইবুনাল'এ ডিষ্ট্রিক্ট জাজ থাকেন, টিনি সেটা করে থাকেন।

শ্রীমূলীল চন্দ্র দত্ত :— সেখানে এক অধিক সংখ্যক মোটর দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট সবক'ই অনুসন্ধান করে দেখেছেন কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মোটর এক্সিডেন্ট কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের উপর নিতর ভাবে তার মতো আছে মোটর বিকল হলে এক এক্সিডেন্ট করে পাবে, অন্যভাবেও হয় দু'হাত তার জন্য দু'খটনা ঘটতে পারে, তাবলব পঞ্চাশটির অসংখ্যনতা বলা হয় ও এক্সিডেন্ট করে পাবে।

শ্রীমূলীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মহী মহোদয় এখানে প্রত্যেকভাবে বলছেন যে এক এক্সিডেন্টে ৩৮ জন নিহত এবং ৮১ জন অক্ষত হয়েছে। কতজন সচিবালয়ে এবং কতজন পরী অফিসে বলবেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি জানি না।

শ্রীমূলীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মহী মহোদয়, সচিবালয়ে এবং পরী অফিসে কাজের ও সীমা নির্দিষ্ট করা আছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— ট্রেন রেল লাইনসমূহে এরিয়া, যেটন বোনে তার সীমা নির্দিষ্ট আছে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় মহী মহোদয় কি বলবেন, অতি পুরাতন মোটর ভিক্টোরিয়া বেল্লি আছে সেগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি কনভেন্স করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— প্রত্যেকটি গাড়ী পরীক্ষা করেই লাইসেন্স দেওয়া হবে থাকে।

ঔষ্মনীল চন্দ্র দত্ত :— আগরতলা সড়কে সরকারের যে গতি সাম্য নির্দিষ্ট আছে, সে গতি সীমা লংঘন করেছে বড় গাড়ী চালকরা গাড়ী চালনা করে থাকেন যার ফলে অনেক এক্সিডেন্ট আগরতলা সড়কে সংঘটিত হয়েছে থাকে, এহ ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

ঐএস. এল. সিংহ :— গতি সীমা লংঘন করলে আত্মনয়ঃ দণ্ডনীয় হয়।

ঔষ্মনীল চন্দ্র দত্ত :— গতি সীমা লংঘন করলে দণ্ডনীয় কিন্তু আছে কি না?

ঐএস. এল. সিংহ :— ত্রুটিবদ্ধ পুলিশ আছে, তাই সেটা লংঘন করে থাকে।

ঔষ্মনীল চন্দ্র দত্ত :— যাকে জনের পুলিশ তাই জন পুলিশ অর্থাৎ পুলিশ কি না?

ঐএস. এল. সিংহ :— আমিরা মনে করি যাকে জনের পুলিশ বয়েস্ট পুলিশ আছে।

ঔষ্মনীল চন্দ্র দত্ত :— ১৯৭০ সালে ১১০০ এর মত জন পুলিশ আছে তাহলে জনের এক্সিডেন্টের ফলে কিছু মামলা চলছে কেন? তাহলে পুলিশ ন্যায়কৃত্য করেছে, আর বাকী পুলিশের অক্ষমতা? ওঃ ওঃ

ঐএস. এল. সিংহ :— ১৯৭০ সালে পুলিশের মতের সম্প্রসারণ হয়েছে।

ঔষ্মনীল চন্দ্র দত্ত :— ১৯৭০ সালে পুলিশের মতের আড়া মননীয় মন্ত্রী মহোদয় মননীয় ক?

ঐএস. এল. সিংহ :— মননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

ঔষ্মনীল চন্দ্র দত্ত :— প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

ঐএস. এল. সিংহ :— প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

ক	খ
১. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।	২. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।
৩. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।	৪. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।
৫. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।	৬. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।
৭. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।	৮. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

ঐআব্বাস দেববর্মা :— প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

ঐএস. এল. সিংহ :— প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

১১

১১। টীকা 'ক' সত্তা যে Tripura P. D. Order " Union Territory of Tripura. প্রযোজ্য।

২। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার উক্ত বিচারে স্থানান্তরিত আটক বন্দীদের উপর প্রয়োগ করার নির্দেশ দিরাছেন :

৩। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার আটক বন্দীরা পশ্চিম বাংলার প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকাকালে যাহাতে তাহারা পশ্চিম বাংলার সংশোধিত P. D. Order এর প্রয়োগ হ্রাসিত না পায় তাহার জন্য Radio Gram এ প্রেসিডেন্সী জেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হইয়াছে :

৪। যদি (২) এবং (৩) সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। Tripura Preventive Detention Act, 1957 এর 2(iv) ধারা অনুযায়ী যে
২। সমস্ত বন্দীকে ভাগলপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে তাহারা সেখানে উক্ত আইনের ধারাগুলি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার : শ্রীঅম্বের দেববর্মা

শ্রীঅম্বের দেববর্মা :—ক্যাডেন্স নম্বর ১৭৪।

শ্রীএস. এন. সিংহ :—ক্যাডেন্স নম্বর ১৭৪, সা. ৪।

প্রশ্ন

১। গত ১৬/৬/৬৮ তারিখে বঙ্গ ও ত্রিপুরা সংকেদারী স্কুলের (Girls) পঞ্চাশ শিক্ষয়িত্রী মধ্যমশ্রেণী কঠিনায়ালী পুনর্গঠিত কোন করে পুলিশ নেতৃত্বের সমাবেশে বঙ্গ সরকার অবগত আছেন কিনা।

(২) যদি অবগত থাকেন এত সমাবেশে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইছে এবং পটিনা সমাবেশে বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ সচল।

উত্তর

১। ও. প্রসন্ন বর্মা বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ অতি সামান্য পরিমাণে, অগত্যা জাতির মিস্টার ভাণ্ডারের একটি জেলে সব সময় বেপেজ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রীসমূহকে স্কুলের সময় টিফিন সরবরাহ করিত। অন্যান্য দিনের ন্যায় গত ১৬/৬/৬৮ তারিখে সে যখন টিফিন সরবরাহ করিতে যাতেছিল তখন কঠিনায়ালী বালক স্কুলের সম্মুখে জমায়েত হইয়া ডাকার নিকট হইতে মিস্টার ভিনডিয়া মেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে আক্রমণ করে। এত পবন থানায় গিয়া হইলে এস. আঠী প্রিমেশ মুখার্জি কঠিনায়ালী কনস্টেবলসহ পটিনা গানে উপস্থিত হয়। পুলিশ দ্বারা উক্ত বালকগণ ঐ স্থান হইতে পলায়ন করে। জানা যায় যে উক্ত বালকগুলি অপ্রাণ বয়স এবং কেউই কোন স্কুলের ছাত্র নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে বালকগুলি এই কাণ্ড করেছে তাদের নাম কি ? তারা বালক না সাবালক ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এলাই করেছে যে পুলিশ দেখিয়া তারা চলিয়া গিয়াছে অতএব নাম জানা সম্ভব হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন অন্তরূপ ঘটনা অন্যান্য সময় ও ঘটেছিল কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ২৫শ্বর কোন একটি কাংশান উপলক্ষে চৌক মিনিস্টার যখন ঐ স্থলে ছিলেন, বাইরে থেকে সেখানে উঠে পড়েছিল কি না ?

মিঃ শ্রীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার প্রতিভাশালী কয়েকজনের সংগে এই প্রশ্নের কোন বিশেষণ নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে ছেলেগুলি এই কাণ্ড করেছে তাদের এ্যাসেস্ট না করবার চেষ্টা কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এই প্রশ্নেরই বাইরে গিয়েছে যে ছেলেগুলি অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে আছে কি না ? যারা এই ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কবে জানলেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—পলিশ ইন্সপেক্টর থেকে যাচাই পাওয়া গেছে, তাহলেই বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন প্রভাবশালী দলের যে সমস্ত ছেলেবা গুলি নিয়ন্ত্রণে কাংশান পলিস্টার কাজ করেছিলেন তাদের বন্ধা করার জন্য এইসব বৃকসগুলি চালু করিয়া করা হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—চালু আপ করা হয়নি, বেস তার নিজস্ব প্রতিভা চলে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ছেলেগুলি প্রাপ্ত বয়স্ক না অপ্রাপ্ত বয়স্ক এটা এনকোয়েস্ট করিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাজী আছেন কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মাননীয় সদস্যর এই সম্বন্ধে জানা থাকলে পুলিশকে ডানিয়ে দেওয়াই তার কর্তব্য ছিল।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 196.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 196.

QUESTION

REPLY

1. How the Sub-Deputy Collector of the Tripura Govt. are recruited ,
1. 80% by direct recruitment and 20% by promotion.
2. Who are eligible for absorption in the cadre of Sub-Deputy Collector ?
2. There is no provision for absorption.

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিং :—এই বিষয় কতজন সাব-ডেপুটি কালেক্টরের পক্ষে ভর্তিবেকি বৃত্তি করা হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—Direct recruitments are made in consultation with Union Public Service Commission. In some cases owing to urgency, some ad-hoc appointments are made purely on temporary basis, subject to selection of candidate by Union Public Service Commission. Number of such ad-hoc appointment is 16.

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিংহ :—যদি এমন আবেদন করা হয়, 'প. এস. সি. অফিস' দ্বারা ভর্তি হইলেন কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নোট = ১৫

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিং :—কি সনদ আছে, 'প. এস. সি. অফিস' দ্বারা একটি কমিটি এসেছিল এবং সে একটি রিপোর্ট প্রদান করেছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নোট = ১৫

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিংহ :—এই সাব-ডেপুটি কালেক্টরের পক্ষে কতদিনের ক্রিয়াকলাপ করা হয়েছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নোট = ১৫

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিংহ :—এই পোস্টের সাব-ডেপুটি কালেক্টর নাম কতদিন আগে পর্যন্ত কি পোস্ট ছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নোট = ১৫

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 208.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 208.

QUESTION

ANSWER

1. how many families shifted away from Hazacherra under P. S. Kanchanpur after the murders and arson incidents that took place during the 1st part of this year (1968);
2. what steps have been taken by the Government to relieve and rehabilitate these families at Hazacherra?

Information under collection

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 225.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 225.

QUESTION

- ১) সদর বিভাগের সিদ্ধান্ত পানার অন্তর্গত গ্রামগুলি চত্রেতে ১৯৬৮-৬৯ সনের ভাড়াবাণী চত্রেতে কুলত ১১ '৬৯' পর্যন্ত কতটি পরিবারে ডাকাত ও ডাকু চুরি চত্রেয়?
- ২) এক সীমান্ত গ্রামগুলিতে ডাকাত ও ডাকু চুরি এক কবার ভয় সত্বেও কি 'ক' ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়েছেন?
- ৩) ডাকাতগুলিতে সংকুলত কতজন আসামীকে এম' পক চুরি অপরাধে কতজনকে ধরা চত্রেয়? এবং কত জনের 'বচাবে' মৃত্যু চত্রেয়?

ANSWER

১) }
২) }
৩) }

কথা সংগ্রহ করা চত্রেয়

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 228.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 228.

QUESTION

- (১) ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কত জন বি. ডি. ও নিযুক্ত আছেন;
- (২) তদ্ব্যতীত Scheduled Tribesদের percentage কত;
- (৩) বহুমানের কতজন বি. ডি. ও ট্রেনিং প্রাপ্ত বেকার আছেন;
- (৪) তদ্ব্যতীত Scheduled Tribesদের percentage কত?

ANSWER

- (১) বিভিন্ন উন্নয়ন ব্লকে মোট ১৬ জন সাব-ডেপুটি কালেক্টর আছেন।
- (২) ৩২৫%।
- (৩) কেও বেকার থাকা সরকারের জানা নাই।
- (৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযুক্ত শ্যাম দেওয়ান :—বিক্রুটমেন্ট করার সময় সিভিলিউড ট্রাইবসদের অঙ্গ যে ১১%, (শতকরা ৩০ ভাগ) পোষ্ট রিজার্ভ রাখার কথা আছে সেই রিজার্ভেসান করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—এখানে আপনাকে বলা হয়েছে যে ৩২৫ পারসেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত টি. ডি. ব্লক এবং সি. ডি. ব্লক আছে এই সমস্ত ব্লকের মধ্যে সিভিলিউ ট্রাইবস কোন বি. ডি. ও. আছেন কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—বলাই আছে যে ৩২৫ পারসেন্ট সেখানে আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার : যে সমস্ত বি. ডি ও. টি. ডি. ব্লক এবং সি. ডি. ব্লকগুলিতে আছেন তাদের মধ্যে ট্রাইবেল বি. ডি. ও. কেউ আছেন কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নাটক চাই :

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury,

Shri Ershad Ali Choudhury :—242.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 242.

QUESTION

(১) R. K. pur P. S. এর case No. GR 180/67 caseটির charge sheet দেওয়া হয়েছে কিনা ? এই কেসটি এখন কি অবস্থায় আছে ?

ANSWER

না। এরূপ কোন কেস দাখিল করা হয় নাই।

শ্রীএসলাহ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার অরিজিন্যাল কোয়েন্টান্সি, আর নয়। সেটাতে ছিল জি, ডি, ১৮০।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি এটা কল হয়ে থাকে তা কলে আমরা পরে উত্তর দেব।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 151.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 151.

QUESTION

- (১) কমলাপুরের বিচার বিভাগীয় তদন্তের কাজে সাওয়া করিবার জন্য কতজন উকিল সরকার হইতে নিযুক্ত হইয়াছে।
- (২) তাহাদের দৈনিক ভাতা কত।
- (৩) তাহাদের নাম কি।
- (৪) বিচার বিভাগীয় তদন্তের কাজে অধুমাত্রিক কর্তৃদল পর্যাপ্ত চলিবে?

ANSWER

- (১) ২ জন।
- (২) উকিল মহাশয়কে তাহাদের ফি হ'ল। কোনরূপ ভাতা দেওয়া হয় না।
- (৩) উকিল মহাশয়ের নাম :—
শ্রীসত্য শোষ।
শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী।
- (৪) এটা সঠিক বলার সুবিধা নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন সাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে কোন ল-ইয়ারের আপয়েন্টমেন্ট কান্সেল করা হয়েছে কি না?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅশোক দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত উকিলকে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সবগুলোর কোন বিভাগের কোন তহবিল থেকে টাকা দেওয়া হবে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সরকারের বিভিন্ন তহবিল আছে, অতএব উপযুক্ত তহবিল থেকে দেওয়া হবে?

শ্রীঅশোক দেববর্মা :—আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার। কোন বিভাগের তহবিল থেকে দেওয়া হবে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা পরে রেগুলারাইজড করা হবে।

শ্রীএসলাহ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সমস্ত উকিল এখানে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের ডেইলি ফি কত?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—শ্রীসত্য শোষ, এডভোকেট—২৫০ টাকা, শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী, এডভোকেট—২৫০ টাকা।

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পর্যায় তাদের নিয়োগ করার ব্যাপারে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা এখন বলা অসম্ভব ।

শ্রীমমোরজুন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে সমস্ত ল'ইয়ার পেনাল লিস্টে আছে তাদের থেকে এ্যাপয়েটমেন্ট দেওয়া হয়েছে না বাইরে থেকে ল'ইয়ার আনা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই ।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, বাইরে থেকে কোন ব্যারিষ্টার আনা হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ব্যারিষ্টার আনা হয়েছে ।

মিঃ নীকার :—শ্রীঅম্বোর দেববর্মা ।

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—কোয়েস্টান নম্বর ১৭১ ।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েস্টান নম্বর ১৭১, সার ।

QUESTION

1. Whether the No. 1 Agenda of the meeting of the Land Utilisation and Soil Conservation Board held on 4. 7. 68 was release of 6.47 sqr. miles from Muhuripur P. R. F. in addition to 0.33 sqr. miles already released for rehabilitation of jhumia and landless agricultural workers ;
2. if so, what are the total number of landless agri. workers and jhumia families rehabilitated within 0.33 sqr. miles accordingly ?

ANSWER

1. Yes.
2. The matters relating to allotment of 0.33 sqr. miles of the area shown in Muhuripur proposed Reserve Forest is under consideration of the Government.

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এখানে যে ০.৩৩ বঃ মাঠের কায়গার কথা বলা হয়েছে, সেই কায়গাটা প্রি-অকুপাউড কি না, অর্থাৎ এটি কায়গার মধ্যে আগে থেকে লোক বসতি আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে এটা রিজার্ভ ফরেস্টের অন্তর্গত ছিল, এখনও সেটা ফাইনলাইজড হয় নি । It is still under examination for finalisation.

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা রিজার্ভ ফরেস্ট এ কথা আমরা জানা আছে । কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে it has already been released for rehabilitation of jhumia and landless agriculturists. আমরা প্রশ্ন হচ্ছে এই কায়গার জুমিয়া পুনর্গমন দেওয়া এবং ল্যাণ্ডলেস এ্যগ্রিকালচার লেবারারদের দেওয়া হয়েছে না আগে থেকেই অল্প লোক সেখানে বসবাস করছে ?

শ্রীশচীন্দ্রজাল সিংহ :—এখনও সেই সময় জায়গায় রিচার্জিবিটেমান দেওয়া হয় নাই।
কি প্রপোজাল ইজ ট্রিল আণ্ডার এগজামিনেশান।

শ্রীঅখোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে জায়গায় কথা
আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি—১,১১ বঃ মার্গল, সেই জায়গায় মধ্যে বর্তমানে লোক বসতি
আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রজাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে এটা বিজার্ভ ফরেস্ট, অতএব সেই জায়গাতে
কোন লোক থাকতে পারে না, যদি কেউ থাকে, তাহলে সে ইলিগেলসী বাস করছে।

শ্রীঅখোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে জায়গায় কথা বলা
হচ্ছে, সেই জায়গায় ইলিগেলসী কেউ বাস করছে কি না ?

Shri S. L. Singh : --It is not known to me

Mr. Speaker : --Shri Rajkumar Kamaljit Singh, he is absent.
Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath : --Question No. 209.

Shri S. L. Singh : ---Question No. 209, Sir.

QUESTION

1. Is it a fact that there was a murder at Makumcherra under P. S. Kunchanpur on 13. 6. 68,
2. How many persons have so far been arrested in connection with this murder case :
3. Is the investigation still going on or already completed ?

ANSWER

1. Yes.
2. 7 (seven) persons
3. Investigation is still proceeding.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই কৈ বাজেনৈতিক দলের
মাড়ার না চূড়ান্তকী এই মাড়ার করেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখন এটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, তাৎক্ষণিক পাটি লিফাল পাটি,
না বে-আইনি কোন দল ? তাৎক্ষণিক কি বাজেনৈতিক দল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পাটিকে বে-আইনি কোন জায়গাতে বলা হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই যে তাৎক্ষণিক পাটি,

গ্যাজমিনিট্রেশনের ল এণ্ড অর্ডার তারা ডিটার্ণ করে কি না, পাবলিক পিস্ এণ্ড ট্রাংকুইলিটি তারা ডিস্টার্ব করে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—যদি ট্রাংকুইলিটি কেউ ডিস্টার্ব করে, তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রীমদনরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত পার্টি গার্ট্রের, টেটের ল এণ্ড অর্ডার ডিটার্ণ করে, পাবলিক পীচ ডিটার্ণ করে, তাদের বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হবে কি না ? আইনে এই বকম বিধান আছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আইনে বিধান আছে। কিন্তু ডেমক্রেটিক ল্যাগো পীচ ডেসট্রবেড হলে পরেই সে পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করতে হবে এটা এখন পর্যন্ত কোন কার্যসায় করা হয় নি। যদি এমন কোন অবস্থা আসে, সরকার নিশ্চয়ই সেই সম্পর্কে চিন্তা করবেন।

শ্রীমদনরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাঁপ্তান ক্রিমিনেল ল এয়েওমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯০৮ 'এ আছে যদি কোন পার্টি ল' এণ্ড অর্ডার ডিস্টার্ব করে, পাবলিক ট্রাংকুইলিটি ডিস্টার্ব করে, পাবলিক পীচ ডিস্টার্ব করে, তাতলে সেই পার্টিকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হবে, সেই সম্বন্ধে সরকার চিন্তা করেছেন কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আইনের বিধান অনুসারেই কার্য গ্রহণ করা হয়।

শ্রীমদনরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন ল'টা ওয়াশের মধ্যে উল্লেখ করতে চাই—Indian Criminal Law Amendment Act, 1908 authorises the State Govt. to declare any association illegal if in its opinion the Association interferes with the Administration of the Law and Order or that it constitutes a danger to the public peace".

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আইন হ'তে আছে, সেই সম্বন্ধে বিধানও আছে যে যদি কোন লোক বে-আইনী কাজ করে এবং মার্ডার প্লট কাজ যদি সামাজিক আকার ধারণ করে তখনই সেটা সরকার চিন্তা করেন এবং সেজন্য ঐ বিধান বাধা দেয়।

শ্রীমদনরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এত যে তেজাহুতে ঘটনা ঘটে, বিভিন্ন কার্যগত মার্ডার হয়েছে সেজন্য পাবলিক ট্রাংকুইলিটি, পিস্ বিঘ্নিত হয়েছে বলে সরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আইন অনুসারে সেই সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীমদনরঞ্জন নাথ :—এখানে দেখা যাচ্ছে যে এইগুলি ক্রাংক্রাক পার্টি করতে। সেই দিকে গভর্ণমেন্ট কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মার্ডার করুক আর বাঁচ করুক যখনই সরকার দেখবেন যে আইন অনুসারে কোন কাজ হচ্ছে না তখনই সরকার এইরকম একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, তাই আসে নয়।

শ্রীমদ্রাজ কামলজিৎ :—তাহলে কি সরকার বলতে চান যে শান্তি বিধিত হচ্ছে না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—বলাই হয়েছে যে সেজন্য সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

শ্রীঅখ্যায় দেববর্মা :—মাননীয় শ্রী মণোদয় কি বলবেন ত্রাংক্রাক পাটি কোন রাজ-
নৈতিক দল কিনা এবং যদি রাজনৈতিক দল হয়ে থাকে তাহলে তার নীতি কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এখনও আমরা ঠিকমত বলতে পারছি না।

শ্রীঅখ্যায় দেববর্মা :—ত্রাংক্রাক পাটিটা কোন দলের লোকেরা লিড করছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—ত্রাংক্রাক দলের লোকেরা লিড করছে।

শ্রীঅখ্যায় দেববর্মা :—ত্রাংক্রাক দলের লিডারদের নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এখনও সরকারের কাছে সমস্ত তথ্য আসে নাই।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 197.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 197.

QUESTION.

১. ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কত বংসব চাকুরী করিলে কোয়ালী পারমানেন্ট এবং পারমানেন্ট ওয়্যার যোগ্যতা অর্জন করা হয়।
২. নিম্ন অফিসারী কোয়ালী পারমানেন্ট ওয়্যার যোগ্যতা প্রাপ্তিলে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কতজন কর্মচারী এই ব্যবস্থা চুক্তিতে বন্ডিত এবং ইতার কারণ কি ?

ANSWER

১. কোয়ালী পারমানেন্ট ও পারমানেন্ট ওয়্যার ভুক্ত শুধু চাকুরীর সময় সীমার মধ্যেই যথেষ্ট নয়। এইজন্য কর্মচারীদের ১. বয়স, ২. শিক্ষাগত যোগ্যতা, ৩. পেশাবিক যোগ্যতা, ৪. সংশ্লিষ্ট পদের কাজ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য এবং, ৫. চাকুরী প্রদত্ত কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করার বিধান আছে। ত্রাংক্রাক চাকুরীতে পারমানেন্ট, হ্যাট পদের প্রাপ্যতার উপরও নির্ভর করে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ পূরণ হইলে সাধারণতঃ নিম্ন-বিচ্ছিন্নভাবে তিন বংসব চাকুরী হইলে অফিসারী কর্মচারী কোয়ালী পারমানেন্ট বলিয়া ঘোষিত ওয়্যার যোগ্যতা অর্জন করে। পারমানেন্ট ওয়্যার ভুক্ত কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট নাই।
২. যাহারা কোয়ালী পারমানেন্ট ও পারমানেন্ট ওয়্যার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে তাহাদের কাগরও বন্ডিত ওয়্যার কারণ নাই। তবে ২৮১৭ জন কর্মচারীকে নিম্নবর্ণিত কারণ-
বীন এখনও কোয়ালী পারমানেন্ট বা হ্যাট বলিয়া গণ্য করা যায় নাই।
(ক) চব্বিশ ও অত্রিশ কাগরবলি সম্পর্কে তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া।
(খ) যেভিকেল একজামিনেশান সমাপ্ত না হওয়া।

(গ) কোয়ার্টী পারমানেন্টরূপে গণ্য করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকা,

(ঘ) অস্থায়ীপদ স্থায়ী বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর সেই পদে স্থায়ী করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকা।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—স্থায়ী পদে তাদের নিযুক্ত করার পক্ষে ঐ পদের জন্য তাদের বয়স, কোয়ালিফিকেশন প্রভৃতি যে বকম নির্দিষ্ট থাকে সেটা দেখেই তাদের আর্গুমেন্টে দেখে দেওয়া হয়। এখন কোয়ার্টী পারমানেন্ট, পারমানেন্টের বেলায় এই প্রশ্ন উঠে কেন?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এটা প্রশ্ন করতে হয়, কেবল তাই নয় পারমানেন্ট হওয়ার জন্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, শারীরিক যোগ্যতা যা থাকা দরকার সেই সমস্ত দিক দেখা হয়, দেখে তারপর পারমানেন্ট করতে হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—চাকুরীতে থাকা কালীন কি এত সমস্ত দেখা হয় না?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—তিন বছর চাকুরী করে বিকলাংগও হয়ে যেতে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—সবকিছুর স্টিটিসফাইড হয়েই কোর্ট তাদের চাকুরী দেন।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—তারপর যদি সে অক্ষম হয়ে পড়ে, মাননীয় অধ্যক্ষ মতোদয়, সেজন্য বিধান আছে এটগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—কোয়ার্টী পারমানেন্ট বা পারমানেন্ট হওয়ার পর যদি বিকলাংগ হয়ে যায় তাহলে কি হবে?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—তার যে বিধান আছে, সেই বিধান অনুসারে তাকে সমস্ত ছুটি তথ্যাদি ভোগ করতে দিয়ে তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মতোদয় কি বলতে পারবেন এই কোয়ার্টী পারমানেন্ট সম্পর্কে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কোন ইনস্ট্রাকশন আছে কি না?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আছে, এটি সমস্ত দেখতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মতোদয় বলবেন কি কলসের মতো কি আছে?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—নোটশ চাই।

Mr. Speaker ;—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 259.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 259.

QUESTION

১) হুগুন্ড সংক্রান্ত পাটি এই পর্যন্ত ত্রিপুরায় কোন স্থানে কতবার জায়া করা হয়েছে;

২) তাহাতে কয় কতের পরিমাণ কত;

৩) কতিপয়দের কোন প্রকার সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ?

ANSWER

- ১) }
২) } 'তথ্য সংগ্রহ' করা হইতেছে।
৩) }

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 154.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 154.

QUESTION

- ১) ১৮-১৯ আগষ্ট ১৯৬৬ আগরতলা ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের কাজে সরকারকে সাাায়া করার জন্য কতজন উকিল নিযুক্ত করা হইয়াছে।
২) এত উকিলদের দৈনিক কত ভাতা দেওয়া হইবে।
৩) এত উকিলদের নাম কি।
৪) বিচার বিভাগীয় বদলিদের কাজ অর্জন নিক কতদিন পর্যন্ত চলিবে।

ANSWER

- ১) ১ জন।
২) উকিল ১৫ জনকে দৈনিক ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে না।
৩) শ্রী হেমচন্দ্র নাক্ষত্রী — ১৫৬ এমভি কেউ
শ্রী সুধীন্দ্র মল্লিক — ৫৩ ভোক্তা কেউ
শ্রী কামিনী কান্ত — ..
শ্রী অমল কান্ত — ..
শ্রী অমল কান্ত — ১৫৬ ..

৪) ১৫ সরকারের ডাক নং ..

শ্রী অখোর দেববর্মা :— মন্ত্রী মহাশয়, ১৫ জন উকিলের নাম দেওয়া হইবে।
২. ১৫ জনকে দৈনিক ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— শ্রী অমল কান্তের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রী অখোর দেববর্মা :— মন্ত্রী মহাশয়, ১৫ জন উকিলের নাম দেওয়া হইবে।
২. ১৫ জনকে দৈনিক ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কখন আসে বলে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রী অখোর দেববর্মা :— সরকারের ১৫ জন উকিলের নাম দেওয়া হইবে।
২. ১৫ জনকে দৈনিক ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে।
৩. ১৫ জনকে দৈনিক ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে।
৪. ১৫ জনকে দৈনিক ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কসের বৈশিষ্ট্য অসম্পূর্ণ নিয়োগ করা হয়।

মিঃ সীকার :— শ্রী অখোর দেববর্মা।

শ্রী অঘোর দেববৰ্মা :— কোয়েকান নাথার ১৮০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েকান নাথার ১৮০ সার।

QUESTION

1. Whether it is fact that Shri Satish Ch. Saha and Shri Krishna Mohan Saha of Banamalipur have recently been arrested and bailed out ;

2. if so, the reasons thereof ?

ANSWER

1. No.

2. Does not arise.

শ্রী অঘোর দেববৰ্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বনমালীপুরের সঠিক ১৮০ সত্বে নামীয় কোন ব্যক্তিকে চাউলের চাষাতি বাপারে দণ্ড দেওয়া হয়েছে কি না এবং কোন কেস তার এগেইনস্টে থানার মধ্যে আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববৰ্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ১৯শে জুন বনমালীপুরের ১৮০ ওয়ার্ড থেকে আশা মণ্ড চাউল উত্তর আউট রেশন কাউ নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রী সঠিক ১৮০ সত্বেকে পাকড়াও করা হয় এবং জালাল এস, ডি, ও'র কাছে তাকে ৫'৩০ করা হয় এবং জালাল এস, ডি, ও'র কক্ষমত থানার মধ্যে কেস দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি আগে বলেছি যে সে এ্যাবেটে হয় না।

শ্রী অঘোর দেববৰ্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে চান যে এরকম একটা কেস থানার মধ্যে নেই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এ্যাবেটেড হয় না।

শ্রী অঘোর দেববৰ্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এত সঠিক ১৮০ সত্বে নামে কোন কেস থানার মধ্যে আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববৰ্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এত জুন মাসের কেসটির বাপারে টিমা ভালবাতানা হচ্ছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মনোরঞ্জন নাথ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েকান নাথার ২১০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েকান নাথার ২১০ সার।

QUESTION

1. What is the extent of loss on account of the damages caused by arson, looting etc. at Chailengta Block Office.
2. Has there been any seizure of arms and ammunition in this connection ?
3. Has there been any arrest concerning this incident ?

ANSWER

1. Loss of Government property is Rs 2,00,000 -(approximately).
2. Yes.
3. Yes.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা এত প্রাথমিকভাবে কি কি সাজ করা হয়েছে এ জায়গাতে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—During search, one S. B. B. L. gun and S.B. M. L. guns, some cartridges, gun powder and fixed cartridges of 12 bores gun were seized.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এত যে আমরা এত প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতি নেই না বাইরে থেকে আনা হয়েছে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমরা বলা হয়েছে যে সেখানে এস. বি. এম. এল. গানস্‌ আছে।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এত গান কতটা।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি জানি না।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এত যে প্রত্যেক পাটি লুটপাট করল, তাদের বাইরে করা হয়েছে কি না—আমাদের বা পালক বা ডাউ করেছিল কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—জানি না, সেটা পড়েছে, সেটা ঘটনাই বলে গেছে।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা এত কক্ষে ঘটনার সময় কেউ বাইরে করেছিল কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—ঘটনার সময় কেউ সেখানে যায় না।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেই সময় ব্লক অফিসের কমচারীরা কোথায় ছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কিছু কিছু বাড়িতে ছিল আর কিছু কিছু অফিসেও থাকতে পারে।

ঐক্যদ আলী চৌধুরী :—যে গানগুলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কি লাইসেন্স বিহীন না লাইসেন্স আছে ? লাইসেন্স থাকলে কার নামে আছে।

ঐক্য, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ নীকার :—ঐ অভিরাম দেববর্মণ।

ঐ অভিরাম দেববর্মণ :—কোয়েন্টান নম্বর ১৫৭।

ঐক্য, এল, সিংহ :—কোয়েন্টান নম্বর ১৫৭ স্ত্রী।

QUESTION

- (a) Whether the Preventive Detention Prisoners have submitted memorandum to the Chief Commissioner and the Chief Minister from Agartala Jail and Bhagalpur Central Jail, Bihar.
- (b) If so, what are their submissions ;
- (c) What steps have been taken to meet their demands ;
- d. Whather any of the P. D. Prisoners has been given family allowance ;
- (e) if not, the reasons thereof ?

ANSWER

- (a) Yes.
- (b) (i) Their submissions were for higher classification from Group 'B' to Group 'C'.
- (ii) Re-transfer from Bhagalpur Central Jail to Agartala Central Jail.
- (iii) sanction of family allowance.
- (iv) Increase of allowances.
- (v) Supply of Spectacles ; and
- (vi) Facility of dental treatment.
- (c) all the demands (except item No. iv) have been fulfilled. As regards demand (ii) they have been transferred to Presidency Jail, Calcutta.
- (d) Family allowance has been sanctioned to 6 (six) detenues ; proposal for sanction of such allowance to 3 (three) more detenues is under consideration.
- (e) does not arise.

মিঃ শ্রীকার :—শ্রীবিচার দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েস্টান নম্বর ২৭ স্তর।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কোয়েস্টান নম্বর ২৭ স্তর।

প্রশ্ন

- ১। সিপাহার মুখ্যমন্ত্রী, অতিরিক্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা এ পর্যন্ত কে কত টাকা T. A. এবং অতিরিক্ত Perquisite বাবদ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মোট হিসাব ;
- ২। মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীরা কে কত টাকা ঘর ভাড়া বাবদ গ্রহণ করেন তাহার হিসাব ?

উত্তর

- ১। মুখ্যমন্ত্রী, অতিরিক্ত মন্ত্রী, উপমন্ত্রী যিনি যত টাকা T. A. বাবত এ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

Travelling allowance

	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯ (জুলাই পর্যন্ত)
মুখ্যমন্ত্রী—	১৪/৩/৬৭ হইতে ৩১/৩/৬৭ইং পর্যন্ত ৬৬'১৫	৫২১১'৫০	৭,৭৭৮'৩০
ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার মন্ত্রী—	৭৬৬'৬০	৩,৮২০'৬০	৬১২'৩৫
কাউন্সিল ও শিক্ষা মন্ত্রী	—	৪,০২৫	৩,৬৬৬'১৫
চিকিৎসা ও প্রম মন্ত্রী—	—	৭,৩০২'১০	২,৫৫৬'৭০
পশুপালন ও কারা মন্ত্রী—	—	১,৪৬৮'৩০	২,১৬৪'২০
উপমন্ত্রী—	—	৩,২২০'১০	১,২০০'০০

Conveyance Allowance ও Compensatory Allowance বাবত বিনি যত টাকা এ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার হিসাব নিয়ে প্রশ্ন হইল :—

	Conveyance Allowance			Compensatory Allowance		
	১৯৬৬-৬৭ (১৩/৩/৬৭ হইতে ৩১/৩/৬৭ ইং পর্যন্ত)	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯ (জুন পর্যন্ত)	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮ (জুলাই পর্যন্ত)	১৯৬৮-৬৯
মুখ্যমন্ত্রী—	৬১'২৯	১,২০০'০০	৫০০'০০	—	—	—
ট্রাইবেল ওয়েল কেয়ার মন্ত্রী—	৬১'২৯	১,২০০'০০	৫০০'০০	—	—	—
কাজাল ও শিক্ষামন্ত্রী—	৬১'২৯	১,২০০'০০	৫০০'০০	২১'২৪	১,৮০০'০০	৭৫০'০০
পশুপালন ও কারা মন্ত্রী—	৬১'২৯	১,২০০'০০	৫০০'০০	২১'২৪	১,৮০০'০০	৭৫০'০০
চিকিৎসা ও শ্রম মন্ত্রী—	৬১'২৯	১,২০০'০০	৫০০'০০	২১'২৪	১,৮০০'০০	৭৫০'০০
উপমন্ত্রী—	৬১'২৯	১,২০০'০০	৫০০'০০	—	—	—

২। উপরি-উক্ত Compensatory Allowance এর হিসাব হইতে দৃষ্ট হইবে যে, মন্ত্রী তিনজন মন্ত্রী নিজের বাড়িতে অবস্থান করেন বলিয়া মাসিক ১৫০০০ টাকা হিসাবে ভাতা প্রাপ্ত হন।

Mr. Speaker .—The question hour is over. There are four unstarred questions today, The Ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions. and unreplied answers of the starred questions.

(Placed on the Table of the House)

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন ছিল উমাকান্ত সুলের স্টাইক সম্পর্কে আলোচনার জন্য। যদিও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা রিকর্ড করে দিয়েছিল কিন্তু আজকে—

Mr. Speaker :—I have already given reply to your motion.

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—তবুও আমার বলায় আছে। একটা কিনিয় বুঝা দরকার। আমাদের বিরোধীদের একজন ছিল এখন দুইজন। যদি একটা ডিসকাশন অপেন করতে হয় তা হলে তিনজন লোক লাগে পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে। লোকসভায় প্রায় সময়েই দেখি এবং বিধানসভাগুলিতেও দেখি যে হাউসের মধ্যে অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন হুত করতে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আজ পর্যন্ত কোন অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন হুত করতে দেওয়া হয় নি।

Mr. Speaker :—Please listen to me. I shall discuss the matter with you.

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :—এখানে একটা মাত্র বিরোধী দল। তাদের ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়া দরকার। আজকে আসেবলী সেশানের শুরু থেকেই আমি দেখছি যে যখন মুখ্যমন্ত্রী অস্থবিধায় পড়েন তখন তিনি হাশ আপ করে দিতে চান।

Mr. Speaker :—It is not a fact.

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :—আমার অনাদিকে যারা আছেন তাদের বলার কোন দ্বোপ নাই। সুতরাং আমাকেই বলতে হয়। এই উমাকান্ত স্কুলের একটা ইতিহাস আছে।

শ্রী তর্কিৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :—ফেলে রাখুন আপনার পয়েন্ট অব অর্ডার। আপনার পয়েন্ট অব অর্ডার আমি শুনবো না।

শ্রী তর্কিৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তা হলে আমরাও আপনার কোন কথা শুনবো না।
(গোলমাল)

Mr. Speaker !—He is not abiding by the rules of procedure of the House. You should obey the rules of procedures.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, please adjourn the House for half an hour.

Mr. Speaker :—I adjourn the House for half an hour.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :—I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto the 27th August, 1968.

I call on Shri Monoranjan Nath designated by me to move the motion that the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee,

Shri Monoranjan Nath :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

The motion was passed by voice vote.

Shri Aghore Deb Barma :—Mr. Speaker, Sir, on point of order, আমি এডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট পাই নাই।

মিঃ স্পীকার :—আপনি আপনার ড্রয়ার দেখুন, আপনাকে অলরেডি সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে।

GOVERNMENT BUSINESS FINANCIAL.

Presentation of the Demands for Excess Grants for the year 1964-65,

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business is the presentation of the Demands for Excess Grants for 1964-65.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to present the Demands for Excess Grants for 1964-65.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to present before the House the Demand for Excess Grant for the expenditure incurred in the year 1964-65.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, you are requested to submit your Cut Motions, if any, on Demands for Excess Grants for 1964-65 within 5 P.M. on Tuesday, the 20th August, 1968. You are also requested to have your copies of the Demands for Excess Grants for 1964-65 from the Notice Office.

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker :—I announce the Obituary References of Hareswar Goswami, Late Speaker of the Assam Legislative Assembly and B. Vaikuntha Baliga, the Late Speaker of the Mysore Legislative Assembly.

OBITUARY REFERENCE

Honourable Member,

I would refer to the sad demise of Hareswar Goswami, Late Speaker of the Assam Legislative Assembly on the 10th May, 1968.

Born in February, 1918 he had his early education at Gauhati. He left Cotton Collegiate School in 1930 in protest against Cunningham Circular and joined Kamrup Academy wherefrom he passed Matriculation Examination and graduated from the Cotton College, Gauhati with Honours in Economics. After obtaining M. A. degree in Economics from St. Catherine College, Cambridge, in 1940 he was called to the bar in Lincoln's Inn, London and was awarded Bucharan Prize for standing first. He was an active member of the Congress but left congress in 1948 along with Jaiprakash Narayan and other Congress socialist members and played an active role in the formation of Praja Socialist Party.

Mr. Goswami was the Chairman of the P. S. P. in Assam for twelve years, member of the National Executive of the P. S. P. for sixteen years; president railways, river transport, road transport, Hind Majdoor Sabha besides being president of many Government officers organisations. He took active part in Indian's independent movement and suffered imprisonment

several times for taking part in satyagraha and other such movements in 1940. He was also arrested and externed from Manipur for joining the movement for abolishing pass system in Manipur in 1947.

He was elected to the Assam Assembly in 1952 and was the Leader of the opposition party but lost in 1962 general election. During his tenure as an M. L. A. he was for some time the Chairman of the Public Accounts Committee and Estimates Committee.

He rejoined Congress in 1964 and was again elected to the State Assembly in 1967 general elections from Chaygaon constituency and was elected Speaker of the Assam Legislative Assembly.

Mr. Goswami was a lawyer of the Assam High Court and a member of the Assam Bar Council. He was also a lecturer in Bangabashi College, Calcutta and Barooah College at Gauhati for some time. He wrote three books, namely, — "Soviet Russia", "Natshibad" and "Naba Samarajya" and a drama "Rajshing" besides a number of articles in newspapers and journals.

This House expresses its deep sense of sorrow and condolence at the premature demise of this great political leader and conveys the same to the members of the bereaved family.

With a grievous heart I am to refer to the sad demise of B. Vaikunta Bahga, the Late Speaker of the Mysore Legislative Assembly on the 6th June, 1968 at Madras.

Born on the 10th April, 1895 at Bantwal, sixteen miles from Mangalore, headquarters of south Kanara District, he received his early education in Sree Venkataramana Elementary School and Basel Evangelical Mission School, Mangalore and St. Aloysius College, Mangalore respectively for the High School and Intermediate Examination in Arts. He then went to Madras to study in Pachappa's College taking Branch II A Physical Science as Optional Subject. He passed first from the College and the University Examinations securing Mac Donald Gold Medal for the year 1916-17. He then studied Law in the Law College at Madras and set up practice in Manga

He joined the Canara Banking Corporation Ltd., as a Director in about 1926 and continued till 1957 whence he resigned consequent upon the acceptance of a seat in the Cabinet. He was the Director and Chairman of the Canara Public Conveyance Company Limited, Chairman of the Board of Directors of the Canara Mutual Assurance Company Limited, till it was nationalised. He was the President of the Academy of General Education at Manipal which established the Manipal High School, the First Grade College, styled Mahatma Gandhi Memorial College and a Law College at Udipi and the Kasturba Medical College at Manipal and Mangalore and an

Engineering College at Manipal. He was an Honorary Life Member of the Canara Chamber of Commerce for services rendered in establishing it and the President of the Chamber for one year. He was the President of Iswaranada Mahila Sevashram, the Chairman of the Board of Directors of the General Investment Trust Ltd., and the President of Deenabandhu Seva Sangha, Mangalore and a member of the District Board and the Leader of the Congress Party in 1942 and resigned membership and came out of the Board.

He inaugurated the G. S. B. Parishat in Bombay. He was elected a member of the Madras Legislative Assembly from Panemangalore Constituency in 1952 and was a member of some of Committees appointed by the Madras Government.

He was elected to the Mysore Legislative Assembly from Mangalore-1 constituency in the second general election and was Minister for Labour and Legal Affairs from April, 1957 to May, 1958 and was again Minister for Law and Labour from February, 1961 to March, 1962. He was re-elected from Belthangadi constituency in the third general election and was elected Speaker of the Mysore Legislative Assembly on the 15th March, 1962, re-elected from Belthangadi constituency in the fourth general election and elected Speaker on the 15th March, 1967.

This House expresses its deepest sense of sorrow and condolence at the sad demise of this great Leader and conveys the same to the members of the bereaved family.

Mr. Speaker : I would now request all the Ministers and Members to stand and observe two minutes' silence in honour of the departed souls.

(Silence was observed)

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday the 20th August, 1968.

UNSTARRED QUESTION NO. 55.

BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
১। Central Intelligence Bureau কি দ্বিপুৰায় গুৰু দুই বছৰেৰ মধ্যে কোন উন্নতি সম্পৰ্কে তদন্ত কৰিছিল ?	জনস্বার্থেৰ বাতিৰে ইহা প্রকাশ কৰা যায় না।
২। তদন্ত কৰিয়া থাকিলে তাৰ সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। তদন্তেৰ ফলাফল কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 265.

BY SHRI AGHORE DEB BARMA, MEMBER.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

1. Total number of Govt. Employees whose services have been Terminated under rule 5 of Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1949 and under rule 3(1) of Central Civil Services (Temporary Service) Rule 1953 during the period of July, 1963 to July, 1968 ?
2. And its year-wise and department-wise break up ?

ANSWER

1. Materials are under collection.
2. Does not arise.

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT
OF UNION TERRITORIES ACT, 1963,**

20th August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Tuesday the 20th August, 1968.

Present.

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Minister, Dy. Speaker, and twenty four Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma —Question No 932.

Shri Prafulla Kr. Das :— Question No. 932, Sir.

STARRED QUESTION NO 932

Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION	ANSWER
১। আগবতলা, সন্দুল, চুইলে ফাটো	১. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১০ মিনিট
আটক রক্ষা আঁকিলে হাটায়ের মাম	২. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১০ মিনিট
কাতাক কত সময়ের ৩০ জন পরিপে	৩. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১৫ মিনিট
Interview grant করা চক্কো হাটায়	৪. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১৫ মিনিট
দেবদা	৫। ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত নোহাওয়া ১২ মিনিট
	৬. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১৫ মিনিট
	৭. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১৫ মিনিট
	৮. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১০ মিনিট
	৯. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১০ মিনিট
	১০. ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১০ মিনিট
	১১। ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১০ মিনিট
	১২। ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ১৫ মিনিট
	১৩। ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ২৫ মিনিট
	১৪। ১৭.৮.৬৮ খ্রীঃদেব দত্ত ৩০ মিনিট

Question

Answer

২। Tripura Preventive Detention Order 1957 অনুসারে আটক বন্দীদের কত সময় Interview দেওয়ার কথা।

আত্মীয় এবং অসহায়দের সহিত যথাক্রমে অনধিক এক ঘণ্টা ও আধঘণ্টা।

৩। যদি Interviewর সময় সঙ্কুচিত করা হইয়া থাকে কোন আইনে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।

Tripura Preventive Detention Order 1957 অনুযায়ী।

৪। ইহা কি সত্য যে ভেলে আত্মীয় স্বজন Interview লইতে আসিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বটগাছ তলায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় এবং অনেক দিন ফিরিয়া যাইতে হয়।

কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হয় না অথবা চলিয়া যাইতে হয় না, যদি দরখাস্তকারী জেইল গেইটে বাংলার বড় করপে লিখিত নোটিশ অনুযায়ী কার্য করেন বা বিধান মত পাওনা অনুযায়ী দেখার প্রার্থী হন।

৫। যদি সত্য হয় ইহার প্রতিকার হইবে কি?

প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে পি. ডি. এক্টের বলে তাদের ডিটেনশান রাখা হয়েছে, সেট এক্টের মরো ইন্টারভিউ সম্পর্কে সময় কত দেওয়া হয়েছে?

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস :—এখানে উত্তরে বলাই হয়েছে যে আত্মীয় ভেলে এক ঘণ্টা এবং অসহায়দের সহিত আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়।

মিঃ সীকার :—শ্রী বাজুবন রিয়াং।

শ্রী বাজুবন রিয়াং :—কোয়েন্টান নাখার ১৩২।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েন্টান নাখার ১৩২, স্যার।

প্রশ্ন

উত্তর

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই সাবডিভিশনের কল্যাণপুর এলাকায় ত্রিপুরার ৫টি উপজাতির জন ১২৩১ সনে ১১০ বর্গ মাইল ১২৪৩ সনে সাতটি সাবডিভিশনে ১২৫০ বর্গ মাইল ভূমি সংরক্ষণ করা হইয়াছিল?

এখানে ত্রিপুরার মহারাজার আমলে যেই ভূমি সংরক্ষণ করা হইয়াছিল তার কিছু অংশ সেই মহারাজার অনুসারেরই সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

২। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংস্কার আইন ও নিয়মাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না?

না।

৩। না হইয়া থাকিলে কারণ ও হইয়া থাকিলে কত নম্বর ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে?

ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার নামক বিশেষ আইন ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা বাতিল হয় নাই। উভয় আইনই পরস্পর নির্ভরশীল।

ঐবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি, আজ পর্যন্ত সেই আইন পুরোপুরিভাবে মানিয়া চলা হইতেছে কি না ?

ঐশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আইন নিশ্চয়ই মানিয়া চলা হইতেছে ।

ঐঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারেন ১৯৩৯ সন থেকে ১৯৪৩ সন পর্যন্ত তৎকালীন মতাবলম্বী যে উপজাতি এলাকা বলে ঘোষণা করেছিলেন তার থেকে যে অংশ মুক্ত করা হয়েছে, সেটা কোন সময়ে করা হয়েছিল, কার আদেশ বলে এবং কোন আইনের বলে সেটা করা হয়েছে ? ভূমির পরিমাণ কত ?

ঐশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই ।

ঐবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উচা জানেন কি, ভূমির অধিকারে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলের মধ্যে পার্থক্য কি ?

ঐশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা সেপারেট কোয়েস্টান। ভবুও আমি বলছি যে এই জায়গাতে একটা আইন আছে সেটা হচ্ছে বর্গী আইন। এই আইন বলে সে ট্রাইবেলটোকে আর নন-ট্রাইবেলটোকে, যে ভূমি বর্গী করবে সেই ভূমির মালিকানা পাবে। সেখানে ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল বলে কিছু নেই।

ঐঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারেন, বর্তমানে যে অংশটাকে উপজাতি রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, . টন একভিস্টেস। সেই অংশটার কোন কোন গ্রাম আছে এবং ভূমির পরিমাণ কত ?

ঐশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই ।

ঐবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, ফরেস্ট রিজার্ভ এর আওতায় পড়েছে কি না ?

ঐশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই ।

ঐঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারেন, যদি এ-ঘোষণা এখন পর্যন্ত বলবৎ থাকে তাহলে আজ পর্যন্ত সেটেলমেন্টে কোন অধিকার বলে সেই সমস্ত এলাকায় নন-ট্রাইবেলদের বসোবস্তু দিচ্ছেন ?

ঐশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি এইরকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে সে কান গো টু দি কোর্ট ।

ঐঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারেন খোয়াই বিভাগের শাস্তিনগর উপজাতি রিজার্ভের এলাকাভুক্ত কি না ?

ঐশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই ।

ঐবাজুবন রিয়াং :—সেই এখিয়াতে কিছু লুন্ডা ভূমি আছে না ওয়ু টিল।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ঘোষণা বাতিল করার জন্য রাজা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক লেখালেখি করার পর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজা সরকারকে সাাংশান দেওয়া হয়েছিল, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইটা সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি সত্যিকার করে বলতে পারেন যে, যে সমস্ত এলাকায় বিজাউট বলবৎ আছে সেসমস্ত এলাকায় সেট আটনটা অগ্রাহ্য করে নন-ট্রাউবেলদের যথেষ্টভাবে সন্ধান দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নিচয়ই সারিয়ে ডিপার্টমেন্ট আটন বন্ধ করেছেন এবং প্রচারিত করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যে সমস্ত বিজাউট এলাকার মধ্যে এম. ঘোষণা অগ্রাহ্য করে নন-ট্রাউবেলদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে রাজা সরকার তাদের সন্ধান কি করেছেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—জায়া কোটে উপস্থিত হয়ে আকস্মিক করে পারেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কোটে কারা উপস্থিত করেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—যাবা মনে করেন প্রিয়ারিভুড হয়েছেন ভারত যাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যে ঘোষণাটা আটনতে বলবৎ আছে রাজা সরকার সে ঘোষণাটা মেনে চলেছেন বলে রাজা সরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে আটন অবজাউট করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমায় প্রশ্ন হচ্ছে যে আটন টন এক্জিস্টেন্স সেট আটনটা কিভাবে অবজাউট করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আটনভুক্তভাবে করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—ভূমি সংস্থার আটনের কত নম্বর দ্বারা সেট ট্রাউবেলদের এ অধিকার দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ভূমি আটনের প্রত্যেক দ্বারা কথা আমি বলতে পারব না। মাননীয় সদস্যের জানা থাকলে উত্তর দিতে পারব আমি কৃতজ্ঞ হব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কথা বলেছেন যে আটনটা পরিপূরক। এটা পরিপূরকটা কোন দ্বারা থেকে আসে বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা সময় সাপেক্ষ। তবে মাননীয় সদস্যের যদি জানা থাকে তাহলে যদি বলেন তবে বাধিত হব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বারবার বলেছেন যে আটনভুক্তভাবে করা হয়েছে, এটা আটনভুক্ত কথাটার অর্থ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আইনকে আইন বলেই জানি। অতএব তিনি যদি আরও ভাল একস্প্রেনেশন দিতে পারেন তাতলে কৃতার্থ হব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে যে ১৮৭ নং ধারাটি আছে তাতে এই আইনটি কাভার করে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—০।।, সম্পূর্ণ কাভার করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে ট্রাইবেলদের জায়গা নন-ট্রাইবেলদের কাছে চ্যুতাস্তর করতে চলে ডি, এম,এর পারমিশন দরকার। কিন্তু রিজার্ভ এলাকাভুক্ত জায়গা সম্পর্কে পরিষ্কার উল্লেখ নাই। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিভাবে এই কথা বলতে পারেন যে মহারাষ্ট্রের ঘোষিত রিজার্ভ এলাকা ১৮৭ নং ধারাতে কাভার করে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি যতটুকু জানি সেটা কাভার করে এবং সেই অনুসারেই আমি বলেছি। তা যদি না করে থাকে তবে বিশেষজ্ঞের মত পেলে পরে আমি বোধিত হব।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 201.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 201.

QUESTIONS

- ১) জি. বি. হাসপাতালে প্রতি ওয়ার্ডে রোগীর আসন সংখ্যা কত?
- ২) প্রতি ওয়ার্ডে প্রতি ডিউটি টাইমে কত ষ্টাফ এবং অগভিলিয়ানি নাসেস ডিউটি দিয়া থাকেন?
- ৩) রোগী ও নাসেসের হার। বেসিও। যথেষ্ট কিনা?
- ৪) একজন নাস কে প্রতিদিন কত ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়?

ANSWER

১) জি. বি. হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডে রোগীর আসন সংখ্যা নিম্নরূপ :—

1. Male Medical Ward I	40 Nos.
2. Female Medical Ward I	40 „
3. Male Surgical Ward II	40 „
4. Female —Do—	40 „
5. Male Combined Ward III	40 „
6. Female —Do—	40 „
7. T. B. Ward	50 „
8. Eye Ward	15 „
9. Cabin	10 „

TOTAL : 315 Nos.

২) দৈনিক প্রতি শিকটে নার্সের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :—

Name of Wards	Categories of staff	Morning shift	Evening shift	Night shift
1	2	3	4	5
Male Medical I.	Staff Nurse	2		
Female Medical				
Ward I, Male	Asstt. Nurse	2	2	2
Surgical II,				
Female Surgical				
Ward II, Male				
Combined III,				
Female combined				
Ward III, T. B.				
Ward.				
Eye Ward }	Staff Nurse	1		
Cabin }	Asstt. Nurse	1	1	1

৩) রোগী ও নার্সের আনুপাতিক হার স্বাভাবিক।

৪) ৮ (আট) ঘণ্টা।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বেশিও এখানে দেওয়া হয়েছে সাধারণতঃ রোগীর সংখ্যা হাসপাতালে এই বেশিও থেকে কম থাকে না বেশী থাকে ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—রোগীর সংখ্যা বাড়া সবেও যে সীট আছে তাতে গড়ে দেখা যায় যে বেশিও আছে, সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে হাসপাতালে বেশিও থাকবে ওয়ান নাস ইজ টু সিক্স টু এইট এবং তার মধ্যে যেটা আছে আমাদের এখানে সিক্সের উপরে আছে, এইটের উপরে নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে প্রতি ওয়ার্ডে যে বেড নাম্বার আছে সেই বেড নাম্বার অনুযায়ী থাকে কি না ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—কোন কোন সময় বেশী থাকে। বেশী রোগী থাকা সবেও যে বেশিও আছে তা নার্সের ট্রেনিংয়ের সিলেব্র চেয়ে বেশী নয়।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন নার্সের ডিউটি সম্পর্কে কোন কন্স আছে কি না, অক্জিলারী নার্স কি করবে ঠাক নার্স কি করবে ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রী অখোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে অকজিলারী বা অ্যাসিস্টেন্ট নার্স বারা আছে তার। রোগীর সংখ্যা অল্পপাতে যথেষ্ট কিনা ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—আমি তো আগেই বলেছি যথেষ্ট।

Mr. Speaker :—Shri Manoranjan Nath.

Shri Manoranjan Nath :—227.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 227.

QUESTION

1. Is there any contemplation of the Government for opening of T. B. Chest Clinic at Dharmanagar.
2. Is there any contemplation for construction of building for T. B. Chest Clinic at Dharmanagar ;
3. If so, when the Govt. undertake to do the work ?

ANSWER

1. Yes.
2. Yes.
3. As soon as all the formalities regarding budget etc. are completed.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই এন্টিমেন্ট প্রিপেয়ার করতে কতদিন লাগবে ?

শ্রীতড়িং মোহন দাশগুপ্ত :—সময় বলা সম্ভব নয়। মেডারমেট ইত্যাদি পি. ডব্লু. ডিপার্টমেন্ট করছে, তারপর আমাদের কাছে যখন সিস্টেমিক প্রপোজাল আসবে, এ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ এক্সভেন্স হলে পরে কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই কন্টেম্প্লেশান আরও পাঁচ ছয় বৎসর আগে ছিল কি না ?

শ্রীতড়িং মোহন দাশগুপ্ত :—আমি তার ভল নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মফঃসল সাবডিভিশনের মধ্যে ধর্ম্মনগরে টি. বি. পেশেন্ট বেশী, ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীতড়িং মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ওয়ার্ড এ্যা ওয়ানস একজিবিউশান করার চেষ্টা করা হবে কি না ?

শ্রীতড়িং মোহন দাশগুপ্ত :—বিভিন্ন কনস্ট্রাকশান না করলে পরে এটা স্টার্ট করা সম্ভব হবে না। তবে টি. বি. রোগীর চিকিৎসার পুরোপুরি ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে স্পেশালিষ্ট

সেই সমস্ত কার্যায় যান এবং খারাপ কেস থাকলে পরে সেটা আগরতলা ট্রালকার করা হয় এবং চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া ধর্ষনগরে এক্স-রে করার ব্যবস্থা আছে, এক্স-রে'র জন্য আগরতলা আসতে হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কোথায় সে চেষ্টা ক্লিনিক বিল্ডিং হবে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ঐ এরাঁয়ার মধ্যেই হবে যেখানে হাসপাতাল আছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েকান নাথার, ২৪২।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েকান নাথার ২৪২, স্তার।

প্রশ্ন

- ১) জি, বি, হাসপাতালের দেওয়ালের উপরের ছাদ চোয়াইয়া রুটির জল ওয়ার্ডগুলিতে ও বারান্দায় পড়ে বলিয়া সরকার অবগত আছেন কি?
- ২) থাকিলে, উহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Answer

১) হ'।।

২) জি, বি, হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে ও বারান্দায় বাহাতে রুটির জল চুয়াইয়া না পড়িতে পারে, তৎক্ষণ পূর্ণ বিভাগকে সম্বন্ধ যথাবিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীনরেশ রায় :—এই ব্যবস্থা কবে হইতে কার্যকরী করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—অল্প কিছুদিন আগে ইঞ্জিনিয়ার যেয়ে দেখে এসেছেন, অতএব মনে হয় শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীএসাদ আলি চৌধুরী :—এই বিল্ডিংটি কবে করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই, স্তার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ছাদ দিয়ে যে জল পড়ছে সেটা কতদিন ধরে পড়ছে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—অনেকদিন ধরেই পড়ছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে বলবেন কি, জিন বচকে এই জল পড়ার অবস্থা দেখেছেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি দেখেছি, স্তার।

শ্রীমন্মথ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জল পড়ার জন্য রোগীদের কোন ট্রাবলস্ হ'ল হয়েছে বা পৃথক কোন রোগের উৎপত্তি হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি যতটুকু জানি বেশী জল বাবাম্বায়ই পড়ে এবং যখন জল পড়ে তখন সেখান থেকে রোগীর বিছানা অত্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয় ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে কন্ট্রোল এই বিল্ডিং টৈরী করেছে, জল পড়ার জন্য কন্ট্রোল থেকে কোন কম্পেনসেশন আদায় করা হয়েছে কিনা বা তাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বিল্ডিং টৈরী ৫৫৭'র ছয় মাসের মধ্যে যদি সেই বিল্ডিংয়ের কোন ক্ষতি হয় তাহলে কন্ট্রোলারের দায়িত্ব থাকে, তারপরে আর কোন দায়িত্ব তার থাকে না ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমন্মথ দেওয়ান ।

শ্রীমন্মথ দেওয়ান :—১৫৮ ।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোম্পেন্সন নম্বার ১৫৮ স্তরে ।

QUESTION

১। কমলপুর বিভাগের দক্ষিণ উপভাগে প্রদান অকল অসম্ববর্তী কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি টি. ডি. ব্লক চালু করিবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না :

২. যদি থাকে তবে কবে চালু করা হইবে ?

ANSWER

১৫৮

শ্রীমন্মথ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হামলু টি. ডি. ব্লক এবং রাইমা-সরমায় দুখুর টি. ডি. ব্লক অবস্থিত আছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—রাইমা-সরমায় আছে, দুখুরেও আছে ।

শ্রীমন্মথ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কিসের ভিত্তিতে হামলু টি. ডি. ব্লক এবং দুখুর টি. ডি. ব্লক খোলা হয়েছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—সাধারণতঃ লোকসংখ্যার উপর বেসিস করে করা হয়, বিশেষতঃ এইগুলি টাউনশিপ অধাধিত অঞ্চল বলে সেখানে টি. ডি. ব্লক খোলা হয়েছে ।

শ্রীমন্মথ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, এই অঞ্চল সীমান্তবর্তী এবং বড় বিস্তৃতিত শিকারিহাড়া কালোনি, হাংলুহাড়া কালোনি, এবং চহাতিহাড়া কালোনি এই জায়গায় অবস্থিত ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সীমান্তবর্তী অঞ্চল হলোই ব্লক করা হয় না, অশান্ত দিক বিবেচনা করেই সেইসব ব্লক করা হয় ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্তমানে জিহুরা কবচি টি, ডি, ব্রক চালু আছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরায় কোন কোন অকলে টি, ডি, ব্রক করা যায় তারসত্ত্বে সার্ভে করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেসব টি, ডি, ব্রক আছে সেইসব অকলে উপজাতির সংখ্যা শতকরা কত ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—কোয়েন্টান নম্বর ২৮১।

শ্রীতড়িমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েন্টান নম্বর ২৮১ স্ত ৪।

প্রশ্ন

১. তেলিয়ামুড়াতে আয়ুর্বেদী ঔষধালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?
২. থাকিলে কবে পর্যন্ত উক্ত কার্যাকর্ম চলেবে ?

উত্তর

১. না

২. প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকান্তন বিদ্যু

শ্রীকান্তন বিদ্যু :—কোয়েন্টান নম্বর ১৪২।

শ্রীতড়িমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েন্টান নম্বর ১৪২ স্যার

QUESTION

ANSWER

1. Whether it is a fact that the present Superintendent of G. B. Hospital is not allowed to supervise the treatment of patients other than the patients of Surgical Ward ;
Superintendent is responsible for the over-all administration of hospital and supervision of treatment in each ward is the responsibility of the Officer-in-charge of the Unit.
2. If so, the reasons there of.
Does not arise.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 203.

Shri Taritnohan Dasgupta :—Question No. 203, Sir.

প্রশ্ন

১) হাসপাতালের রোগীদের (জি, বি, ও ডি, এম,) জন্য ডায়েট চার্ট (তালিকা) কত প্রকার ;

২) প্রত্যেক প্রকারের ডায়েট চার্টে (মাখন, দুধ, চাউল, কল, ডিম ইত্যাদি) কি কি জিনিষ প্রত্যেক বেলায় দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক জিনিষের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) জি, বি, ও ডি, এম, হাসপাতালের রোগীদের জন্য ছয় প্রকারের ডায়েট চার্ট (তালিকা) আছে।

২) সংগায় চার্ট দুটো।

Starred Question No. 203

SCALE OF DIET PER PATIENT PER DAY
APPROVED BY THE GOVT. OF INDIA

Diet No. I

Milk—930 Ltr.
Barley—29 Gr.
Sugar—58 Gr.
Orange &
banana or two varieties of
seasonal
Fruits — 2 Nos.
Tea 4 Gr.

Diet No. II

Milk—930 Ltr.
Bread—117 Gr.
Butter—29 Gr.
Sugar—58 Gr.
Tea — 4 Gr
Egg — 1 No.
Orange or banana or any
two seasonal
varieties fruits—1 No.

Diet No. III

Milk—467 Ltr.
Sugar—29 Gr
Rice —292 Gr.
Bread — 58 Gr.
Butter—29 Gr.
Dal —58 Gr.
Vegetables—175 Gr.
Potatoes—58 Gr.
Fish or meat—117 Gr.
Tea—4 Gr.

Egg— 1 No.
Banana— 1 No.

Diet No. IV

Milk—467 Ltr.
Sugar—53 Gr.
Rice—292 Gr.
Bread—58 Gr.
Butter—29 Gr.
Dal —58 Gr.
Vegetables—233 Gr.
Potatoes —233 Gr.
Orange or Banana or any
other seasonal fruit—1 No.
Tea— 4 Gr.

Diet No. V

Milk—767 Ltr.
 Sugar—29 Gr.
 Rice—117 Gr.
 Bread—58 Gr.
 Butter—29 Gr.
 Potatoes—117 Gr.
 Dal —58 Gr.
 Fish or meat—117 Gr.
 Orange or banana or any
 other seasonal fruit—1 No.
 Egg — 1 No.

Diet No. VI

Milk—700 Ltr.
 Sugar—29 Gr.
 Rice—117 Gr.
 Bread—58 Gr.
 Butter—29 Gr.
 Vegetables—117 Gr.
 Potatos— 58 Gr.
 Dal — 58 Gr.
 Orange or banana or any
 other seasonal fruit 1 No.
 Spices.
 Salt—14 Gr.
 Chilli
 Haldi —14 Gr.
 Jira
 M. Oil —042 Gr.
 Firewood - 700 Gr.

N. B :—The Medical Officer in charge of the patient may, if desire, prescribe extra diet in addition to the scale

শ্রী অম্বোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কেটারগর্ভ এবং ডায়েটের কথা বলা হয়েছে তা কিসের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—এটা স্ট্যান্ডার্ড কম্পিটালের ডিনো আছে। প্রত্যেক হাসপাতালেই কম বেশী অবস্থার সংগে তৈরি করে এটা পর্বনের চাট করা হয়েছে।

শ্রী অম্বোর দেববর্মী :—মেল মেডিকেল ওয়ার্ড এবং সার্জিকেল ওয়ার্ডের মধ্যে ডায়েটের তারতম্য আছে কিনা, থাকলে কি বকম ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—আমার কাছে যে চাট আছে তার থেকে দেওয়া হয়, এছাড়াও কিছু স্পেশাল ডায়েট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রী অম্বোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সকল রোগীকেই সকালে কুটির সংগে বাটার দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—সকলকে কিভাবে দেওয়া হবে বুঝতে পারি না। যে রোগীর যা চরকার সেট রোগীকে চাট থেকে বেছে ডায়েট প্রেসক্রাইব করতে হবে।

শ্রী অম্বোর দেববর্মী :—হাসপিটালের রোগীদের বাটার দেওয়া হয় না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এনকোয়ারী করে দেখবেন কি ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—স্পেসিফিক কমপ্লেইন থাকলে তা এনকোয়ারী করা হবে।

শ্রী অঘোর দেববর্মী :—হসপিটালের সার্জিকেল ওয়ার্ডের মধ্যে সকালে যে কটি দেওয়া হয়, তার সংগে বাটার দেওয়া হয় না।

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—এটা ওল জেনারেল ডায়েট : তার মধ্যে ডাক্তারের ডিস-ফিশন থাকে, তা ছাড়া এটি যে চাট আছে তার উপর স্পেশ্যাল ডায়েট দেওয়ার অধিকার ডাক্তারের আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মী :—সার্জিকেল ওয়ার্ডের মধ্যে ইন জেনারেল রোগীদের বাটার দেওয়াই হয় না। এটা এনকোয়রী করে দেখবেন কি ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—আমি এ বিষয়ে আগেই উত্তর দিয়েছি যে স্পেসিফিক পয়েন্ট থাকলে বলবেন। জেনারেল ডায়েট ডাক্তার। যা দেবেন তার মধ্যে দেখার কিছু নেই।

শ্রী অঘোর দেববর্মী :—জেনারেল ডায়েটের মধ্যে সাংগে কটির সংগে বাটার দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেটাতে আমি যেনে দিয়েছি। আমি বলছি সার্জিকেল ওয়ার্ডে দেওয়া কপা মেল মেডিকলে নাও দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সার্জিকেল ওয়ার্ডে দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—সবকম যদি কোন স্পেসিফিক কম্প্লেন থাকে দেওয়া হচ্ছে না তাহলে : বিলুপ্ত ঠকু।

শ্রী অঘোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি যে, হসপিটালে হপুয়ে টিক টাইম নং দেওয়া হয় উহা তিনি জানেন কিনা ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—হপুয়ের খাবার একটার সময় দেওয়া শুরু হয়, তবে ভাঙ্গার ভাঙ্গায় দিতে দিতে হয়ত কিছু দেরী হয়ে যায়। তবে একটা থেকে দুইটার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে যায়।

শ্রী অঘোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, হাসপাতালে যে হপুয়ে ডায়েট দেওয়া হয় সেটা দুইটার পরে দেওয়া শুরু হয় এবং এটা নিয়ে সার্জিকেল ওয়ার্ডের বোগীরা খাওয়া বিফিউজ করছে কি না ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বর্তমানে জি. বি. হসপিটালে পাচকের সংখ্যা কত ?

শ্রী টি. এম. দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal : Question No. 285.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 285.

QUESTION

- ১) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অমরপুর মহকুমার হাসপাতালে পাম্পিং মেশিন-এ জল পাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না।
- ২) না থাকিলে কিভাবে জল সরবরাহ করা হয়।
- ৩) Indoor-এর ভিতরে জলের ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধা হয় কি না?
- ৪) কবে পর্যন্ত এগুলি কার্যকরী করতে পারে?

ANSWER

- ১) অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে পাম্পিং মেশিনে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও নেই।
- ২) উক্ত হাসপাতালের কক্ষ উত্তরে ভিতর দুটো টিউবওয়েল হাতে জল সরবরাহ করা হয়।
- ৩) জল সরবরাহের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য হাসপাতাল কম্পাউন্ডের ভিতর দুটো টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেটি ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করা করার জন্য অস্ট্রেলীয় পাম্পিং মেশিন বসানোর প্রাথমিক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতনপোই করিতেছেন।
- ৪) পাম্পিং মেশিনের spare-parts সংগ্রহ করা সাপেক্ষে পাম্পিং মেশিন বসানো স্থগিত রাখা হইয়াছে। Spare parts সংগ্রহ হইলে যথাসম্ভব পাম্পিং মেশিন বসানো হইবে।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Rieng.

Shri Bajuban Rieng :—Question No. 143.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 143.

QUESTION

- ১) উক্ত কি সত্য যে জি. বি. হাসপাতালের রোগীদের বেডগুলিতে ছাবপোকা উঠি?
- ২) যদি সত্য হয়, প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছেন কি ও কবে পর্যন্ত ছাবপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে?

ANSWER

- ১) উক্ত ছাবপোকা আছে।
- ২) ছাবপোকা নিয়ন্ত্রণের সর্বদা ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। যেমন, ডিক-ট্র্যাপিং, ডাল্ফ কুমিগেশন ইত্যাদি চড়ানো।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 284.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 284.

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই বিরোধের ফলে সেখানে কত পরিবার উপজাতি উচ্ছেদ হয়েছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী অতিরাম দেববর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, লক্ষ্মীনারায়ণপুরের কৃষকের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট কোন দরখাস্ত পেশ করেছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—দরখাস্ত আছে। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারছি না।

শ্রী অতিরাম দেববর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, হেলা শাসক লক্ষ্মীনারায়ণপুরে গোলমালের তদন্তের জন্য গতবার গিয়েছিলেন এবং তিনি কি মন্তব্য করেছিলেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মামলা চলতে থাকলে তদন্ত অনবরত চলবে অতএব সেট অদম্যে চলছে।

শ্রী নরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে থেকে কোন বাঙালি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী অতিরাম দেববর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন, মঙ্গলতাল্লা সেখানে কোন দোকান খুলেছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ সীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মণ।

শ্রী অতিরাম দেববর্মণ :—কোয়েন্সান নংবার ১১।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েন্সান নংবার ১১, স্যার।

প্রশ্ন

১। কলোনিয়া ক্যাটলিয়া হুড়য়া (ক) জুমিয়া কলোনি (খ) মাছেব দাঁদ (গ) কৃষি কার্য (ঘ) পিপারী এণ্ড পোলট্রী (ঙ) মডেল ওচার্ড (চ) শিল্প (ছ) বাস্তাব্য টি ও অন্যান্য ব্যবসায় এ পর্যন্ত মোট কত টাকা খরচ তহবালে।

২। ই কলোনিতে কতজন জুমিয়া পুনর্বাসিত পাঠিয়েছেন

৩। যাহারা প্রথমে পুনর্বাসিত পাঠিয়েছেন তাহাদের মধ্যে কতজন বর্তমানে কলোনিতে আছেন ?

Minister-in-charge of Tribal Welfare Deptt. —Chief Minister.

- ১। (ক) ১,২৪,৫০০.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।
- (খ) ৭,০০০.০০ " " "
- (গ) ২,০০০.০০ " " "
- (ঘ) ৬০০.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।
- (ঙ) কোন টাকা খরচ হয় নাই।
- (চ) ১,০৫০.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।
- (ছ) ১,০২,১৫৪.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

মোট— ২,৪৫,৪০৪.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ২৪৯টি জুমিয়া পরিবার পুনর্কাসন পাইয়াছেন।

৩। ২১৯টি জুমিয়া পরিবার বর্তমানে বন্দবাস করিতেছেন।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কাগিলিয়া কলোনির মাছের বাপ, কৃষিকার্যা, পিগারী এণ্ড পোলট্রী, ইত্যাদি পরিচালনার জন্য সেখানে সরকার পক্ষ থেকে কোন কর্মচারী আছে কিনা—ই সুপারভাইজর দি ওয়ার্কস ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—যখন কোন টাকা খরচ করা হয়, তখনই সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে তা করা হয়, অতএব কর্মচারী বিহীন কোন টাকা কোথাও খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্তমানে এই সংস্থার গুলি পরিচালনার জন্য কয়জন সুপারভাইজার সেখানে আছেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিজ্ঞাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী অভিযাম দেববর্মা :—কোয়েন্টন নাম্বার ৪৭।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েন্টন নাম্বার ৪৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। Kailasahar মহকুমার Lalcherra Co-operative Farmingএর অন্তর্গত যে সকল Tribal Jumia পুনঃসতি পাইয়াছে তাহাদের কি জুমিয়া Grant দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে ?

২। যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়া থাকে তবে ঐ Grantএর টাকা কবে দেওয়া হইবে এবং কি হারে দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

বিঃ শ্রীকার :- শ্রীবিজ্ঞান দেববর্মী।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মী :- কোরেটান নম্বর ৭৮।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :- কোরেটান নম্বর ৭৮ সার।

প্রশ্ন

(১) ১৯৬৬ সাল হইতে এপর্যন্ত ত্রিপুরার কোন কোন শিল্পে কতবার শ্রমিক কর্মচারীরা নিজ নিজ দাবীতে ধর্মঘট করিয়াছেন ;

(২) ঐ ধর্মঘটের ফলে কত কাজের দিন ক্ষতি হইয়াছে ;

(৩) ধর্মঘটের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার কারণ কি ;

(৪) কয়টি ধর্মঘটে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী দাওয়া আংশিক বা পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, কয়টি ধর্মঘটে দাবী স্বীকৃত হয় নাই ?

উত্তর

সন	শিল্পের নাম	ধর্মঘটের সংখ্যা	কাজের দিনের ক্ষতির সংখ্যা
১	২	৩	৪
১৯৬৬	১) দাস ব্রালস'	১ বার	১ দিন
১ ও ২ নং উত্তর।	২) ত্রিপুরা শিল্প সনন	১ বার	১ দিন
	৩) প্রসন্নময়ী কাট্টরী	১ বার	১ দিন
	৪) মেসাস কে. ধর রায়	১ বার	১ দিন
	৫) সিঙ্গলহুড়া চা বাগান (৬, ৭, ৮) চরপ্রদত্তনগর, বিনোদিনী ও চুর্পাবাড়ী চা বাগান।	১ বার	১২১ দিন
	৯) মেঘলীপাড়া চা বাগান	১ বার	৮৭ দিন
	১০) মতেশপুর চা বাগান	১ বার	৬ দিন
১৯৬৭	১) ধর্মদত্তনগর চা বাগান	১ বার	৪ দিন
	২) মেঘলী পাড়া চা বাগান	১ বার	১ দিন
	৩) হালাইহুড়া চা বাগান	১ বার	৩ দিন
	৪) নুপেপ্রদত্তনগর চা বাগান	১ বার	৩ দিন
	৫) কটিকহুড়া চা বাগান	১ বার	৩ দিন

১৯৬০ সালের

জানুয়ারী হইতে

এপ্রিল পর্য্যন্ত (১) বেকারী

১ বার

১ দিন

২) স মিলস্

১ বার

৩৫ দিন

৩) বিড়ি, ক্যাটরী

১ বার

৫৪ দিন

৪) হালাইফড়া চা বাগান

১ বার

৬ দিন

৩ নং উত্তর।

যুক্তি হয় নাই।

৪ নং উত্তর।

১৮টি ধর্মঘটে কর্মচারীদের দাবী আংশিক বা পূর্ণ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল মাত্র ১টিতে দাবী স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রী অম্বোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই ধর্মঘটগুলি মীমাংসা করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইছিল?

শ্রী তত্ত্বমোহন দাশগুপ্ত :—সরকারের তরফ থেকে লেবার বিভাগ কম্বিলিয়েশান এবং রিকনসিলিয়েশানের মধ্য দিয়া সেগুলি সম্পন্ন করা যায় কি না সেই চেষ্টা করে থাকেন।

শ্রী অম্বোর দেববর্মী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সরকারী চেষ্টায় এই পর্য্যন্ত কতটা ধর্মঘট মীমাংসা হয়েছে এবং কয়টি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় আছে?

শ্রী তত্ত্বমোহন দাশগুপ্ত :—নাচার জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই, স্যার।

Mr. Speaker :—There are four Unstarred Questions to-day. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.

শ্রী অম্বোর দেববর্মী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আমি একটা পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছিলাম, অবশ্য মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয়ের পয়েন্ট অব অর্ডারের উপর কলিং এর অপেক্ষায় আমি আমার পয়েন্ট অব অর্ডার পারহু্য করি নাই। আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে, প্রত্যেকটি এ্যাসেম্বলী সেশানের আগে লি.ডার অব দি হাউসের সঙ্গে চীফ কমিশনার বা এডমিনিষ্ট্রেটর আলোচনা করে এ্যাসেম্বলী ডাকেন। এই এ্যাসেম্বলী কতদিন চলিবে, এ্যাসেম্বলীর বিষয় বস্তু কি আছে না আছে, এইসব আলোচনা করে সাধারণতঃ এ্যডমিনিষ্ট্রেটর এ্যাসেম্বলী সামন করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার এ্যাসেম্বলী বিশেষ করে এই সেশনের মধ্যে সরকারী বিল বা বিষয় বস্তু বলতে একমাত্র একটি আছে, যেটার ডিসকাশনের সময় হয়ত বড় জোর একদিন লাগতে পারে, এছাড়া সরকারী বিজনেস আর কিছু নাই, শুধু বেসরকারী বিজনেস দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং সাত আট দিন এ্যাসেম্বলী সেশন চলবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এইভাবে সামন করা যুক্তিসংগত হয়েছে কি না।

Mr. Speaker—Honble Member, I reserve my ruling. You will have it tomorrow.

Shri Umesh Lal Singh :—Mr. Speaker, Sir, yesterday Shri Agore Deb Barma, M. L. A. committed a breach of privilege and contempt of the Chair alleging that Mr. Speaker is not impartial in his treatment with the opposition members. Hon'ble Chief Minister rightly pointed out this fact to the Chair stating that breach of privilege has been committed by Shri Deb Barma in actual view of the House. I think Shri Deb Barma committed breach of privilege and contempt of the House and the Chair. I therefore, beg to move that Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. has committed breach of privilege and contempt of the House and the Chair by mentioning that Mr. Speaker is not impartial in his treatment with the Opposition.

Mr. Speaker :—I will consider the question of the Hon'ble Member and give my ruling later on.

Here is an announcement, regarding transfer of M. L. A, Shri Bidya Chandra Deb Barma. I am reading the letter of the District Magistrate addressed to the Speaker for information of the Hon'ble Members.

“Dear Sri Speaker,

I have the honour to inform you that Sri Bidya Deb Barma, M. L. A. who was detained in the Bhagalpur Central Jail has been transferred to the Presidency Jail, Calcutta on 9th August, 1968 under order of the Administrator, Tripura in exercise of the powers conferred upon him under Clause (b) of Section 4 of the P. D. Act, 1950 (Act IV of 1950) vide order No. F. 25(2)PD/68(18) dated the 4th August, 1968.

This is in continuation of this office letter No. 3642/DN/PD 68 dated 8. 8. 68.

Yours faithfully
Sd/- Illigible
District Magistrate.
Tripura, 16/8.”

Mr. Speaker :—Intimation Regarding President's Assent to the Bill.

The Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) received the Assent of the President on the 27th April, 1968.

This is for information of all Members.

Next item of the House is the presentation of the Reports of the Committees :—

(1) RULES COMMITTEE

I would call on Shri Monoranjan Nath as authorised by me to proceed to present before the House the fifth Report of the Rules Committee.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the fifth report of the Rules Committee.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members will have their copies from the notice office.

(ii) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

I would call on Shri Benode Behari Das, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Eighth Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

Shri Benode Behari Das :—Mr, Speaker, Sir. I, the Chairman of the Committee on Absence of Members from the House of the Tripura Legislative Assembly, submit the eighth report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House of the Tripura Legislative Assembly. The Committee was constituted in pursuance of Rule 239 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly with the following members .—

1. Shri Benode Behari Das, Chairman.
2. Shri Monomohan Deb Barma, Member.
3. Shri Benoy Bhusan Banarjee, Member.
4. Suri Kshitish Chandra Das, Member.
5. Shri Naresh Roy, Member.
6. Shri Bidya Chandra Deb Barma, Member.

The Committee met on the 17th May, 1968 and 5th August, 1968 to consider the leave applications of Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A. and Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A. and recommended 26th days' leave to both of them with effect from 11th March, 1968 to 5th April, 1968 in view of the fact that they have to remain absent under circumstances beyond their control. The proceedings of the meeting of the Committee is enclosed herewith.

Mr. Speaker :—The Committee on Absence of Members from the sittings of the House in its eighth report has recommended that leave of absence be granted in respect of Sarbasree, Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A. and Abhiram Deb Barma, M.L.A. for a period of 26 days' leave with effect from 11th March, 1968 to 5th April, 1968. The Member are being informed accordingly."

Members are requested to collect their copies of reports from the Notice Office.

Next item in the List of Business is Private Members' Motion- Now, I shall call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that "the deterioration of Law and Order in protecting public life and honour as is revealed from matters of recent occurrence be taken into consideration."

শ্রী অখোর দেববর্মী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজলিউশন হচ্ছে—

“the deterioration of Law and Order in protecting public life and honour as is revealed from matters of recent occurrence be taken into consideration”.

আজকে ল’ অ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তা হলে এই কথাই বলতে হয় যে শহরের মধ্যে ল’ অ্যাণ্ড অর্ডার বলতে কিছুই নাই। প্রতি পাড়ায় পাড়ায় মস্তানদের একটা রাজত্ব। আগে এই শকটা ছিল কিনা জানি না কিন্তু এখন সর্বত্রই শোনা যায় শুধু মস্তান। সকলেই বলে আমরা মস্তানদের রাজত্বে আছি। মস্তানদের হাতে যে কত দিনের জন্ম রাজ্য সরকার এটা রাজত্বকে লীজ দিয়েছেন তা আমরা জানি না। আর গ্রামাঞ্চলের কথা যদি চিন্তা করি তা হলে আমরা দেখতে পাই শুধু চুরি ডাকাতি ইত্যাদি। অর্থাৎ চোর এবং ডাকাতির অবস্থা রাজত্ব। বেশ কিছুদিন আগে যখন প্রথম গ্রামের মধ্যে আউস ফসল বেরুল তখন চাষীরা আর ধান বাড়ীতে কেটে নিয়ে যেতে পারে না। দলবদ্ধ ভাবে অল্প লোকে ধান কাটার আগেই রাতে মাঠ থেকে নিয়ে যায়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে জুড়েই আছে, এটা যেন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। কাজেই গ্রামের মধ্যে প্রথম আউস ফসল যখন বেরুল, ধান পাকার আগেই দলবদ্ধ ভাবে রাতিতে সেগুলি হস্তগত করে নিয়ে যায়। আমরা যেটা বেলায় দেখছি যে গ্রামাঞ্চলে তখন ঘন জঙ্গলে ভর্তি ছিল কাজেই ওরা ইত্যাদি ফসল নষ্ট করে ফেলত বলে ক্ষেতের নিকট টঙ করে সেগুলি পাওয়ার দিতে হত। আর এখন বাড়ার সামনে টঙ করে পাহারা দিতে হয়, সেখানে যদি একজন পাওয়ারদার থাকে তাহলে সব কথাই নাই, তার গলা টিপে মেরে ফেলবে এই হল অবস্থা। গ্রামাঞ্চলে একটা সংস্কৃত অবস্থা চলছে, চোর ডাকাতির একটা রাজত্ব সেখানে চলছে। চোর দেখেও অনেক সময় ধরিয়ে দিতে কেউ সাহস করে না। কারণ পুলিশ ধরিয়ে দেওয়াও প্রায়েকটা বিপদজনক অবস্থা। এই গেল গ্রামাঞ্চলের কথা। আর সীমান্তবর্তী এলাকার কথা না বলাই ভাল। এটা যেন সরকার পার্কিস্তানি গুণ্ডাদের হাতে, ডাকাতিদের হাতে লীজ দিয়ে রেখেছেন এই হচ্ছে অবস্থা। ত্রিপুরার উত্তর পূর্বাঞ্চলে ডায়মন্ড থেকে কাকিনপুরের এইসব এলাকার কথা আমার বন্ধুবর্গ কংগ্রেসী সদস্যরাও জানেন, সেটা যেন স্ত্রাকাক বাতিনী মুক্ত এলাকা ঘোষণা করে বসে আছেন, এই জায়গায় ত্রিপুরার প্রশাসন বলতে যে কিছুই নাই, সেই সম্পর্কে অনেক সদস্যই বলেছেন, কলিং পাটির সদস্যরাও তা স্বীকার করেছেন, অতএব এটা সম্পর্কে আমার বলার কিছু নাই। অতীতকে আমরা কি দেখতে পাই? যারা নিরীহ মানুষ, তাদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন চালাতেই চলছে। আমরা এই বিধান সভার সামনে খাম্বোদাবীতে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে আইন অমান্য করেছিলাম আগে থেকে ঘোষণা করে, তারজন্ত আমাদের উপর লাঠি পেটা করা হল, পুলিশের যে ক্ষমতা আছে সেটা এই ক্ষেত্রে ব্যতির করা হল, এই আখাউড়া রাস্তার উপর একটা রক্তাক্ত কাণ্ড হয়ে গেল এই হল অবস্থা। কমলপুরের ঘটনা সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। রাজারা তাদের খাম্বোদাবীতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিছিল এবং এস, ডি, ও’র পারশিশান নিয়ে মিটিং করতে গেল

পেছন থেকে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হল, যার ফলে একজন ছাত্র মারা গেল, আরেকজন ছাত্র এখনও জি, বি, হাসপাতালে আছে, আর বহু মানুষ আহত হয়েছে, এদিকে পুলিশের খুব দাপট। বিলোনিয়ার মধ্যে পাড়াড়ি মেয়েরা যখন বনের মধ্যে তরিতরকারী আনতে গেল, বনজ সম্পদ লাকড়ি ইত্যাদি আনতে গেছে, রিজার্ভ হলও কিছু সাক্ষ্য ছিল, কিন্তু রিজার্ভ থেকে অনেক দূরে, সেখানে তাদের গুলি করে মারা হল এই হল অবস্থা। আরেকটা হচ্ছে বে-আইনি আটক, অর্থাৎ গ্রাফ মেটানো। রাজনৈতিক কর্মী, ক্রলিং পার্টির বিরোধী যদি হয়, তাদের জোর জবাবদস্তি করে আটক রাখতে হবে, মার্কসিষ্ট কমুনিষ্টের অনেক নেতৃবর্গ, কর্মী এখনও অনেক আটক আছেন। এটা আর কিছুই নয়, জিমাংসা চরিতার্থ করাই হচ্ছে এটার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি খুব ডিটেলের মধ্যে যাচ্ছি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে বহুদিন পর আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে দোষণা করেছেন যে, জুডি-শ্যাল এনকোয়ারী হবে ২৮-৯ আগস্টের ঘটনার, বেশ ভাল কথা। জুডি-শ্যাল এনকোয়ারীর উদ্দেশ্য হল সত্য জিনিষ উদ্ঘাটন করা। কিন্তু এখানে এই জুডি-শ্যাল এনকোয়ারীকে একটা প্রশ্নে পরিণত করার জগ্ন সেখানে পাঁচজন উকিল সরকার পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনজন দৈনিক পান ৫০০ শত করে, আর জুনিয়রদের হচ্ছে ২৫০ টাকা করে। দৈনিক এইভাবে এটাকে চালান হচ্ছে, কাজেই আজকে আইন কানুন কে'থায়? এখানে আমি কয়েকটি ঘটনা ভুলে ধরার চেষ্টা করব একটা একটা করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কথাটি আছে জোর যার মুগ্ধ তার। মন্ত্যনের কথা আমি বলেছিলাম। মন্ত্যন কথাটা নতুন চালু হয়েছে, পুণ্যে আমরা কখনও শুনি নাই। পাড়ার যে সমস্ত ছেলেরা পড়াশোনা করে না, বা কোন কাজকর্ম নাই, রাস্তায় জমাটি বেঁধে বসে, দল বেঁধে যে সমস্ত কাজকর্ম করছে তা ক্রলিং পার্টির মন্ত্রীদের যে অভ্যাস তা নয়, তাদের নাম শুনেলে পুলিশ পর্যাস্ত কম্পান। কারণ অনেক সময় মন্ত্যন-দের বিরুদ্ধে কেস হয়, পাড়ার লোক বলাবলি করে যে তাকে ধরবে পুলিশ অফিসার? এদিকে পুলিশ অফিসার তাদের ধরতে গিয়ে বোকা বনে যায়, কারণ কোর্টে আনলেই তাদের ছেড়ে দিতে হয়, আর মন্ত্যনরা টিটকারী দিয়ে বলবে এই বেটা খুব ভাল ধরেছিলি, রাখতে পেরেছিস? এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই তাদের ইচ্ছা থাকলেও ধরতে পারে না কারণ এদের পেছনে কোন না কোন মন্ত্রীর হাত আছে, ধরার আগেই হয়ত ফোন করে বলে দেবে এই তাকে ধরবে না, আমার অস্ত্রবিধা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদেরও চাকুরী আছে, উন্নতির আকাংখা আছে, কাজেই পুলিশ চোখ থেকেও চোখ বুজে থাকে। এমন অনেকগুলি ঘটনা সহরের মধ্যে ঘটছে। এইভাবে এখানে একটা মন্ত্যনদের রাজত্ব চলছে। জনসাধারণের মান সম্মান বলতে কোন কিছু নাই। একদিন আমার চোখের সামনে এক ভদ্রলোক বোধ হয় তার আত্মীয় বাড়ী থেকে ফিরছেন, সংগে তার মেয়ে বা অন্ত আত্মীয় ছিল, বিকাল চারটা হবে, পাওয়ার হাউস চৌমুহনীতে যখন এসেছেন, সেই চৌমুহনীতে সবসময় কিছু যুবক থাকে এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ জানে না, তা নয়। আমার সামনে ঐ মেয়েটার পেছন পেছন যেভাবে অংগ ভঙ্গী করে নাচতে শুরু করল যে আমার মেজাজ

খারাপ হয়ে যায়, আমি তখন খপ করে একজনের হাত ধরে ফেলি এবং জিজ্ঞাসা করি তোমার বাড়ী কোথায়? সে বলল কেলখানার উত্তর দিকে বাস করি। আমি তাকে মাঝে ডিটারমিণ্ড হয়েছিলাম কিন্তু পরে তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম। এইভাবে কত ঘটনা যে হচ্ছে তার কোন ঠিক নাই। পাড়ার সমস্ত ছেলেরা খারাপ, সেকথা আমি বলছি না, পাড়ার মধ্যে ভাল লোকও আছে। যেমন ঘটনা হিসাবে আমি বলছি, তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই, জুন মাসের শেষের দিকে হবে, বনমালাপুর মটরট্যাগের ৬ নং ওয়ার্ড থেকে সতীশচন্দ্র সাহা নামে আমাদের পাড়ার এক ভুল্লোক উইদাউট রেশনকার্ড চাল নিয়ে আসছিল। তখন কিছু হেলে তাকে ধরল এবং জিজ্ঞাসা করল কোথা থেকে চাল এনেছে। তখন সে স্বীকার করল যে রেশন দোকান থেকে চাল নিয়ে এসেছে। ইতিপূর্বেও এরকম ঘটনা অনেক ধরা পড়েছে। মন্ত্রণের দল টাকা পরস্যা নিয়ে ছেড়ে দেয়। তারা পুলিশের কাছে দেয় না। কারণ তারা জানে যে পুলিশের কাছে দিয়ে কোন লাভ হবে না। তারপর শশক ভট্টাচার্যের হেলেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল। যখন তখন সে পাচল' টাকা দিতে রাজী হল। তারপর তারা বললে যে তুমি লিখিত ভাবে দাও। নাথার ওয়ান ওয়ার্ড থেকে তুমি এনেচ। সে লিখিতভাবে দিল। কিন্তু কয়েকটা হেলে নাচোড়বান্দা। তারা কিছুতেই ছাড়বে না। তারপর মাতঙ্গরদের পরামর্শমতে তারা তাকে সমস্ত বিভাগের জেনারেল এস. ডি. ও. দেব কাছে নিয়ে গেল এবং চাল শুক তার স্বীকারউক্তি নিয়ে এস, ডি. এম. এর কাছে পাঠিয়ে দিল। কিছু দিন পরে থানা থেকে এক পারফোম বাবু গেলেন এবং বললেন তোমরা যে কেসটা দেখেছো, তোমাদের কোর্টে যেতে হবে, বহু কামেলা। তোমরা মীমাংসা করে ফেল। উন দি মীন টাইম আমি শুনলাম পাচল' টাকা নিয়ে এসেছে। তারপর আর খবর নাট, বেমানুম চাপা। তারপর অনেকদিন পরে ছেলেরা কুলচন্দ্র সিংয়ের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। তারা গিয়ে বললো, তার আমাদের তো কিছুই হল না। তিনি বলেন কেন কিছুই হল না? আমি আছি। এর পর তাকে থানাতে আবারেই করে নিয়ে আসা হল। কিছু লোক চীফ মিনিষ্টারের বাড়ীতে গার। দিন ধরে ধর্না দেয়। ওরা লেগে গেল এবং তাকে ছাড়বার চেষ্টা করল। তারা ছেলেরা বললো যে এট মুতর্গে এক হাজার টাকা নাও। কিন্তু এরা কিছুতেই রাজী নয়। তারা বলে যে যায় যদি এমনিতের নাকু। টাকা নেব না। শেষ পর্যন্ত তারা বাধ্য হয়ে আবার কুলচন্দ্র সিংয়ের বাসায় গেল। তাকে অবশ্য পরে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল। আমি সব ঘটনা জানি। এটাকে চেলে দেওয়া হল। অর্থাৎ যদি চোর ধরতে যায় তাহলে অনেকে বলেন যে দেখেছি তো পুলিশে দিয়েও কিছুই হল না। লোকের মর্যালিটি কোন দিকে গিরেছে এখন অজ্ঞান করুন। যদি চোরকে ধরে তবে কোন করে বলে দেবে ছেড়ে দাও। কাউকে যদি ধরাও হয় তবে দেখা যায় যে সে হয়ত সি, এম, এর মন্তান। মন্তান মানে ভলান্টিয়ার বাহিনী। কাজেই তারা ভয় পায়, ধরলেও ছেড়ে দিতে হয়। চীফ মিনিষ্টার নিজেরও একথা জানেন। আমার বাড়ীর

সামনে একটা হাট খুল আছে, অবশ্য আমি বাড়ীতে সব সময় থাকি না। বেশ কিছু দিন আগে খুলে যখন একটা ছেলে টিফিনটা নিয়ে যাচ্ছিল তখন রাত্তা থেকে কিছু মন্তান ছেলে তাকে ধমক দিয়ে তার কাছ থেকে টিফিনটা নিয়ে যায়। পুলিশ বলেছে যারা নিয়েছে তারা নাকি নাবালক। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে জেলখানাতে কি নাবালক ছেলে নাই। এরা কিন্তু জোয়ান ছেলেই ছিল। ঘটনার অনেক পরে থানা থেকে বিকালে লোক আসলো এবং বাড়ীর উপর দিয়ে যখন যায় তখন ছেলেদেরকে বোধ হয় কিছু ভিজ়াসা করলো। আর কিছুই নয়। এটীকল অবস্থা। তারপরের ঘটনা হলো, তারা বলাবলি করছিল যে ধরে যদি পুলিশ থাকলে না হয় ধরবে। ধরে তো আর একদণ্ডও রাখতে পারবে না। কারণ সি, এম, এর সঙ্গে তার পেটে পেটে ভাব। আমাদের পাড়ার ভদ্রলোকেরা বলেন যে যখন খুলটা ছুটি হয় তখন রাত্তায় রাত্তায় খারাপ কথাবাণী, ফিসফিসানী, নানারকম কুসংস্কার ইত্যাদি শ্রুত হয়ে যায়। ছেড় মিস্ট্রেস বলেন ওদের যখনই একটা কাশনশব্দ করতে পারেন না। কাজেই এটীভাবে ওরা আসুকারা পাবে না কেন? শেষ পর্যন্ত কেসটা চলই না। পুলিশের ক্ষমতা নাই তাদের কিছু করার। নাবালক বলে তাদের ছেড়ে দিল। কাজেই এটীভাবে পথে ঘাটে নানা রকম ভয়ানক চলছে। এই সমস্ত ঘটনার জন্য মূলতঃ কাবা দায়ী আত্মকে এটা চিন্তা করা দরকার।

আরেকটা ঘটনার কথা আমি বলছি। যদি একা হয় তা হলে কি সে তার অবস্থা। গত জুন মাসের শেষের দিকে উদয়পুরে আমাদের সি, এম, ডা. ব্রীন্ডেলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এক ভাতিজা যখন বাজার করে ফিরেছিল, পুরে ০৩৩ কোন গিটিমিটি হয়েছিল, যার ফলে তাকে দলবদ্ধভাবে মাঝা হয় এবং তাকে জি. বি. হাসপাতালে পাঠান হয়। এইরকম স. এ. দলবদ্ধভাবে পুলিশের সামনে মারপিট হচ্ছে, কামেশ্বর্ এটা চলছে। আরেকটা হচ্ছে স্বর্ণরত্নের ঘটনা, সেটা সম্পর্কে সকলের ভালভাবে জানেন, আমি অবশ্য এক ভুলে কেবল যুগে শুনে বলছি। বেশ কিছু দিন আগে এস. পি. এর কোন আত্মীয় করে সিনেমা দেখতে যায় এবং সেখানে সে লম্বোনের সৃষ্টি হয়। সকলের সিনেমা চলার সামনে যে অবস্থা হতে, সেটা সম্পর্কে জানেন। এই ঘটনার পর কয়েকজন পুলিশ, যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের নাকি ধরতে যান, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন যে তাঁর অসুবিধা আছে, তাদের যেন না ধরা হয়। তাদের তখন ধরা হয়নি। কিন্তু পরের দিন দলবদ্ধভাবে মাঝা হয়। এটীভাবে পাঁচ ছয় জন মিলে বা দশ বার জন মিলে দোকানে দোকানে বা বাজারে ঢুকে জোর জবরদস্তি করে ভিনমুগুড় ফিনিয়, নেওয়ার ঘটনা বা টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়ার ঘটনা কামেশ্বর্ ঘটছে। এক দল নাকি সূর্য পালের নিকট থেকেও টাকা জোর করে নিয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা কামেশ্বর্ চলছে। যারা সহরে থাকেন, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আরেকটা ঘটনার কথা আমি বলছি একদিন এক ভদ্রলোকের দোকানে ঢুকে চারটা হেলের টিন ডুলে নিয়ে গেল, এটরকম কাপড় ইত্যাদিও কামেশ্বর্ নিয়ে নেওয়া হয়। আর তর্কার্স কর্তারে যখন মেয়েরা কাপড় ইত্যাদি কিনতে যায়, তখন অনেক অভ্যুচিত্ত ব্যবহার করা হয়, যার জন্য মেয়েরা এখন তর্কার্স কর্তারে যাওয়া

কমিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগেও গাল'স কলেজের কাছে বাগের কাছ থেকে ঘেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আর কমিউনিটি হলের ইচ্ছা পূরানো হয়ে গেছে, সেখা আমি আর বলছি না। বনমানিপুয়, মঠচৌবুকনী ইত্যাদি ভায়গার এক একটা করে ঝিং আছে, পুলিশ থাকলেও তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না, পুলিশই উত্তম মধ্যম খেয়ে আসে এই হচ্ছে অবস্থা। তা ছাড়া কলিং পাটি কংগ্রেস নিশাচনের সময় তাদেরকে খুঁসি করেছেন, এখন তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কাজেই তাদের বাধা দেওয়ার কোন সুবিধা নাই, যে যেভাবে পারছে চরে যাচ্ছে। এই আগরতলা সহরেই ভাই বোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, ভাই যেমনি বাধা দিতে গেছে, তাকে মারধর করা হয়েছে, এমন ঘটনাও আছে। আগরতলা দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি দেখলে কামেশাই এইগুলি চোখে পড়ে। সিনেমা ড্রাকারের কথা বলে লাভ নাই। সিনেমা টীকিটের নাম্বার তাদের জানা আছে, যেই মাত্র সিনেমা শো আরম্ভ হল, মেয়েদের পিছনে বসে যা খুসী ভাই করল। মেয়েরা বাড়ীতে বাপ মাকে বলে না কারণ তাহলে কয়তো সিনেমায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, কাজেই তারা সহ্য করে যায়। কি যে একটা সহরে চলছে তা বুঝিয়ে বলা যায় না। সহরের আবালবৃদ্ধবলিতা সমস্ত কিছু নীরবে হুমকি করে যাচ্ছে কারণ তারা জানেন যে বলে কিছু লাভ নাই। এমন ঘটনাও দেখা যায় যে পুলিশের নাকের উপর দিয়ে এক পাড়া থেকে অল্প পাড়ায় গাড়ী করে ঘেয়েও মারপিট হচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। গত পরলা জুলাই সমাজ সেবিকা কীমতী পুতুল রাণী চক্রবর্তী, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই ঘটনাটা জানেন, বেতন নিয়ে যখন সমাজকেন্ত থেকে বাড়ী ফিরছিলেন চন্দ্রপুরের দিকে, তাকে হোঁরা দেখিয়ে সমস্ত টাকা নিয়ে যায়। আরেকটা ঘটনা অভয়নগরে ১৫ আগষ্ট ঘটেছিল। সি, সি'র বাড়ী থেকে একশত কাতের মধ্যে, অভয়নগর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের, তার গলা থেকে তার ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এই হচ্ছে সহরের অবস্থা। চোর ডাকাতির কথা কামেশাই দৈনিক পত্রিকাগুলিতে লেখছে। ৩৭ আগষ্টের রেজেষ্টারেও কতকগুলি তথ্য দেওয়া করেছে। যেমন মফু পি, এস, ১২৪৮৬৮, মফু পি, এস, ২১৪৮৬৮, মফু পি, এস, ১০৪৮৬৮, মফু পি, এস, ২১৪৮৬৮, ধনিয়াবুড়া, সিদ্দাই পি, এস, ১০৪৮৬৮, বীরেন্দ্রনগর সিদ্দাই পি, এস্ কেস্, নাম্বার ৭৪৮৬৮ এইভাবে ঘটনার তারিখ বলে যাচ্ছি। ৫৪৮৬৮ ছেঁচুড়িয়া বাজার, তারপর সিদ্দাই পি, এস, কলকলিয়া ৭৪৮৬৮, সিদ্দাই পি, এস, ১০৪৮৬৮, ভালতলা, সিদ্দাই পি, এস, ছেঁচুরি ১০৪৮৬৮, জিরানীয়া ৭৪৮৬৮, এটিরকম বহু ঘটনা সেখানে দেওয়া আছে। সাক্ষ্য পি, এস, ১, ৫, ৬৮। এই হল ডাকাতির প্রতিরোধ। আর যে কথাটা আমি বলছিলাম পাকিস্তানের বর্ডারের সংলগ্ন জায়গাগুলি যেন রাজ্য সরকার পাকিস্তানী গুণাদের হাতে এবং ডাকাতিদের হাতে লীজ দিয়ে দিয়েছেন। যদিও বহু সংখ্যক বি, এম, পি, বা বি, এস, এক, আছে তথাপি গুরু পাটার প্রভাবিত কাজ খেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ সীমান্ত জনসাধারণের ধনপ্রাণ যেন কোন অবস্থাতেই নিরাপদ নয়। সিংগারবিলে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে অনেক দিন আগে শুনেছি যে দুখা মজীর জানাওনা

লোক এবং কংগ্রেসের পোষা লোক, তাকে একদিন পুলিশে ধরে আনলো। তার নাম সর্দানন্দ নাথ। আর একটা ঘটনা হল ২০শে ফেব্রুয়ারীতে, কংগ্রেস সেবাদলের একজন লোক এটোতে জড়িত আছে। এটেরকম বচ আছে, শেষ নাট। পত্রিকার কথা যদি বলি তা হলে আমরা দেখতে পাঠি গণরাজ পত্রিকায় লিখেছে—

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, you have already taken 45 minutes.

শ্রী অম্বোর দেববর্মণ :—সময় তো আজকে এটার জন্যই আছে। সারাদিনই তো রয়েছে। কাজেই আমাকে বলাব প্রয়োগ দেওয়া উচিত। খাট হোক, সোনারুড়া যদিও বর্ডার এলাকা এবং সেখানে পুলিশ মিলিটারী সবই আছে, কিন্তু গুরু পাচার এবং ব্র্যাক মার্কেটিং এর বেলায় সরকার যেন পাকিস্তানীদের বড় খাটা লাভ দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এ অবস্থা পুলিশ মিলিটারীদের কিছুই করবার থাকে না। আর ১৬ই আগস্ট কিছু গুরু পাকিস্তানীরা পাচার করছিল, তাও করা ধরল? ডিফেন্স পাটি। পুলিশ মিলিটারী কিছুই করে নাট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটেরকম বচ নজীর আছে। ইন্দোনেশিয়া ১৭ই আগস্ট ছেছুড়িয়া গ্রামে ডাকাতি হল, সেখান থেকে অনেক গুরু চুরি করে নিয়ে গেল, মানুষ খুন করল, এরকম বচ নজীর আছে। সেগুলি উল্লেখ করে শেষ করা যায় না। আর সদর বিভাগের মধ্যেও যেমন টাকার-জলা জিরানীয়া বা বড়ারের কথা যদি বাদও দিই তা হলেও ইনট্রিগের আমরা দেখতে পাই যে এমন দিন বাদ যায় না যেদিন ডাকাতি হয় নি। বেশ কয়েক মাস আগে বিক্রমপুরে দেওয়ান দেববর্মণের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। সেখানে আম ড কনস্টেবল উইথ আমস্, আগু ইন্ট্রিকম ধরা পড়েছে। আম ড কনস্টেবল পর্যন্ত ডাকাতি করতে যায়। আর কিছু লোক আছে তারা পুলিশে ঢুকবে বটে, কিন্তু অন্য একম উদ্দেশ্য নিয়ে। যখন ডাকাতি হয় তখন চরিত্ত নিরপরাধী লোককে বলবে যে তোমার নামে তো কেস আছে, ৫০০ টাকা দাও বা ১০০ টাকা দাও সব বলোবস্ত হয়ে যাবে। এই সমস্ত দেখতে দেখতে আজ জনমন তাক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছে। আজকে শুধু শাস্তি তো নাট-ই এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২৪শে জুলাই বলেছেন যে আমাদের সমস্ত বাকী বাহিনী ত্রিপুরার সীমান্তে ভালভাবে কাজ করছে। এই ঘটনাগুলির পরেও কভাবে সরকার বাহিনী নিতে পারেন আমি বুঝতে পারি না। জনসাধারণ নিরাপদ আছে, তাদের কোন হুমকি নেই, এটা যে কিভাবে বলেন তা জানলে আশ্চর্য হয়ে যাই। অবশ্য মিঃ চাবনের কোন দোষ নেই। রাজা সরকার এখান থেকে ল তথা পরিবেশন করেন তোম মিনিটিকে খুঁজি করবার জন্য। এখানকার যে প্রশাসন, যারা শাসন কর্তা, তারাই এই জন্য দায়ী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হল শহরে, গ্রামে বাইরে ও ভিতরের অবস্থা। অবশ্য আমি বিস্তৃত তথ্য বাচ্ছি না যদিও আমার অনেক তথ্য ছিল। পানিসাপরও এরকম খুন করা হয়েছে, লুট করা হয়েছে।

তারপর সাংক্রাকের কথা কিছুটা বলা দরকার। সাংক্রাক সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন কিছুদিন আগে দিল্লী যাচ্ছিলেন তখন দমদম বিমান ঘাটিতে তিনি সংবাদিকদের বলেছেন যে সাংক্রাক বাঙালী খেদানোর জন্য গঠিত হয়েছে। এইগুলির প্রকৃত তথ্য যদি

আমাদের জানতে হয় তাহলে সমস্ত ঘটনাগুলি বিচার করা দরকার। হেজাহ্‌জার হত্যাকাণ্ড, হাম্মু ব্লক লুটপাট এই ঘটনা ছাড়া আক পর্বত সাংক্রাক ননট্রাইবেলদের কিছু করেছে বলে আমি জানি না। কম্পারেটিভলি উপজাতিদের উপর বেশী অভিযাচার কি হয় না? আমাদের মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন কাফনপুর এবং হাম্মু এলাকায় বিশিষ্ট বিশিষ্ট কংগ্রেস এবং নন-কংগ্রেস উপজাতিদের উপর মারধর, লুটপাট, খুন জখম ইত্যাদি হয়েছে। কাজেই তিনি একজন দায়িত্বশীল মিনিষ্টার হয়ে কি ভাবে এই সমস্ত উক্তি করতে পারেন আমি বুঝতে পারি না। যদি ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? কৈলাশের বিভাগের মোবিল নারায়ণ রোয়াককে সমস্বাস্ত করেছে, সে কি ননট্রাইবেল? এইভাবে সমস্ত ঘটনাগুলি যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে বাঙ্গালী খেদানোর জন্য এই সাংক্রাক গঠিত হয়েছে, উপজাতিদের কিছু করেছে না একথাটা কষ্টকৃত সত্য। আমাদের বাজেট সেশনে বাধিকাযাবু এই উক্তি করেছিলেন যে এই সমস্ত এলাকায় আমাদের সরকারের প্রশাসনের এর কোন অস্তিত্ব না, প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ট্রাইবেলদের উপরও সাংক্রাকদের ভাল বকম অভিযাচার যে চলেছে সেটা ভাল করেই তিনি জানেন। নতুপাশ একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ট্রাইবেলদের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব প্রাচ্য শেষ করে এনেছেন, আরও শেষ করতে হবে, তার জন্য এই প্রচেষ্টা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি একথা মনে করেন যে ট্রাইবেলদের শেষ করে সমস্ত নতুন লোক পাকিস্তান থেকে এনে এখানে বসালেই সমস্ত কিছুই সমাধান হয়ে যাবে তাহলে আমি বলব যে তা ভুল। সমস্যা নয়। কারণ, আজকের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক সমস্যা, ট্রাইবেল, ননট্রাইবেল উভয়েরই সমস্যা, কিভাবে মাতৃষ বাঁচবে। কারণ ঐকনমিক কম্পিটিশনের মধ্যে যাঁরা গরীব তাদের মধ্যেই অস্বাস্থ্যতা বেশী লাগবে এটা সত্য কথা। শুধু ট্রাইবেলদের শেষ করলে দেশের উন্নতি অগ্রগতি হয়ে যাবে, শুধু ট্রাইবেল হয়ে যাবে এটা সত্য নয়। ট্রাইবেলদের উপর যেতেই এখন পর্বত কমিউনিটি প্রভাব বেশী, তার জন্যই সাংক্রাক বাঙ্গালী খেদানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই সব উক্তি করা হচ্ছে, যাতে করে ট্রাইবেলদের শেষ করে দেওয়া যায়। যখন সাপলিমেন্টারী প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এটা শাটের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা এবং এটা রাজনৈতিক কোন পার্টি কিনা? তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে তাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না। এখন আসল কথা হচ্ছে এই সাংক্রাক করা, করা পরিচালনা করে, তাদের দ্বারা গঠিত এই সাংক্রাক—একথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অজানা নয়। তিনি শাক দিতে মাড়কে ঢাকার চেষ্টা করছেন। তিনি ভাট বলছেন যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট লীডাররা এই সাংক্রাক বাতিলী পরিচালনা করছেন। কিন্তু তাদের ডিটেনশানে রাখা হয়েছে তার যে কারণ দর্শান হয়েছে, তার মধ্যেও একথা নাট। তিনি দেখাতে পারবেন না। এখন যত দোষ নল ঘোষ, নিজের যত অপকীর্তি অনেক ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হবে। যেভাবেই হউক ত্রিপুরার যে বিরোধী দল আছে, রাজনৈতিক দল, তাকে শায়েস্তা করতে হবে, একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে হবে, তার জন্যই এইসব উক্তি করা হচ্ছে, রাজনৈতিক দ্বিধাসংকে

[illegible]

শ্রীঅখোর দেবনন্দ : ১৯৩৩ সালের ১০ মার্চ তারিখে কলিকাতা

ঐ অমোর দেবদর্শী : আমি সাংসারিক সংসারে বন্দনে পড়িয়া এতটা বলছি। কাভেই কিছু কিছু করে আবেগ অনেক সত্যতা আছে। আর একটা ভাবনা হল। আবহাওয়া যখন বাতি হালেকজন জন সমস্ত সর্দারকে আমন্ত্রণ করছে। তখন এক প্রকারের এক মন্দির করা হবে। ভোটে ভোটার পর এইগুলি সব কিয়ৎকালের মধ্যে যেতে পারে। উনিও সঙ্গে থাকতো এমন কিছু লোক যাঁরা ধ্যানযোগে কান্ট্রাকট দাঁড়ায়েছে। এটা অবস্থা টি টি'র সময়। কনট্রাকটারদের কাজ থেকে নাকি কিছু টাকা পাওয়াও চাওয়া লাগবে। হয় এবং তা নাকি জীবনে আর ফেরৎ দেওয়া হয় না। এরপর থেকে বর্তমান অধুনা সেন প্রচলিত সর্দারদের মধ্যে প্রচণ্ড একটা বিক্ষোভ জমা হয়ে উঠে। কথা ছিল বিমানের বাতাস গুলিয়ে দেওয়া হবে, ভূমি দেওয়া হবে,

টাকা দেওয়া হবে স্বাধীন সমিতি উঠিয়ে দেওয়া হবে। এগুলি বলা হয়েছিল কাঞ্চনপুর এলাকায়, যেখান থেকে সবচাইতে বেশী ট্রাইবেল উচ্ছেদ হয়ে আসামের কাটাপাল এলাকায় চলে যায়। উচ্ছেদের কালে জমি জমা না থাকলে মাল্লবের মনে একটা ক্রান্তিস্থান দেখা দেয়, মাল্লবের মনে আর সমস্বপ্ন থাকে না। এইসব লোকই শেষ পর্যন্ত সাংস্ৰিক পাৰ্টি কৰলো। আমি যতটুকু জানি বলতে চেষ্টা কৰেছি। কাজেই আজকে আমাদের চীফ মিনিষ্টার মহাশয় শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চান। কাজেই এখন দোষ দাও বীরেন দত্ত, দশরথ দেববৰ্মা, নুপেন চক্ৰবৰ্তীৰ উপৰ। তাঁরা সাংস্ৰিক পাৰ্টি কৰেছেন, বাঙাল খেলাও আন্দোলন কৰেছেন। আমাদের চীফ মিনিষ্টার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলে থাকেন। তিনি একজন দায়িত্বশীল লোক, তাঁর পক্ষে কিছুটা সংযত হয়ে কথাবাত্তা বলাই উচিত বলে আমি মনে করি। যে সমস্ত কথাবাত্তা তিনি বলেন সেগুলি খুবই আপত্তিকর বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুদিন আগে বীরেন দত্ত ভাস্কাস ভে. কে. চৌধুরীৰ নিকাচনী মামলায় মাননীয় জুডিসিয়াল কমিশনার যে জাকমেট দিলেন তার মধ্যে প্রায় ৩৪ পাতা ডবল আছে শুধু এস. আর চক্ৰবৰ্তী প্রসঙ্গে।

শ্রীমুনীল চন্দ্র দত্ত :—এটোটা সাবজেক্ট্‌স্‌ এখন স্প্রীম্‌ কোর্টে আছে।

শ্রীঅঘোর দেববৰ্মা :—ফেলে রাখেন আপনার সাবজেক্ট্‌স্‌।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উনি বলছেন যে যুগ্ম ম. কোর্ট আপেল ফেলে রাখুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য স্প্রীম্‌ কোর্ট সম্পর্কে আপনার যে বক্তব্য সেটা খুব আপত্তিকর।

শ্রীঅঘোর দেববৰ্মা :—স্প্রীম্‌ কোর্ট সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নাই। আমি শুধু ঘটনাটা বলছি।

Mr. Speaker :—The Hon'ble Member will have the floor. The meeting is adjourned till 2 P. M. today.

শ্রীঅঘোর দেববৰ্মা :—আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, বিপ্লবের সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কোন সাংবাদিকদের পত্রিকায় প্রকাশ করলেও পত্রিকা অফিসে আক্রমণ করবে দলবদ্ধভাবে; এটা এমন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে দৈনিক গণ-অভিযান পত্রিকা অফিসে হত্যা একটি হামলা হয়। দলবদ্ধভাবে লোকজন গিয়ে তাদের অফিসের কাগজ-পত্র তখনক করে ফেলে। অর্থাৎ আজ সাংবাদিকরাও নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছেন। কি সাংবাদিক, কি জনসাধারণ আজ সব নাগরিকরাই ভীত নব্বই—ল এণ্ড অর্ডার বলতে কিছুই নাই।

আর একটি ঘটনা গত ২৬শে জুলাই রাত ১০টা ১৫ মিঃ অক্সমান, সিনেমা হলের সামনে একদল যুবক স্তম্ভভঞ্জন নামক একটি যুবককে আক্রমণ করে এবং অমানুষিক মারপিটের

ফলে শেষ পর্যন্ত ত্তার মৃত্যু ঘটে। ঐ ঘটনার সময় কয়েকজন পুলিশ অফিসারও নাকি ঘটনাস্থলে ছিলেন। থানাটাও নিকটেই ছিল। থানাতে ঘটনা জানানো হলো। কিন্তু পুলিশ নিক্রিয় ছিল। পরবর্তী সময়ে পুলিশ অফিসারদের নাববতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে পুলিশ অফিসাররা বললেন, “বাবা আমাদেরওতো প্রাণের ভয় আছে।” তাকলে প্রশ্ন হলো ‘ল’ এগ অর্ডার’ মের্টনটেটন করবে কারা ?

দ্বিছুদিন পূর্বে কয়েকজন যুবক সিনেমা চলার সময়ে সিনেমার টিকেট নিয়ে যারা গ্রাফ মার্কেটি করে তাদের কয়েকজনকে ধরে এবং কয়েকজনের মাথা মুড়িয়ে দেয় আর বাকীদের কাভেনাতে ধরে থানার দিয়ে আসে। থানায় দেওয়া পর তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাতো গ্রহণ করা হলোই না এবং ছেড়ে দেওয়া হলো। পুলিশের উপস্থিতিতেও পাচসিকা দামের টিকেট আড়াই টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। এটা পুলিশ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ও মালিক সবলেই জানেন। তা সত্ত্বেও পুলিশ চোরাকারবান্দীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে না এবং যারা চোরাকারবান্দীদের ধরে তাদের উপর চামলা হয়। এট ভুল কে দায় ? আমি দায়ী করবো চাক মিন্টারকে। ‘তিনই দায়’।

কার, এট য়ে স্থপণ্ডন, স নাকি চাকর্য করতো। ‘বলালগড় এলাকার কোন এক গ্রাম পক্ষায়েতের সেক্রেটারী, ‘কম্ব স কার্যস্থলে যাত না, এখানেই থাকে। ‘কম্ব স সি, এম, এর মন্তান। ‘গ্রাফ মার্কেটিংসদের প্রসিডেন্ট।

Mr. Speaker—Black এবং President চাকর্য

অ্যাগোর দেববন্দী—আমি যা লনোঁ, সিনেমার টিকেট গ্রাফ মার্কেট প্রেসিডেন্ট। তারপরে যে রকম সে কাজ করে সেট রকের কাসিয়ার নিজে আগরতলা এসে তাকে বস্তন দিয়ে যেতো। কারণ সে ‘সি, এম, এর মন্তান। কাজেই তার কর্মস্থলে যাওয়ার কোন প্রস্তুতি নেই না। আজ আগরতলা সত্ত্বের মা-বোনরা নিরাপত্তা পথে বেরুতে ব চলাচল করতে পারে না। মা-বোনদের উপরও চামেলাই অত্যাচার হচ্ছে। আমি নিজে পুলিশ অফিসারদের মুখে শুনেছি একথা বলতে যে, “যদি আমরা কাউকে ধরি, মন্তীদের কোন আসলেই তাকে ছেড়ে দিতে হয়।” কাজেই—আমরা নরুপায়। ছেড়ে দেওয়ার পর তখন আমাদিগকে টিটকারী শুনেও হয়—“ক মশায়, ধরেছিলেনতো খুব, পারলেন থানায় আটকে রাখতে।” এভাবে অপদস্থ হতে হয় পুলিশের।

কাজেই তাদেরও ভয় আছে। ‘পূর্বা বাজের পুলিশ এসব উত্তামি দমন করতে পারে না একথা মনে করার কোন কারণ নাই। যথেষ্ট স্টাফ আছে। তারা টেক্সা করলেই দমন করতে পারেন? কিন্তু আজ পারছে না কেন? কারণ মন্তীদের কোন আসে। গুরু মন্তীর অস্থাবিধা আছে এসব কথা বলে পুলিশকে বাধা করা হয় ছেড়ে দিতে। কারণ পুলিশেরও ভয় আছে মন্তীর কথা না শুনে। তার চাকরীর ভয়, প্রমোশন ইত্যাদি সবই কর্তাদের চছার উপর। কাজেই কর্তার ইচ্ছায় কীর্জন তাদেরও করতে হয়। যদি কোন

কারণে কুনজরে পড়ে তাড়লে কল ফাটত তে। আছে। এই ইচ্ছে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসনে বৈশিষ্ট্য। এর ফলেই আজ এখানে অরাজকতা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থা কতদিন চলবে মন্ত্রীরাই জানেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি—“ল’ এণ্ড অডার” যে ভেঙ্গে পড়েছে, সে সবকে বড়ার থেকে আঁড় করে নাগরিকদের নিরাপত্তার অভাব পর্যন্ত সবদিকের কথাই বলেছি।

আমার পাড়ার কথাও আমি উল্লেখ করেছি। বড়ার ও সংক্রান্তের কথাও উল্লেখ করেছি। আজ ‘হুগুরার জনসংস্কার’ শাস্তিতে বসবাস করতে পারছেন না। শাস্তিপ্রাপ্ত নাগরিক, আবাল বৃদ্ধ বনিতা আজ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আমি আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলকে সাবধান করে দিতে চাই, যে তারা যদি এভাবে দুই পক্ষের মতামতের পালাতে থাকেন এবং দিনের পর দিন অস্থির দিচ্ছে থাকেন তাড়লে তাড়লে একদিন তাড়িয়েও ছাড় করতে হবে এবং জনসংস্কারও তা নিয়েই সমাধান করতে না এবং তাড়িয়ে ফেলা করতে না।

সতর্কতা গত বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকটা ধীরে ধীরে উপর ভিত্তি করে বলে বলায় অনেক উপর পার্থক্যের অভাব হবে। এই ঘটনাটা পূর্বে মন্ত্রী কলকাতা বারের মতামত মিলিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু একজন পার্থক্য লোক, একটা উল্লেখ করতে পারেন। বললেন, “তাঁরা আমি মতামত করে মিলিয়ে দেবে” কিন্তু সর্বদা অপরাধ করে আমি “তাঁরা ভুলে গেছে” আমি বললাম “তাঁরা এটা শুধুই অপরাধ। কাজে পাওয়ার আগে এমন সবদের ঘটনা মিলিয়ে দেওয়া ঘটনা অপরাধ বৈধ। আমি বললাম “একটা অপরাধ কলকাতা বার করেছেন।” এখানে Compromise করে অর্থ করে encourage করা। এসব ঘটনায় অপরাধের মতোপন্থক শাস্তি দেওয়া উচিত।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এই সব দুর্ঘটনের কার্যকলাপ মন্ত্রীমণ্ডলীয় বক্তৃতা করতে পারেন তাড়লে আমার দাবী হলো মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ করা উচিত। এই মুহুর্তে। গ্রামের কথা ভেঙে দিলাম সতর্কতা আজ নিরাপত্তার অভাব। এই মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতি আজ সবার ‘হুগুরার জনসংস্কার’ আত্ম চাঁড়িয়েছে। কাজেই ‘ক’ নগর, বন্দর, বড়ার ব। গ্রামের সমস্ত নাগরিক যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য আজ এই মুহুর্তে মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ করা উচিত। এই দাবী বেছেই আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

Mr. Speaker:—Hon'ble Minister Shri Raj Prasad Choudhury.

ঐরাজপ্রসাদ চৌধুরী:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পল্লীমণ্ডলীর পূর্ব আবেগ নিশ্চয় হলো। এবার আমি নিম্নোক্ত পয়েন্ট। ওখানে সন্তি-সমিতির বিজ্ঞান, কমলা বিজ্ঞান সর্কার, লুসার ও চাকমা সর্কারের আছেন। আমার এলাকার প্রত্যেককে ১ টাকা

২ টাকা করে দিয়ে আমি ভোট কিনেছি বলে মাননীয় সর্দার অধীশ্বর বাবু'কে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক নয়। আমার নির্বাচনী মিটিংএ হাজার হাজার লোক হয়েছে এবং তারা স্বত্বস্বকূর্ভ ভাবে আমাকে ভোট দিয়েছে। এজন্য আমি এক পয়সাও খরচ করিনি। অপর দিকে কমিউনিষ্টরা যখন মিটিং করে তখন তাদের মিটিংএ ৫০ জন লোকও হয়নি। আজ নির্বাচনে অঘোর বাবুরা পরাক্রান্ত হওয়াতেই এসব অসত্য ও কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ যখন চেয়ারম্যান ছিলেন তখন ৩১৫ ঘর পাড়াড়ী ছিল, তাদের মধ্যে টাকা বিলি করা হয়েছে এবং ঘর করে দেওয়া হয়েছে। ৩৫ ঘরের টাকা দিতে পারি নি। এসব কথাতো তারা মোটেই উল্লেখ করেছেন না, টাকারজলাতে, মধুপুর, মোহনপুর ইত্যাদি যে সব জায়গায় দেববর্মীদের বাস সে সব জায়গা আমি দেখেছি, কালাহড়া, ধলাহড়া, জলাভিয়া, অঠারমুড়া, ইত্যাদি জায়গাতে দেববর্মীরা বসবাস করছে। সবকারী টাকাটা তারা টাকা বলেই গণ্য করেন না। জুমিয়া পুনর্গঠনের কোন চেষ্টাই তারা করেন না। শুধু বিরুদ্ধ কথাই বলে থাকেন। এই বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Das Gupta.

প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী অধীশ্বর দেববর্মী একটা Motion move করেছেন যে—The deterioration of Law & Order in protecting Public life and honour as is revealed from matters of recent occurrence be taken into consideration.

তিনি যে স্তূলীর্ণ আলোচনা করেছেন তাতে আমি এই আশা করেছিলাম যে একটা comparative picture আমি পাব। সেটা হচ্ছে এই যে, যখন আমি বলব যে deterioration of law and order হয়েছে, তখন আমাকে দেখাতে হবে যে পূর্বের বংসর Law and order কি ছিল এবং বর্তমানে তুলনামূলকভাবে কতটুকু deteriorate করেছে। কিন্তু তিনি যে আলোচনা করেছেন, তাতে শুধু কয়েকটি ঘটনা মাত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার এই বক্তব্যের মধ্যে law and order কতটুকু deteriorate করেছে সে চিত্র আমি পাইনি। সংখ্যানুপাতে এই বংসরের ৭ মাসের যে খতিয়ান পুলিশের নিকট আছে তা দেখলে বুঝা যায় যে গত বছরের তুলনায় কম। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় law & order-এর position এ বছর ভালো। আমি জানিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে তা আছে কিনা। তবে আমি এটুকুই বলব সে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে law & order deteriorate করেছে কিনা সেটার থেকে ruling পাটির বিরুদ্ধে কতগুলো অপপ্রচার করার চেষ্টা তিনি করেছেন। অর্থাৎ যত্নান ও হৃদয়িত কারীদের indulgence দিচ্ছে, শুধু ruling পাটির লোকেরাই তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। যত্নানদের ruling পাটির লোকেরাই পালন করছেন এটাই প্রমাণ করার চেষ্টাই তিনি করেছেন।

মাননীয় সদস্য জানেন কি? জানি না। গত বুকের পরে সারা বিশ্বের অবস্থা কি ছিল? Americaতে, West Germanyতে এমন কি Leningradএর Anti-social elementsরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমন কি আজ চীনেও লিউসাও চির wifeএর মতো মহিলাকে যেভাবে ১৪১৫ বছরের হেলেনা রাস্তায় টেনে নিয়ে অপমান করছে, সেটাকে কি তাবে আজ প্রতিরোধ করা যায় সেটা একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে সত্যি যেসব ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখের। যুবকদের এই moral break down, bow to none এর যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে আজ কিভাবে শুধরাতে হবে এটা চিন্তার বিষয়। সেদিক দিয়ে আমাদেরকে সাইকোলোজিক্যাল সাইডটাও চিন্তা করতে হবে। আজকে সাইকোলোজিক্যাল এটমোসফিয়ারকে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য তা চান না। তিনি চান anti-social activities বাড়ুক এবং সেটাকে পুঁজি করে তিনি ruling পার্টির নামে অপবাদ চড়াবেন এবং বলবেন যে ruling পার্টিই তাদের আত্মারা দিচ্ছে এবং সে জন্য ruling পার্টিই দায়ী।

আমি এই কথা বলছি এই জন্য যে, আজকে টোড পোষাক বা রেট্রেরেট ও ক্যাসেলোতে যে সব অনাচার হচ্ছে সে সম্বন্ধে তার কোন বক্তব্য নেই। গত বুকের পরে সেক্সুয়েল পারভারশান যেভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে তার কোন বক্তব্য নেই, তার শুণ বক্তব্য কতগুলো হেলেকে মদত দিচ্ছে আমাদের মুখামুখী, মদত দিচ্ছে আমাদের ruling পার্টি, এই যে একটা অপপ্রচার এটা যে তার political interestএ তিনি করছেন, রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জল্পে তিনি করছেন।

যদিও আমরা দেখি অস্ভাভ জায়গার তুলনায় ত্রিপুরা অনেক শান্ত। আমি শুণ ত্রিপুরার বাইরের অস্ভাভ province এর কথাই বলছি না, অস্ভাভ দেশের বা সহরের কথাই বলুন যে আজ যেভাবে সেসব জায়গায় খুন খারাপী হচ্ছে, তার পিছনে, unemployment problem থাকতে পারে, sexual perversion থাকতে পারে, সামাজিক অব্যবস্থা থাকতে পারে। সে কোন কারণেই হউক সারা বিশ্বে আজ যে হারে খুন খারাপী anti-social activities হচ্ছে সে তুলনায় আমাদের ত্রিপুরা সম্পূর্ণতঃ, সে কথা আমাদের বলতে হবে।

সুঁচী, আগরতলায় এমন কতগুলো ঘটনা ঘটেছে সত্য এবং সেটা অত্যন্ত দুঃখের এবং চিন্তার বিষয়। তার প্রতিকারের জন্য আজকে সব political পার্টি একত্রিত হয়ে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার আলোচনা করা দরকার।

আমি একথাও সাথে সাথে বলবো যে, আগরতলা সহরের ঘটনা যদিও অস্ভাভ সহরের তুলনায় নগণ্য তবুও এটাকে আজ অব্যবহেই ধ্বংস করা আমাদের উচিত। আমি তাই আমাদের মাননীয় সদস্য অধ্বার দেববর্গাকে বলবো যে তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে অস্ভাভ দেশের ঘটনার উল্লেখ না করে শুধু আগরতলার ঘটনাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। আজকে সমাজে যে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে সেটাকে দূর করতে হবে এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

আজ যেসব ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার জন্য অভিভাবকরাও অনেকটা দায়ী। একথা সত্যি আজকে দিনে দুপুরে কলকাতার মত জায়গায় ডাকাতি হচ্ছে এবং ক্রমেই তা বেড়ে যাচ্ছে। এইগুলোকে আজকে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করবো সেকথা আমাদের চিন্তা করা উচিত।

তারপর আমার কথা হচ্ছে, ডাকাতি,—সীমান্তে আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ আজ পাকিস্তানের লোকদের উপর আমাদের আইনকাহ্নন চাপাতে পারবে না। সেই অবস্থিতি বর্ডার দিয়ে যদি পাকিস্তানের দুর্গত্বর এসে ডাকাতি করে তাদের বাধা দিতে হবে পুলিশকেই, পুলিশকে আরও সজাগ হতে হবে এবং জনসাধারণকেও আরও সজাগ হতে হবে। আমাদের ধানাকে আরও সক্রিয় হতে হবে। আমাদের এট ৬৫১ মাইল সীমান্তকে রক্ষা করতে হবে। আজকে বর্ডার দিয়ে পাকিস্তান থেকে লোক দলে দলে আসছে। আজ সীমান্ত যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে অঘোর বাবুবা বলবেন যে, জওহরলাল যে সপথ করছিলেন পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের আসার জন্য আমাদের দুয়ার সবসময় খোলা থাকবে—কিন্তু ruling পার্টি আজ বর্ডার বন্ধ করে দিয়ে বাধা দিচ্ছে। সেই সপথ বন্ধ করতে না। কাজেই সেইসব সংখ্যালঘুদের আমরা বাধা দিতে পারি না। তবে একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এইসব লোকদের সাথে অনেক undesirable elements ও আসছে। অনেক সময় সেইসব undesirable elements বা আমাদের এখানে এসে ডাকাতি এবং cattle lifting এর সাহায্য করছে। তাই আমি আজ অঘোর বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, যদি আজকে সেইসব undesirable elementsদের আসার পথ বন্ধ করে নেওয়া হয় অর্থাৎ সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তারাই কি পত্র-পত্রিকায় একথা চড়াবেন না যে, ত্রিপুরার ruling পার্টি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানের ৮০ লক্ষ অভ্যাসিত নির্পাতিত সংখ্যালঘুদের আশ্রয়ের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে? জওহরলালের সপথ রাখছে না ruling party কাজেই সেই বর্ডার আমাদের খোলা রাখতেই হবে এবং খোলা রাখলে undesirable elements আসবেই এবং সেই risk আমাদের নিতে হবে।

আমি আর একটি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে কমলপুরে পুলিশালাবার তদন্তের জন্য যে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী বসেছে তাতে সরকার পক্ষ এমন এডভোকেট নিয়োগ করেছেন। আমি বুঝলাম না যে, deterioration of law and order এর সাথে এটার কি বোঝাবোপ আছে। কারণ জুডিসিয়াল enquiry সত্যকে উন্মোচন করবে। Advocateরাও নিবৃত্ত হয়েছেন সত্যকে প্রকাশ করার জন্য এবং আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করে যাতে বিচার ঠিকমত হয়, যাতে নিরপরাধী লোক দোষী সাব্যস্ত না হয়। কিন্তু মাননীয় অঘোর বাবু আজ এই জুডিসিয়াল এনকোয়ারী বসাতে আতঙ্কিত হয়েছেন। কারণ তাতে তার political interest serve করবেনা, তাদের কার্যকলাপ এবং উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে পড়ার ভয়ে আজ তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে এটাকে টেনে এনেছেন তার বক্তব্যে। তারপর তিনি সত্যীশ সাহা'র কথা বলেছেন। তারপর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে statement House

দিয়েছেন সেই statement যদি মিথ্যা হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী House অবমাননার দায়ে পড়বেন। এটা ভেবেই তিনি এই statement বেখেছেন, তার উপরেও তিনি বলেছেন যে তাকে খানার দেওয়া হয়েছে পরে S. D. O.কে বসে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। যদি মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর statement মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে এই House এ Privilege motion আনতে পারতেন। তিনি তা না করেই Houseএর যে একটা docorum তা পরীক্ষা রাখেন নি। তার সেই Privilege Motion আনার সাহস নেই। তাই তিনি সেই সতীশ সাহার ঘটনাকে এই House আবার টেনে এনেছেন শুধু বাহবা পাওয়ার জন্য। আমার মনে হয় এটাতে সত্যের কোন লেশ নেই। একটা stunt দেওয়ার জন্য এই হাউসে এই ব্যাপারে উনার বক্তব্য রাখছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তারপর তিনি আরো অনেকগুলি ঘটনার কথা বলেছেন, সিনেমায় টিকেট ব্রেকের কথাও বলেছেন। সিনেমা টিকেট ব্রেকের ব্যাপারটা অনেক দিন ধরেই চলছে এবং তা বন্ধ করার প্রচেষ্টা সরকারের আছে। আজকে কেন তা বিশেষ করে দেখা দিল তা আমি জানি না। বৃহত্তে পারহিনা উনার সাথে ব্রেকের কোন যোগাযোগ আছে কিনা। কারণ এর পূর্বেতো তিনি এ সম্পর্কে কিছু বলেননি; টিকেট ব্রেকতো আজ প্রায় ৬৭ বৎসর ধরেই চলছে। টিকেট ব্রেককে আমি ঘৃণা করি। তা অতি সত্বর বন্ধ হওয়া দরকার এবং তার সাথে সাথে উনার এ কথাকেও আমি ঘৃণা করি যে, তিনি Chief Minister, Ministersদের Partyকে এর মধ্যে জড়িতে চান। কারণ আমরা চাই টিকেট ব্রেককে বন্ধ করতে।

তারপর rural areaতে ডাকাতিও কথা বলেছেন। যেমন ময়ূ। ময়ূর ইতিহাস হচ্ছে অন্যরূপ। সেটা হচ্ছে সংক্রান্ত আক্রমণ। সংক্রান্তের আক্রমণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আর একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী রাজ প্রসাদ চৌধুরীকে উপহাস করে বলেছেন যে, “তিনি বগাকার তহলমকা আর কাননপুরের R. P. C.”। আমি জানি না যে চড়িলামের অঘোর এখানে এনে কি হয়েছে। তিনি সেই অঘোর, সে অঘোরের হয় কাণি জমিও ছিলনা আজকে গাড়ী দিয়েও তার ঘান আসে। সেই অঘোর আর তহলমকার মধ্যে এ পার্থক্য হতে পারে। তহলমকা যদি রাজ প্রসাদ চৌধুরী হতে পারে। ৬৭ কাণি জমির মালিক অঘোরের ঘান গাড়ী করে আসতে পারে আবার সমবার সমিতির ব্যাপারে উনি আবার প্রস্তাব হয়ে যেতে পারে। অতএব চরিত্রের যে কি রূপ যে সমবারের caseএ এই অঘোর বাবুই প্রেরণ হয়েছিলেন। আবার এই অঘোর বাবুই M.L.A. হিসাবে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন। সুতরাং কে যে কোন সময় কি হয় তা সকলের জানা থাকা উচিত। আপনার নিজের চরিত্রটা তুলে পরের চরিত্র সমালোচনা করা চলে না। রাজপ্রসাদ চৌধুরীর উপর তার-কেন এত আক্রোশ। তার পেছনের ইতিহাস কি? ইতিহাস হচ্ছে যে তাদের যে পাহাড়ে একটা জমিদারী ছিল। তালুকদারী ছিল তা আজ যেতে চলেছে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে রাজপ্রসাদ চৌধুরীর প্রচেষ্টাই কাননপুর, অমরপুর, বিলোনিয়ার সমস্ত seat দখল করেছিল। আজকে তারা ousted from that places. আজকে সেই রাজ

প্রসাদ চৌধুরী এচেন্সি তারা ঐ সমস্ত এলাকা থেকে ousted হয়েছে। আর সেই ousted হওয়ারতে তারা যে ব্যাথা পেয়েছেন সেটা তারা ভুলতে পারছেন না। তাই আজকে সম্পূর্ণ বক্তৃতার মধ্যে ততলামকা, মানে রাজ প্রসাদ চৌধুরীর কথা বলছেন। অর্থাৎ R. P. C. তাদেরকে এমন ঠাঙ্গানী দিয়েছেন যে তারা আর চলতে পারছেন না। তাই তাই তাদের ভেঙ্গে দিয়েছে, তারা চাটতে পারে না। অঘোর বাবুতো সবে মাত্র এক। অঘোর বাবুর অবস্থা আরো কাহিল। তারা হলেন দুই আর উনি চাচ্ছেন এক। আজকে রাজ প্রসাদ চৌধুরী যে নেত্র দিয়েছেন সেই নেত্রেরই আজকে তাদের এই কাহিল অবস্থা তিনি চাইছেন জুমিয়াদের পুনর্গমন দিতে।

কাকনপুরে, অমরপুরে, বিলোনীয়া ও সাক্ষ্যে ট্রাইবেলদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল ডাকাতি করতে লুটপাট করতে এবং তার মারফতে লুণ্ঠন করা এবং নিজেদের দলের সংগঠনের ততবিল পূর্ণ করা তাতে আজকে বাধা দিয়েছেন সেই R. P. C. সেই আদর্শ দিয়েছেন শান্তিপূর্ণভাবে। তিনি ট্রাইবেল জনসাধারণকে, landless জুমিয়াদের তিনি দিয়েছেন নতুন পথের নিশানা। সেই পথ হচ্ছে এই যে তাদের জমি, তাদের টাকা, এবং তাদের স্বাধীন পথ। তাদের দলের আদর্শে উৎসাহ হয়ে যারা ডাকাতি করতো, যাদের শুধু টাকার দিকেই লোভ ছিল তাদের দলের নীতির দরুনই তারা violence frustrated করেছে। আজকে violence তারা করতে পারে না কারণ violence করার ক্ষমতা কমিউনিষ্ট পার্টির নেই। আজকে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টিতো violence করা ছেড়েই দিয়েছেন। violence এর যে ক্ষেত্রটা সেই ক্ষেত্রটাকে তারা সীকাব করেন না। কিন্তু ঐ যে বেচারারা Ex-servicemen, Ex-military যাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল violence করার জন্য তারা আজকে কোথায়। যদি পাওয়া যায় তবে তাদেরকে সেই সংক্রান্তে পাওয়া যাবে। যাদেরকে কমিউনিষ্ট পার্টি violence এর শিক্ষা দিয়ে আজকে তাগ করছে তারাও বার্ষ মনোরথ হয়ে সংক্রান্তে ঢুকেছে এবং তাগই হয়েছে আজকে ডাকাত, লুণ্ঠনকারী। এই হচ্ছে আজকে সত্যিকারের চিত্র। কারণ যখন নাকি স্বাভাবিক জীবনে violence এর পথ বেছে নেওয়া হয় এবং পরে যদি বিপ্লবে বার্ষ হয় তবে তারা ডাকাত বা এইরূপ চরিত্রাই হয়ে থাকে এটা শুধু ত্রিপুরা বা ভারতের কথা নয়। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে সকল দেশেই বার্ষ বিপ্লবীরা এইরূপ ডাকাতি বা চরিত্রের পথ বেছে নিয়েছে। এই চরিত্রীরা সমাজ জীবনে বিঘাট একটা আভঙ্কের সৃষ্টি করে। আজকে ত্রিপুরায় সেই কাজই করছে এই সংক্রান্তের দল।

আমি আজকে এই কথা বলছি না যে সংক্রান্ত দলের কোন আদর্শ আছে এবং এই কথাও বলব না যে সংক্রান্ত দলের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির কোন সমর্থন আছে। কিন্তু এই কথা বলব যে এইটা কমিউনিষ্ট পার্টিরই অবদান। এই কারণে বলব যে আজকে কমিউনিষ্ট পার্টি সংহতি বিরোধী যে একটা অভিযান চালিয়েছে, ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক শ্রীতির মধ্যে যে ভাঙ্গন ঘটিয়েছে এবং এই ভাবে যুব সমাজে যে একটা ভ্রান্তিকর পরিহিতির সৃষ্টি করেছে তারই ফল স্বরূপ কিছু কিছু বিভ্রান্ত যুবক ডাকাতি হাঙ্গামার পথ বেছে নিয়েছে। উনি বলেছেন যে ওরা

বাঙ্গালীদের ঘরেও ডাকাতি করেছে এবং ট্রাইবেলদের ঘরেও ডাকাতি করেছে। কাজেই ওরা ট্রাইবেলই বিবেচী। কিন্তু উনি জানেন না যে এই দল শুধু বাঙ্গালী ও ট্রাইবেল ধনীদেব ঘরেই ডাকাতি করেছে তাদের দলকে অস্ত্রশস্ত্রে ও টাকা পরসায় শক্তিশালী করার জন্য। কারণ তাছাড়া দলকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু আজকে দেখা যায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় “বাঙ্গালী খেদাও” পোষ্টার দেওয়া হয়েছে। কারা এই পোষ্টারিং করেছে। যদি সৎকাক্ষী বাঙ্গালী বিবেচী না হয় তবে কারা এই পোষ্টারিং করেছে। তাহলে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিই এই পোষ্টারিং করেছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের এই ভাবে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলে ট্রাইবেলদের তাদের দলের আদর্শে উৎসাহ করার সুযোগ হবে। কারণ তারা জানে যে বাঙ্গালীদের এই দলে আনা যাবে না। আজকে আমরা পত্র পত্রিকা পড়ে দেখছি যে সৎকাক্ষের পাশে আছে মিজো আবার মিজোর পেছনে আছে নাগা, এই ভাবে সারা উত্তর পূর্ব সীমান্তে তাদের একটা link রয়েছে। উপভাতাদের মধ্যে যে একটা সশস্ত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে তাকে মাজ উপেক্ষা করলে চলবে না। কি ভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করা যায় এবং কি ভাবে তাদের সংযত করা যায় এটাও আজকে ভেবে দেখবার বিষয়। এই কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রসাদ চৌধুরী সৎকাক্ষের সঠিক করেছেন। এটা তো Resolution এবং Law & Order এর বক্তব্য নয় Law and order এর বক্তব্য হল এই যে সৎকাক্ষের আন্দোলন, তাদের যে ferocious attitude সেটাকে কি ভাবে আয়ত্তে আনা যায় এবং তার specific background কি সেটা হচ্ছে বক্তব্যের বিষয়। কিন্তু মাননীয় সদস্যের মুখে আমরা এই বক্তব্য শুনি। এতেই আমার মনে হচ্ছে যে তার সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আছে Political interest এবং Political motivated হয়েছে তিনি এই ধরনের বক্তব্য রাখছেন। সেই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার শান্তি এবং শৃঙ্খলা ব্যাচত হচ্ছে কিনা তা তার কাছে বড় ভিনিস নয়। মাননীয় Speaker, Sir, আমার বক্তব্যের মধ্যে উনি আর একটি কথা বলেছেন যে নিরীহ মানুষের উপর পুলিশ অভিযানের চালাচ্ছেন, উনিও বক্তব্য হচ্ছে যে পুলিশ নিরীহ। পুলিশ কোন কাজই করেন না। উনি আর এক জায়গায় বলেছেন যে নিরীহ মানুষের উপর অভিযান। নিরীহ শব্দটা relative, উনি যাকে নিরীহ বলেছেন সে সত্যিকারের নিরীহ—না একটা জঘন্যতম criminal তা জানবার তো কোন উপায় নেই। অতএব যদি পুলিশকে active হতে হয় তা হলে সত্যি—আজকে আমরা দেখছি যে আমাদের উদ্ভয়াক্ষে যে ডাকাতি হয়েছে—উনি বলেছেন বিজয়নগরে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং তার সাথে সাথে Communist Party থেকে একটা চিৎকার উঠেছে আমি শুনেছি যে আমাদের অনেক নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করেছে। তাহলে নিরীহ definitionটা কি? ডাকাতি হয়েছে, পুলিশ লোককে গ্রেপ্তার করেছে। উনারা চিৎকার আরম্ভ করেছেন নিরীহ লোকের উপর অভিযান চলছে। তাহলে যাকেই ধরা যায় সেই হলো নিরীহ। আর যাকেই ধরা যায় না তাদেরকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হাড়িয়ে দিয়েছেন। তাহলে চিন্তা করতে হবে সীমান্তে যে অপরাধ হচ্ছে এবং শহরে যে অপরাধ হচ্ছে—তাকে যদি পুলিশ গ্রেপ্তার

করে তাহলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই তাকে সমর্থন করা উচিত। কারণ পুলিশের দোষ ক্রটি হয় না এমন কথা নয় এবং হতে পারে সেই দলক্রটির সাথে সাথে আমাদের দেখতে হবে যে পুলিশকে anti-social element দমন করার জন্য যে কার্যকলাপ তাতে নিয়েছেন তাকে যেন আমরা সকলে সমর্থন করি। কিন্তু কার্য ক্ষেত্র অল্প বকম। যদি কোন স্থানে কোন গোলমাল হয় বা কোন ব্লক মার্কেটের ব্যাপারে যদি পুলিশ যায়, সেখানে হয়ত একটা মারামারি হতে পারে, তা চলে দেখা যায় পরদিনই সেটাকে নিয়ে Political গ্লোগান, মিছিল বেরুচ্ছে। তখন বামপন্থীদের পত্রিকায় দেখা যায় এ অত্যাচার পুলিশের অত্যাচার। পুলিশের এই জুলুম চলবে না। এই গ্লোগান তোলে। আজকে শহরে এই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যেমন পুলিশের তার সাথে সাথে এই anti-social activities এর জন্য যদি কাউকে ধরা হয় তাকে যেন political colour দেওয়া না হয় তার দায়িত্ব হচ্ছে বিরোধীদের, বামপন্থীদের এবং তাদের সেটা দেখা দরকার। গত বংসরের তুলনায় এই বংসর আইন শৃঙ্খলার আরও অবনতি হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষার বাবু এই কথা বলেছেন। Facts and figure এ যদি দেখা যায় গত বংসরের তুলনায় এই বংসর, ডাকাতি, চুরি, খুন রক্তাক্তানি অসংখ্য অপরাধ বেশী তা হলে আমি স্বীকার করব যে deterioration of law. কিন্তু facts and figure এ যদি গত বংসরের তুলনায় এই বংসর কম হয় তা হলে কোন অবস্থাতেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষার বাবু বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারব না। তবে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে গত বংসর এবং এই বংসরের comparative facts & figure জানা করি পাব। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে law and order সত্যি deteriorate হয়ে পড়েছে কিনা।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan, M. L. A:—মাননীয় স্পীকার, শ্রী, অধ্যক্ষার বাবু Law and Order সম্বন্ধে যে motion এনেছেন তার সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরাতে Law & Order এর অবনতি ঘটছে বনে তিনি য বলেছেন তা ঠিক নয়। কারণ আমি জানি আমাদের কৈলাসহরের ছামছু ও বর্ধনগরের কাকনপুর অঞ্চলে গত এক বছর ধরে যে সেক্রাকের উৎপাতে জনসাধারণ অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাদের ধন প্রাণ এবং সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করার ব্যাপারে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল আমাদের সরকার তড়িৎ গতিতে তার মোকাবিলা করেছিলেন। ছামছু, মাণিকপুর, গোবিন্দবাদী, গর্জনপাশা, ডানঘুন এবং জাম্পাইহিল ও হাজাছড়া এই সমস্ত উপকৃত এলাকায় আমাদের ত্রিপুরা সরকার পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে অতিক্রান্ত জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের সেই সীমান্তবর্তী এলাকাতে পুষ্কর তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী শান্তি ফিরে এসেছে। যারা সেক্রাক ও মিজোদের নিকট ভয়ে আত্ম সমর্পন করেছিল ও ধনসম্পত্তি সঁপে দিয়েছিল তারা আজ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে সে লোককে সীমান্তে পাকড়াও করেছে, সুতরাং আমাদের উত্তর পুষ্কর সীমান্ত অঞ্চল অবক্ষিত একথা আমরা বলতে পারি না। এই সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকার লোকজন অবক্ষিত অবস্থায় আছে বা সেখানে Law and order নাই একথা বলা চলে না। আমাদের এই সরকার জনসাধারণের জীবন রক্ষা

করতে, ধনসম্পত্তি সজা করতে উৎসাহ। সেই বিকশিত হয় আসন্ন আন্দোলনের "সরকারের" প্রশংসা করতে পারি। আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমাক প্রসাদ চৌধুরী মহাশয় নিজের জীবন বিপন্ন করে এই সমস্ত উপকৃত এলাকার ঘুরে ঘুরে প্রবীর কৃষকেরা ও উপজাতিরা যারা তাদের হৃদয়কে সরকারের নিকট সাহায্য চাইতে এসেছিল তাদের পুনর্মান, দানন, কৃষিকণ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বর্ষার দিনে ও হর্ষোপেক্ষ মধ্যে আদিবাসীদের সাহায্যে এই সমস্ত এলাকার ঘুরে ঘুরে নিজে যে কাজ করেছেন তার জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি। কাজেই অম্বোব বাবু যে Motion এই হাউসে এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি এবং আমাদের উত্তরাকল সুসজ্জিতই আছে এবং আমরা সুসজ্জিত হবে বলে আশা করি।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal M. L. A.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ-মহাশয়, মাননীয় অম্বোব বাবু আজ Law & order সম্পর্কে যে motion টি এই House এনেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। কেননা কাকনপুর ও দশদা ইত্যাদি জায়গায় সেক্রমিক সমস্যা যে কথা বলেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করব। আমি মেম্বার হওয়ার পূর্বে বহুবার এসব এলাকায় গিয়েছি এবং মেম্বার হওয়ার পরও সাত বার গিয়েছি। আমাদের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর মন্ত্রী সমস্যা তিনি যে কথা বলেছেন তার আমি প্রতিবাদ করি। গত ১ই আগস্ট হতে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত এই কয়দিন আমি সেই সমস্ত এলাকার ঘুরে ঘুরে আমার বহুটুকু জ্ঞান আছে আমি জনসাধারণের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি। সেক্রমিক বিভাগে উৎপত্তি হল। প্রথমে কিছু হানীয় লোকদের মধ্যে জায়গা জমির ব্যাপার নিয়ে গল্পগোশ্বা ছিল। কাকনপুর এবং দুর্ভরনগর অন্তর্গত দু'গাং অঞ্চল এবং সেখানে বাতায়াতে কোন সুবিধা ছিল না। এক সুযোগে উত্তরপাড়া কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কেননা উদ্দেশ্য দিয়া বাঙালী বিরোধ করিয়া নিজের দলের একটি সুযোগ সুবিধা করার চেষ্টা হয়েছিল এবং বাঙালীদের এখান থেকে বিতাড়ন করা হইল তাদের নীতি। আমি বাঙালীর পর কয়েকজন সেক্রমিক পার্টির সমাজ বিগোণী লোক কথা পড়েছিল। আমি তাদের থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছি। পরিষ্কার বুঝা গেছে যে এটা কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য। মাননীয় সদস্য অম্বোব বাবু এই সমস্ত এলাকার গেছেন কিনা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় তিনি একবারও সেখানে যান নাই। যদি বা গিয়ে থাকেন তবে হয়ত ১৯৫১-৫২ সালে যখন কমিউনিষ্ট স্বাধীনবাদ চলছিল তখন তখন গিয়ে থাকবেন। মাননীয় আদিবাসী মন্ত্রী মহোদয় সমস্যা যে কথা বলেছেন তার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। শ্রীমন্ত বিজ্ঞ ও বহুসেন দ্বারা মাননীয় আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর হোজগার খার মাই এবং তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ত্রিশবার কমিউনিষ্ট পার্টির আদায় হতেই তারা তার মেম্বার এবং এখনও তার সক্রিয় মেম্বার।

গত নির্বাচনের সময় কাকনপুর কংগ্রেস প্রার্থী রাজপ্রসাদ বিজ্ঞ এর বিরুদ্ধে কনুনিষ্ট প্রার্থী ছিল বহুসেন বিজ্ঞ, গোবিন্দ চন্দ্র বিজ্ঞ, লালপ্রসাদ বিজ্ঞ; জালালাব বিজ্ঞ,

কালিকায় বিয়াং, মোবাই কাং বিয়াং, মুক্তাকায় বিয়াং, কলেন্স বিয়াং, মিত্ৰাকায় বিয়াং, মণিরাম বিয়াং, নিলাম্বৰ বিয়াং ইত্যাদিৰ সংগে, আমি দেখা কৰি। তাৰা সকলেই সাংস্কৃতিক দলতক। ওদেৰ সাংগে আমাৰ আলোপ হয়েছে। তাৰা সবাই কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সক্ৰিয় সদস্য। এৰ মধো ভবকিছৰ এবং নাবদমুনি চাকমা এবং সজুয় বিয়াং ধৰা পড়েছে। তাদেৰ সাংগেও আমাৰ আলোপ হয়েছে। এতে আমি পৰিষ্কাৰ বুৰতে পাৰলাম যে ত্ৰিপুৰাৰ চীনা কমিউনিষ্টেৰাই তাদেৰ পৰিচালনা কৰছে। মাননীয় আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্ৰীৰ উপৰ আক্ৰোশ হলো এই কাৰণে যে তিনি দীৰ্ঘদিন বাবত ঐ জায়গা থেকে নিৰ্বাচিত হয়ে আসছেন। তাৰা আমাদেৰ সাংগে একথা বলেছে যে আগামী ইলেকশনে তাৰা নিৰ্বাচনে জেতাৰ চেষ্টা কৰবে। আমাৰ সাংগে অনেক কংগ্ৰেস কৰ্মী ছিল তাৰাও এইসব কথা শুনেছে। প্রথম ইলেকশনেৰ সময় তাৰা আমাকে বহুবাৰ সাবধান কৰে দিয়েছে যে আমি কমিউনিষ্টেৰেৰ বিপক্ষে নানা প্রকাৰে প্রচাৰ কৰেছি। সাংস্কৃতিক পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে সাবধান কৰে দিছি যে আপনি আৰ এই এলাকায় আসবেন না। তাৰা যেসব নামেৰ কথা বলেছে তাদেৰ মধো অখোৰ দেববন্দা ও দম্ৰণ দেববন্দাৰ নামও তাৰা উল্লেখ কৰেছে এবং বলেছে যে তাদেৰ সাংগে চিঠিপত্ৰে যোগাযোগ সব সময় তাদেৰ আছে। কাজেই মাননীয় অখোৰ দেববন্দা যে মোশান এনেছেন সাংস্কৃতিক দলকে সেটা আমি সমৰ্পন করতে পাৰছি না। এই বলে আমি আমাৰ বক্তব্য শেষ কৰছি।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma

শ্ৰীঅভিৰাম দেববৰ্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই House এৰ সামনে মাননীয় সদস্য যে motion এনেছেন আমি তা সমৰ্পন কৰছি। এই বক্তব্যেৰ বিৰোধিতা কৰতে গিয়ে মাননীয় মহা বক্তাপ্ৰসাদ চৌধুৰী মহাশয় বা বলেছেন তা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য অখোৰ বাবু বলেছেন যে এই সংস্কৃতিকে যাৰা পৰিচালনা কৰছে, যাৰা এই সংস্কৃতিক দলেৰ নেতা, অনন্ত বিয়াং এবং বহুসেন বিয়াং তাৰা এক সময়ে বক্তাপ্ৰসাদ চৌধুৰীৰ দক্ষিণ হস্ত ছিল এবং কংগ্ৰেসেৰ সক্ৰিয় সদস্য ছিল। তিনি কংগ্ৰেসেৰ সদস্য ছিলােন কিনা মাননীয় মহা মহাশয় তা পৰিষ্কাৰ কৰে বলতে পাৰেন নাই। কাজেই কালনপুৰ, দম্ৰণ অঞ্চলত যে সংস্কৃতিকে ইংপাত চলছে তা আমাৰ আজকাল পত্ৰিকাৰ মধো দেখতে পাই যে এই সংস্কৃতিকে দমন কৰতে ত্ৰিপুৰা সরকার আজ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰছে। তাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাৰা কোন না কোন কংগ্ৰেস নেতাকে পুষ্ট। মাননীয় সদস্য শ্ৰীপ্রমোদ বাবু তাৰ বক্তব্যে সংস্কৃতিক যে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সত্তে যুক্ত আছে তা পৰিষ্কাৰ কৰে বলতে পাৰেন নি। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্ৰীরাখাল বাবু বক্তব্যেৰ সময় সংস্কৃতিকে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সংগে যুক্ত আছে বলেছেন। কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এই দলেৰ নেত্ব কৰছে একথা তিনি প্রমাণ কৰতে চেষ্টাছিলেন।

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে কংগ্রেস সদস্য বহুদূর এখানে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন, এই সংক্রান্তকে পরিচালনা করতে গিয়ে যে বেকারদার পড়েছেন কংগ্রেস দল, তাদের অপকীর্তিগুলি বিরোধী পক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে তা থেকে তারা বেহাট পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা করছেন তাতেই প্রমাণিত হয়। শ্রীঅম্বোব বাবু motion এর সমর্থনে এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি আর সেই সব বক্তব্য এখানে উপস্থিত করতে চাই না তবে সামগ্রিকভাবে এ কথাই বলতে চাই যে ত্রিপুরার বর্তমান যে অবস্থা বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার কৃষকদের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে কি দেখব? মাননীয় শ্রীপ্রমোদ বাবু motion এর বিবেচনা করতে গিয়ে সীমান্তে যে গরু চুরি হচ্ছে আর কৃষকরা যে পথে বসতে চলেছে এবং হালের বলদের অভাবে যে তারা কৃষি কার্যা করতে পারছে না তা তিনি বিবেচনা করতে গিয়েও না বলে পারেন নি। কাজেই আজকের কলিং পাটি এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না এবং তাতে যে তারা পার্ব হইয়েছেন তাই প্রমাণ হচ্ছে। গত জন্ম শতমীর দিনে বৈবিসুজায় এক মণিপুরির বাড়ীতে গরু চুরি হয়। গত শতমীর যখন চোর ধরার জন্য দৌড়িয়ে যায় তখন তাদের সাথে রাস্তায় পুলিশের দেখা হয়।

এখানে আশ্চর্য লাগছে যে যারা চুরি করে তাদের সাথে পুলিশের দেখা হয় না কিন্তু যারা রাতে চোরের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তাদের সাথে পুলিশের দেখা হয়। সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যে সমস্ত পুলিশ ক্যাম্প আছে তাদের সাথে চোরের যোগসাজস আছে। প্রতি রাতেই গরু চুরি হচ্ছে কিন্তু সীমান্ত পুলিশরা তার কোন প্রতিকারই করতে না এবং কৃষকেরা বহুবার সবকবের কাছে অভিযোগ করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন চোরের শাস্তি হয়েছে বলে আম'র জানা নেই।

নলহাড়া কালোনিতে পুলিশ রাতে ধাঁসী বাড়িয়ে পাড়ড়া দেয়। অথচ প্রতি রাতেই সেখানে চুরি হচ্ছে অথচ সেখানকার পুলিশ ক্যাম্পগুলি নীরব। এই যদি আজকে অবস্থা হয় তাহলে কৃষকেরা তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কি করে নিশ্চিত হতে পারে এ প্রশ্নও আজকে উঠেছে। কাজেই আমি মনে করি যে নাগরিকের যে নিরাপত্তা এবং তার অধিকারের যে অবনতি ঘটছে—এই যদি চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হবে। তার জন্য আমি হাউসের সামনে আন্দোলন রাখব যাতে করে প্রত্যেক মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি বা আছে, যাতে তাদের সম্পত্তি রক্ষা হয় এবং যারা সত্যিকারের সমাজ বিরোধী, সমাজের ক্ষতিকারক, যারা শান্তি বিঘ্নিত করছে, তাদের যেন শাস্তি হয় তার জন্য কলিং পাটি যেন বিশেষ কৃষিকা নেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীবি রাংখল বাবু বলেছেন যে উনি কাকনপুর, দশদা অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। তিনি ঘুরে এসে এই হাউসের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে সংক্রান্ত উৎপাত, তার যে উৎপত্তি, সেখানে জরি সংক্রান্ত ব্যাপারেই এই সংক্রান্ত দলের উৎপত্তি এবং ঐ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা সাম্রাজ্যিকতার

উদ্বাহী দিচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক উদ্বাহীৰ ফলে আজকে তারা বাঙ্গাল খেদাও আন্দোলনের সামিল হয়েছে একথাই তিনি বলছেন। আমি বলতে চাই যে কারা সাম্প্রদায়িক উদ্বাহী দিচ্ছে? গত ১লা জুলাই কল্যাণপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্য ধনন্তর সিং মহাশয় এক জনসভা ডেকে বলেছেন যে আজকে যদি বাঙ্গালীরা এক না হয় তাহলে বাঙ্গালীদের বিপদ। তিনি কেন একথা বলেছেন? খোয়াই একটা বব উঠেছিল যে tribal দেব জমি non-tribal দেব কাছে তন্তান্তর করা যাবে না। ইতাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীদের ডেকে কল্যাণপুর বাজারে জন-সভায় তিনি বাঙ্গালীদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছেন।

যদি উদ্বাহীৰ ফলে সেখানে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয় তাহলে কি কংগ্রেস পার্টীকে দায়ী করা যাবে? আমি মাননীয় সদস্যদের এই কথাই প্রশ্ন করতে চাই। কাজেই আমি ত্রিপুরার একজন নাগরিক হিসাবে একথাই বলতে চাই যাতে করে আতান্তরীণ কোন গোলমাল বা দাঙ্গার সৃষ্টি না হয় সেইদিকে Ruling party র দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যারা সমাজের নির্বীণ, দুঃখল লোক তারা যাতে একা পায় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া সব চেয়ে বড় কর্তব্য বলে আমি মনে করি। সঁমন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের গুরুত্ব অস্তবের ধন সম্পত্তি যাতে রক্ষা হয় তার জন্য সবর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। একথাটা প্রত্যেক মাননীয় সদস্যের চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি। অঘোর বাদ যে যে বক্তব্য এখানে পেশ করেছেন আমি তার বক্তব্যকে পূরণের সমর্থন করি এবং Ruling Partyর মাননীয় সদস্যরা যে তার বক্তব্যের বিবেচনিতা করেছেন এটা তাদের অপকীর্তি বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker (Dy. Speaker) :—I would now call on Hon'ble Member Sri Sunil Ch. Dutta

Shri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে Motionটি উত্থাপন করেছেন এবং তার স্বপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন, দুঃখের বিষয় আমাদের সেই আলোচনা শুনার মত ঘৈষণা তাঁর নেই। ঘৈষণা না থাকার কারণ হল মাননীয় সদস্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হাউসে এই Motionটি রেখেছেন। তার বক্তব্যেও এ কথা পরিষ্কার। যে বক্তব্য তিনি হাউসের সামনে রেখেছেন, ত্রিপুরার বর্তমান অপরাধের যে চিত্র এখানে তিনি রেখেছেন আমাদের পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে তুলনামূলক কোন চিত্র না থাকতে তার বক্তব্য পরিকারভাবে তিনি হাউসের সামনে তুলে ধরতে পারেন নি। তিনি ইচ্ছা করেই তা করেননি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন, তার কথা হল ত্রিপুরাতে যে কোন কিছুই হটক না কেন তার জন্য আমাদের Ruling Party এবং তার নেতা সুখামতীই দায়ী। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা বলেছেন প্রামে এবং সদরে যে যে অপরাধ হয় কোন কিছুই প্রতিকার

ভাষা পায় না। আমদেশের কথা তিনি বলেছেন যে আমদেশে বর্তমানে চোর এবং ডাকাতি পূর্ণ। আমদেশের সংক্রমে চুরি ডাকাতি হয় তা মানতে আমি রাজী নই। চুরি ডাকাতি যে হয় এটা ঠিক। ত্রিপুরার সাড়ে পাঁচ শত মাইল সীমান্ত। এই দীর্ঘ সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপে যে যে সত্তা দেশ আছে সেখানেও অগুরুত্ব ঘটনা ঘটে। কোন দেশেই সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে পাহারা দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশে গুরু চুরি হয়। কিন্তু তাগাদের দেশে বড় বড় ডাকাতি এবং লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র, সোনা ওষধ Smuggling হয়। কাজেই যে পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে সচেতনতা না করেন এবং সীমান্ত রক্ষীদের হাতে আমরা উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত করে দিতে না পারি সেই পর্যন্ত সীমান্তে হুঁ একটা ছোটখাট ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। মাননীয় সদস্য আবার দেববন্দ্য। আর একটি কথা বলেছেন এবং সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাসগুপ্তও উত্তর দিয়েছেন। কমিশনের ব্যাপারে তিনি বলেছেন। বর্তমানে আগরতলাতে একটি কমিশন চলছে, কমলপুরেও কমিশন চলছে। উকিল নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন। উকিল নিয়োগ কবলে যে কিভাবে কমিশন প্রকাশনে পরিণত হতে পারে আমি তা বুঝি না। উকিল নিয়োগ করা হয় যাতে বিচার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয়। অল্প কোন উদ্দেশ্য এতে নেই। সরকার উকিল নিয়োগ করে সরকারের কঠিরা পালন করেছেন, সেজন্য মাননীয় সদস্যের সরকারের ধনবাদ জ্ঞাপন করা উচিত। বর্তমানে হিম্মতে যে সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার ৩০% তিনি হুঁ প্রকাশ করেছেন এবং সব কিছুই তখনই তিনি কংগ্রেস পার্টিতে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে দাখিল করেছেন। মাননীয় সদস্য বলে গেছেন হিম্মতে অপরাধের সূচনা হয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা ১৯৫০-৫২ ঠা সনে যখন তাদের দল প্রতিষ্ঠা করেন তখন হিম্মত সংক্রান্ত, ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধ সংঘটিত হয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা। তাতে বাতাবে তাদের শাস্তি সেনাবাহিনীকে জোর করে টাকা আদায় করত। সেই সময় তারা তা করতে পেরেছিলেন কারণ তখন হিম্মত রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল না। যোগাযোগের অভাবের সুযোগ নিয়ে তার তখন ত্রিপুরার সন্ত্রাস লুট, হত্যা ইত্যাদি করেছিলেন সে কথা আজ তারা বলে চলবে না। দীর্ঘদিন তারা সেই বিভীষিকা রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। জনসাধারণের সচেতনতা সরকার তখন সেই অরাজকতার অবসান করিয়ে দেলে শাস্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে জনসাধারণের মনেও একটা নিরাপত্তার ভাব বর্তমানে আছে। মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে হিম্মত রাজ্যে তারতম্য হুঁ পূর্বে যে একম অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা ছিল এখন হয়ত তা কিছুটা হুঁ পেয়েছে কারণ যেখানে ৫ লক্ষ লোক পূর্বে ছিল বর্তমানে তা ১৬ লক্ষ পৌঁছেছে। তিনি থা থা আওয়াজ করে আমাদের বিব্রত করতে চাইছেন। কাজেই মাননীয় সদস্যের আঙকে যে এই হত্যা সেটা হয়ত অনেকটাই উদ্বেগপূর্ণ। কমিউনিষ্ট পার্টি সেদিন যে অভ্যাস করেছিল তার কলে আদিবাসীদের উপর তাদের প্রভাব যে কতটুকু কমেছে বর্তমান হাউসই তার প্রমাণ দেয়। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টি গত নির্বাচনে মাত্র ৩টি ট্রাইবেল আসন পেয়েছেন, কংগ্রেস পেয়েছেন ছয়টি।

মাননীয় সদস্য **শ্রী**রাজ প্রসাদ চৌধুরী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তার কোন ভিত্তি নেই। আদিবাসীদের এক হাজার টাকা করে দেবেন, ১০ কাপি জমি দেবেন ইত্যাদি বলে তিনি লোককে প্রলোভন দেখিয়েছেন বলে যে কথা এখন বলেছেন এটাই চাইলে উত্তিপূর্ণে তার মূখে আমরা ভাতা আর কোন দিন শুনি না। আজকে ৩১শে এপ্রিল সব কথা কেন উনি বলছেন এবং কোথা হতে শুনেছেন সে সব কথা স্পষ্ট। মাননীয় সদস্য **শ্রী**অভিরাম দেববর্মার বলেছেন যে **শ্রী**বিরি রাংগল মতামত যে সব কথা বলছেন তা সত্য নয়।

মাননীয় সদস্য **শ্রী**বিরি রাংগল মতামত নিয়ে উপস্থিত সকল পরিচয় করে সংক্রান্ত সম্বন্ধে বাস্তব যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটাই সব কথা উনি বলেছেন। **শ্রী**অভিরাম দেববর্মার কথায় তার কোন উল্লেখ নেই। প্রতিবাদ শুধুমাত্রের কথায় করলেই হয় না। সংক্রান্ত দলের যে যোগাযোগ কমিউনিটি পার্টির সংগে আছে তা প্রমাণ করে ১৯৭২ সালের যে আন্দোলন তার সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনের মিল আছে। মাননীয় সদস্য **শ্রী**অভিরাম দেববর্মার আর একটি বক্তব্য বেগেছেন যে **শ্রী**খনজয় সিং কমরপুরে একটি মিটিং বলেছেন যে সমস্ত বাঙালী এক ঠাট। তিনি এমন একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন কারণ **শ্রী**খনজয় সিং বাঙালী নন, তিনি মনিপুরী। এবং তিনি বলতে পারেন যে কমিউনিটিদের ঠাট থেকে বেঁচে গেলে সব কংগ্রেসিরা এক ঠাট। তিনি 'নিজে বাঙালী নন' তিনি সমস্ত বাঙালীদের এক ঠাটে বলেছেন সেটা বিশ্বাস করতে যেন কেমন লাগে এবং খনজয় সিং এমন কথা বলেন না। **শ্রী**বিপ্লবীতে Law and Order য় deteriorate করেছে একথা সত্য নয়। অপরাধ হয়, অপরাধ অশান্তি হয় এবং তার জন্য আমাদের পুষ্টি বাতিলে সক্রিয় আছে। ১৯৭১ সনে যে ২৬ গ্যাকাণ্ড হয়, সকল আসামিকেই শাস্তি দান করা সম্ভব হয় না। এটা বলা যায় না। অপরাধীরা বিচারকের 'নিকট যদি সঠিক অপরাধ' বলিয়া প্রমাণিত না হয় তবে তারা মুক্তি পেয়ে যান। কোন অপরাধীর যদি শাস্তি না হয় তাহলে একথা বলা যায় না যে বিপ্লবীতে Law & Order নেই। যদি মাননীয় সদস্য দেখতে পাতেন যে ৭৬ বৎসর বা তার পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এবংসর অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে তাহলে তার বক্তব্যের যৌক্তিকতা থাকত। পাকিস্তান থেকে এসে আমাদের জনসাধারণের উপর যাতে চাপ লাগে করতে পারে তার জন্য Border & Security force মোতায়েন আছে। এবংসরও একটি মাত্র কারণ যে আমাদের ৬৬০ মাইল দীর্ঘ বর্ডারে তা সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত করা সম্ভব হয় না। আমাদের উভয় হাতের সম্পর্কে যে পর্যন্ত না উন্নতি হয়, আমাদের পুষ্টি স্টেশনগুলি উইতে S. P. অফিস উইতে কাগজ পাওয়ার পর পাকিস্তানে তা সমাধানে টি পাড়ে যদি ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে সমস্যার যে অবস্থা পড়ে তা কল্পিত কমে যাবে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই সরকার অপরাধ বা ঠাট করেই অপরাধ নিবারণ করেন না তা সত্য নয়। কাজেই আমি মনে করি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাননীয় সদস্য সত্য বাস্তব পাওয়ার জন্য এই প্রস্তাব চাইলে এনেছেন। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : I would now call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অধ্যক্ষার বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তার বাস্তবে কোন রূপ নেই। তিনি এখানে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন Only for Political interest. To shape the criminals and antisocial grievance; কারণ হল এই Murder ৩২২ বার। I. P. C তে first seven months এ একটি Case. আর ১৯৬৭তে first seven months এ ছিল ৬টি। Riot হল ৬০. তখন ছিল ৯২টি, Attempt of criminal force to women with intention of outraging modesty বর্তমান ৭ মাসে আছে ১টি, তখন ছিল ৩টি, অতএব law & order যেটা তিনি উত্থাপন করেছেন Statistics এর দিক দিয়েও আমরা দেখাতে পারি যে সেটা সত্য নয়। তবে এর কারণ হল এই যখন তারা কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার পিছনে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়। অতএব তারা করে কি? টাউনে যারা ভুগা এবং উপদ্রবকারী থাকবে, মদ্যপায়ী থাকবে, তারা যদি কোন উপদ্রব করে তাহলে দেখা যায় উপদ্রবকারীরা যখন মৃত হয় তখন পুলিশের জুলুম চলবে না—চলবে না এই হয় তাদের main slogan, Only to protect the criminals and anti-social elements. তারপর এগিয়ে চুরি ডাকাতি যখন দূর পড়ে তখন তাদের slogan হয় পুলিশের জুলুম বন্ধ করা। Criminal দের shelter দেওয়ার জন্য Politically তারা আন্দোলন করে। চোর ধরলে রক্তকারীদিগকে তখন তাদের support এ তারা slogan উত্থাপন করে। পুলিশ যখন সেই সমস্তকে কোন না দিয়ে হাইনাস্ট্রপ ভাবে কাজ করতে থাকেন তখনই বলা হয় যে, Chief Minister এর তত্বমে তরা চলছে। আইন আছে, আইন অনুসারে যদি কোন লোক ধারণা কাজ করে তাহলে communist party যদি তাদের shelter দিয়ে তাহাৎদিগকে রক্ষা করুন slogan দেয়, আইন তখন সেখানে তাদের কথা শুনবে না, শুনতে পারে না, শুনা উচিতও নয়। সীমান্ত এলাকায় চুরি ডাকাতির অপ্রাণ নষ্ট। যেনে হয় পাকিস্তানের নিকট ইজারা দেওয়া হয়েছে। তার মানে হল এই আমরা যা খবরাখবর জানি Communist Party of India তাদের একটি group যারা চীনে সমর্থন করেন, নাপালাগু, মিকো ল্যাণ্ডে যারা অস্ত্র সরবরাহ করেছেন তাদের সাথে recently নাপালাগুের যে operation হয়েছে সেই operation এ চীনের অস্ত্র শস্ত দূর পড়েছে। অতএব চৈনিক কমিউনিস্ট যারা তাদের সাথে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং কিছু ওয়েলষ্ট Govt. কে নিশ্চিত করে ঐ সমস্ত লোকদের আতঙ্ক দেওয়ার জন্য এবং নিজাদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এই সমস্ত কথাগুলো বলে থাকে। Judicial Enquiry সবচেয়ে যে ইচ্ছিত উত্থাপন করেছেন তার দ্বারা তারা এই mean করেছেন যে Judicial Enquiryও তারা চান না। আইন শৃংখলার জন্য পুলিশ যদি কোন কাজ করে তাহাৎ তারা চান না। তারা চান to exert dis-integration to India and Tripura and various places. যার ফলে তাদের লক্ষ্যসি বিপ্লবের পথটি সোজা হতে পারে। যে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে এই অপকারী, দুকাখাগুলি সংগঠিত হচ্ছে তাকে support করে দেশের মধ্যে এটা বিপুলতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথাগুলি তারা বলে থাকেন। তা না

হলে Judicial Enquiryতে আটন যেখানে আছে, কোর্ট যেখানে আছে সেখানে উকিল থাকবে, উকিল নিযুক্ত হবে, উকিল তা পরিচালনা করবে। এই ব্যাপারে যারা সন্দেহ আরোপ করে তাতে বুঝা যায় তারা Judiciaryকেও বিশ্বাস করেন না। তাই তারা বিশ্বাস করেন না Democracy কে, তাই তারা Democratic wayতে যি সংস্থা গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষে তার বিরুদ্ধে তারা অভিযান চালাচ্ছে। যা সত্য নয় তাকে বিকৃত করে জনসাধারণের মনকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা করে থাকে।

তার পরে আর একটি কথা বলেছেন সত্যশ সত্যের চ্যাটল ধরার ব্যাপারে। কালকেও তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, উনি বলেছেন arrested হয়েছে, আমি বলেছি arrested হয়নি। অতএব সেটাকে আজকে আবার এখানে উপস্থাপন করেছেন। তাহলে আমি বলব বন্ধবা না রেখে সেটাকে challenge করা উচিত ছিল। তারা বরাবরই একটা অসত্যকে এমন স্তম্ভর ভাবে প্রচার করে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করবে যেন সেটা সত্য ঘটনা।

উনাদের ফিলোসোফি হলো এই। এ ফিলোসফির জন্য অসত্য ঘটনাকে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপন করে জনসাধারণের মনে সেই অসত্য ঘটনাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠমান করার চেষ্টা তারা করেছে। পুথিঃ স্থূল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ওটা কালকেও বলা হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে। সেটাকে আবার উপস্থাপন করে বারবার আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হলো, সেই অসত্য জনসাধারণ সত্য বলে চরিত বা গ্রহণ করবে। এটা যদি তারা মনে করে থাকেন তাহলে অতীতের কার্যকলাপের দ্বারা তারা যে ফল ভোগ করেছেন তা আমি তাদেরকে স্মরণ করতে বলবো।

তাদের বিষয়গুলিকে প্রতিপাদ্য হিসাবে বলতে গেলে পরে জানাচ্ছে একটি ইতিহাস বলতে হবে। ১৯৪৭ইং সনের ১২ই আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টির যে ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়েছিল তা আমাদের অগ্রদূতন করিতে হবে। তারা বলেছিলেন এই আত্মাঙ্গী সূটা, এই democracy সূটা ভাঙ। জনসাধারণ তাদের একথা শুনেনি। জনসাধারণ শব্দে শব্দে প্রতিতে অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৫০ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ঘোষণা করলেন যে “আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কমতা দখল করবো” এবং ত্রিপুরায় তারা আন্দোলন শুরু করলো। তারপরে সেই আন্দোলনের মূল কতলোক যে মাঝা গেল সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সেই সময়ে গ্রামা বক্তৃতা করে ঘোষণা করেছে ত্রিপুরায় যে বাঙ্গালীরা ত্রিপুরায় কমতা প্রবর্তন করেছে। ত্রিপুরায় মহাবাজা ছিলেন ত্রিপুরী তাকে ফিরিয়ে এনে রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্রিপুরী সন্তানদের মতো প্রচার শুরু করলো। তাদের প্রচারের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং দলের পুসার সৃষ্টি করা। একথা আমার পক্ষে দাপদপ্ত সাহেব বলেছেন যে কি করে তারা রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী গঠন করে তাদের গেরিলা শিক্ষা দিচ্ছিল। বিকিউজি ডাড়াও, বিকিউজির স্থান ত্রিপুরায় নেই। তাদের কথা, এই কমিউনিষ্ট পার্টির কথা। আমি তাদের challenge করি whether they have told these or not at that time তারপরে tribal যারা তাদের গেরিলা tactics শিক্ষা দিয়ে খননয় এবং

murder থেকে শুরু করে কোন কিছুই ছিল না বাকী। এইভাবে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাজাঘাট রওয়ার সাথে সাথে তাদের এই গেরিলা tactics of movement শুরু হয়ে গেলো। তারা সেই অভ্যাসে শান্তিসেনা গঠন করলো। গণমুক্তি অভিযান। জনসাধারণের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার তারা করেছে তা ইতিহাসে মেলা ভার। তাদের এই অত্যাচারের কাহিনী ত্রিপুরার জনসাধারণ শুনেনি। গত নির্বাচনে জনসাধারণ তার উত্তর দিয়েছে এবং তারাও তার উত্তর পেয়েছে। তারপর ১৯৫০ সালের সমগ্র বিদ্রোহ যখন বাহত হল তখন তারা declare করল যে আমরা constitutional movement করব। তারপর দেখা গেল যে constitutional movement-র মধ্যে communist খিচাঝিডুক। তারপর দেখা গেল যে তারা বাণ্য করেছে। মাত্রয় বার্ষমনোরণ ৩লে পর, আকাশে মেঘ দেখলে দেশের কথা মনে হয়, তাদেরও হয়েছে তাই এবং ব্যাক্ত ৩৩য়ার পর তাদের আন্দোলন, তাদের দল তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি হল চীন পক্ষী আর একটি হল কপ পক্ষী। এখন আবার চীনপক্ষীদের মধ্যেও ভাগ হয়েছে যখন নকশাল পক্ষী এবং তারও প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরার দিকেও চলছে। অভ্যব তারাও বলেছেন যারা বার্ষমনোরণ করেছে তারাও communist party ভাগ করে সংক্রান্ত দল গঠন করেছে। কাজেই তাদের আজ এক আতঙ্কের দৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যই অনেক খাড়া দায় চাপিয়ে নিজে বাঁচার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সংক্রান্ত যে আজকে আন্দোলন করছে তার বিপদ উৎপত্তি ও অবদানের পেছনে কমিউনিষ্ট পার্টি আছে। তারা বলছেন যে 'কি করে কি হল। বতনসেন বিয়াং কংগ্রেসে ছিল, অনন্ত বিয়াং কংগ্রেসে ছিল এখন আমার একটা স্মৃতির কথা মনে পড়েছে। গ্রাম আমলে ভারতবর্ষে Executive council of India যখন ছিল তখন বাঁকুডায়ে সিদ্ধুগালা নামে দুটি বালিকা ছিল পুলিশ করত কিং বাঁকুডায়ে 'সিদ্ধুগালা' নামে যত মেয়ে ছিল সবাইকে ধরল। তাদের মনে বিয়াং ভীতি এসেছে। They are being unable to recognise. বিয়াং দেখলেই রাজ প্রসাদ। কাজেই রাজ প্রসাদ তাদের কাছে আতঙ্ক জন্ম। কারণ তারা প্রচারণা করে তারাও সংগঠনের ফলে তাদের এর ৩৩কী অবস্থা এবং আমি বলব এভাবে যে অধিল ৩৩ Executive council এ বলেছিলেন যে, "Any man being unable to recognise the plant carries the entire mountain upon his shoulder. তাঁরা আমি বলব এভাবে being unable to recognise the real man, they condemn Raj Prasad Choudhury. Thanks to them. কারণ তারা সমস্ত বিয়াং গোষ্ঠিকেই সংক্রান্তে পরিণত করেন নি। তারা হল বীর ৩৩মান। সেই দিক দিয়ে আমি বলব যে তারাও বলেছেন যারা বার্ষ মনোরণ হয় তারাও সংক্রান্ত দল গঠন করে। তাদের জীবনেই আমরা বার্ষ মনোরণ হতে দেখেছি। ১৯৫০ সালে সমস্ত বিপ্লব all over Indiaতে তখন তারা বার্ষ করে, পার্টি বিধা বিভক্ত হয়ে, disintegration in all over India create করত চেঁচা করছে এবং ত্রিপুরাতেও তা চালাচ্ছে। কাজেই যখনই যা হয় তা administration এর দিকে চাপিয়ে দিয়ে তারা বাঁচতে চায়। এই ধরনের পত্ত electionএ কেবল বিফল হয়ে তারা আন্দোলন করতে আরম্ভ

করেছে সে আবার টেনেলি কংগ্রেসের অনুসারে। ১৯৬২ সালে টেনেলিতে Communist partyর যে conference হয় তার যে pamphlet তারা পাহাড়ের মধ্যে আনবে, কল্পে তা প্রচার করে। তাই আমি কমিউনিষ্ট পার্টি'কে বলব যে বাকাল বিরোধী আন্দোলন, refugee বিরোধী আন্দোলন ই টেনেলিতে আসেনি। আমি বলব সেই pamphlet গুলি যেন মাননীয় সদস্যরা এখানে তাক্সির করেন। আমি বলব টেনেলি conference এ তারা যা গ্রহণ করেছেন, পার্টি conference এ। অতএব সে ভাবেই তারা তা প্রচার করেছে, conference ১৯৬২তে হয়েছিল, ৬৭ ইং এর election এ তারা তা শুরু করেছিলেন, result তো তাতে তাতেই পেয়েছেন। আবার বলব, সংক্রাসন দল করে, শান্তি সেনা করে, communal slogan প্রচার করে disintegration আনা চলবে না। কারণ জনসাধারণ তা বুঝেছেন। তারপরে বলেছেন ধনঞ্জয় সিংহের কথা। তার কারণ আছে। আমি বদছি যে Character assassination is the main attempt of them. তার কারণ হল এই যে, এই ধনঞ্জয় সিংহ তারাদের কাছে অত্যন্ত দ্রুত, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—তার কারণ হল এই, উনি প্রচার করেছেন খোয়াই এবং কল্যাণপুরে যে, লাঠল যার জমি তার। আর কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার হলো, যদি আমার প্রভু গুঁড়ি বাড়ি যায়, তদুও আমার প্রভু নিভানল যায়। কারণ তারা এই আইন মানেন না। অথচ আইন চালু করা হয়েছে এই জন্য। অতএব প্রতিটি মানুষ একথা বলবে যে বর্গী আইন চালু করো। বর্গদ্বয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হ'লো সরকারের পলিসি, কংগ্রেস পলিসি সেটাকে এখানে চালু করার কলে গত নির্বাচনে খোয়াইয়ের পতন, মোহনপুরের পতন, লিডারসিপের পতন, দশমথের লিডারসিপের পতন, অতএব সেই অনুসারে আমি ভাবতে বলব, চিন্তা করতে বলব। character assassinationএর দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য আপনারা সাধন করতে পারবেন না। শান্তি ও শৃঙ্খলা যদি রাখতে চান তাহলে কেবল পুলিশের মাধ্যমে শান্তি বন্ধ হয় না। জনসাধারণেরও প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের কাছে আমার আবেদন। যখন কোন লোককে পুলিশ আটক করবে বা আদালতে অভিযুক্ত করবে তখনই আপনারা সোচ্চারে আন্দোলন গড়ে তুলুন। অতএব পকেট মারের বিরুদ্ধে, protectionএর জন্য, পুলিশের জুলুম চলবে না। পুলিশ পকেটমারকে ধরবেই। কাজেই তাদের সেই আন্দোলনকে চূর্ণ করার জন্য পুলিশ যাবেই, সরকার প্রস্তুত আছে। কারণ আপনারা জানেন All over Tripura Anti-social elements লক্ষ লক্ষ টাকার বনজ সম্পদ ধ্বংস করছে। তার পরে আমরা procurement আইন করে, procurement করার চেষ্টা করি। তাতেও anti-social elementsরা সারা ত্রিপুরায় আন্দোলন করেছিল। P. D. Act চালু করার সাথে সাথে সেই procurement বন্ধ করার আন্দোলন বন্ধ হয়েছে। P. D. Actএর ফলে হুকম কলেছে। Anti-social elements দের দমন করলে পরে শান্তি আসবেই। ত্রিপুরার Communist পার্টির প্রচারের ফলে এইসব anti-social activity বেড়ে গেছে, তাই আমি আবার অনুরোধ

কৰি যে anti-social activities বন্ধ কৰন। অন্তঃগত সংহতি বন্ধাৰ জন্তু এই anti-social activities পৰিহাৰ কৰন। চলুন আমাৰা একযোগে এক সাথে গিয়ে এই anti-social activities বন্ধ কৰি এবং ত্ৰিপুরাৰ সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি গড়ে তুলি, এই বলেই আমি আবার বক্তব্য শেষ কৰলাম।

Mr. Dy. Speaker :—The Discussion is over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday the 21st August, 1968.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX 'A'

STARRED QUESTION NO. 12

By Shri Kshitish Ch. Das.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Medical Deptt. be pleased to state :—

- ১) কমলপুৰ মহকুমা হাসপাতাল, কালাকালি চিকিৎসালয়, সালেমা বাজাৰ চিকিৎসালয়, সালেমা কলোনি চিকিৎসালয়, কুলাই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ও আমবাসা চিকিৎসালয়গুলিতে ম্যালেরিয়া ৰোগৰ ব্যক্তিদেৰ বত পৰীক্ষাৰ জন্য সরকার হইতে স্লাইড পাঠান হয় কিনা ;
- ২) পাঠান হইয়া থাকিলে, কোন তারিখে কত স্লাইড পাঠান হইয়াছিল। ১৯৬৫-৬৬ কত, ১৯৬৬-৬৭ ইং কত, এবং ১৯৬৭-৬৮ যে পর্যন্ত কোন কোন চিকিৎসালয়ে কত জানাৰেন কি ?
- ৩) কোন কোন চিকিৎসালয় হইতে ১৯৬৫-৬৬ ইং তে কয়টা, ১৯৬৬-৬৭ ইং তে কয়টা ও ১৯৬৭-৬৮ ইং যে পর্যন্ত কয়টা স্লাইড এ রত লইয়া ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টে পাঠাইয়াছেন এবং কয়টা কেস নিগেটিভ কতটা পজেটিভ হইল, এবং তাহাদেৰ নাম ও ঠিকানা জানাৰেন কি ?

ANSWER

- ১) হ্যাঁ, একবার সালেমা কলোনি চিকিৎসালয়ে ১৯৬৫, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ ইং সনে স্লাইড পাঠান হয় নাই।

২) উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্তরূপ :—

ক্রমিক নং	হাসপাতাল/চিকিৎসালয়ের নাম	সময়			
		১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
১)	কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল	২৪৩	৩৬৩	৮	১১০
২)	হালাহালি চিকিৎসালয়	৩৩	৮৭	১০৩	২৪২
৩)	সালেমা বাজার (কুলাই হাওর) চিকিৎসালয়	৫৪	৫৩	১২	৬০
৪)	সালেমা কলোনী চিকিৎসালয়	নাই	৪	নাই	নাই
৫)	কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৪৫	৩১৫	৭৮	১১৭
৬)	কুলাই (আমবাসা) চিকিৎসালয়	১১	৩০৩	৩৪০	২০৩

৩) উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্তরূপ :—

ক্রমিক নং	হাসপাতাল/চিকিৎসালয়ের নাম	সময়							
		১৯৬৫		১৯৬৬		১৯৬৭		১৯৬৮	
		পঃ	নিঃ	পঃ	নিঃ	পঃ	নিঃ	পঃ	নিঃ
১)	কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল	৮	২২৬	৩	৩৩০	—	৮	৭	১০০
২)	হালাহালি চিকিৎসালয়	১	৩২	২	৮৫	২	১০১	৩	২৩৯
৩)	কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৪	১৩১	১২	৩০৩	—	৭৮	৩	১১৪
৪)	কুলাই (আমবাসা) চিকিৎসালয়	—	১১	২৩	২৮০	১	৩৩১	—	২০৩
৫)	সালেমা বাজার (কুলাইহাওর)	১	৫৩	—	৫৩	—	১২	—	৬০
৬)	সালেমা কলোনী চিকিৎসালয়	—	—	—	৪	—	—	—	—

(৩ খ) জনস্বার্থের খাতিরে নাম প্রকাশ করা গেল না।

STARRED QUESTION NO. 272

By Shri P. R. Das Gupta. M. L. A.

QUESTION :—

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Development Department be pleased to state—

1. Whether any representation from the people of Brojabinodinipur under Mohanpur Block has been received by Mohanpur B. D. O. for the repairing of Brojabinodinipur Bund under Test Relief in 1967 and 1968.

2. If so, the step taken ?

ANSWER :—

1. Yes,
2. Under examination.

UNSTARRED QUESTION NO. 84

By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Labour Department be pleased to state :—

QUESTION

1. কোন্ কোন্ চা বাগান শ্রমিক ও কর্মচারীদের কোন্ বতৰ পৰ্য্যন্ত বোনাসেৰ সমাক টাকা দিয়াহেঁন ?
2. বাকী টাকা শ্রমিক কর্মচারীৰা বাহাতে পাঠিতে পাবেন তাকার জন্ত সরকার কি ধৰণেৰ চাপ দিয়া থাকেন এবং তাকার ফলাফল কি ?

ANSWER

1. নিম্নোক্ত ১২টি চা বাগান বাতীত সমস্ত চা বাগানই ১৯৬৫ইং সনের বোনাস দিয়াহেঁন :
১) তরেন্দ্রনগর, ২) বিনোদিনী, ৩) চুৰ্গাবাড়ী, ৪) গাবলটলা, ৫) দাবাটীলা, ৬) শোয়াই, ৭) কলাপলপুর, ৮) জগন্নাথপুর, ৯) সৰোজিনী, ১০) বাংকং, ১১) শোভা এবং ১২) সুজীহা চা বাগান।
2. যে সমস্ত চা বাগান বোনাস দেয় নাই, তাকাদের বিৰুদ্ধে মোকদ্দমা দাখিল করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 104

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare department be pleased to state :—

ক) বিগত ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের ৩০শে মে পর্য্যন্ত কত সংখ্যক ট্রাইবেলের জমি নন ট্রাইবেলের আইনী এবং যে আইনী ভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

খ) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে এই ধরনের হস্তান্তরের কোন তথ্য বাখার সরকারী ব্যবহা আছে কি ?

গ) যদি জবাব “না” বাচক (negative) হয় তাহা হইলে ট্রাইবেলের জমি নন ট্রাইবেলের নিকট হস্তান্তরের সঠিক তথ্য রাখার কোন বিশেষ ব্যবস্থা সরকারী পক্ষ থেকে অবিলম্বে করা হইবে কি না ?

ঘ) যে সব ট্রাইবেলের জমি বেআইনীভাবে ননট্রাইবেলের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা ট্রাইবেলদের ফেরত দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

ক) ১৯৬০ ইং সনে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্থার আইন পাশ হওয়ার পর হইতে উক্ত আইনের ১৮৭ নং ধারা অনুসারে কালেক্টার এই পর্যায় ১.১২-টী ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের ভূমি অ-উপজাতীয়দের নিকট হস্তান্তর করার আদেশ দিয়াছেন। তথাকথিত বে-আইনীভাবে উপজাতীদের ভূমি অ-উপজাতীদের নিকট হস্তান্তরের তথ্য সরকারের নিকট নাই।

খ.গ) কালেক্টারের অন্তর্মর্মে হস্তান্তরের তথ্য রাখার ব্যবস্থা আছে।

ঘ) যেহেতু তথ্য কথিত বে-আইনীভাবে উপজাতীদের ভূমি অ-উপজাতীদের নিকট হস্তান্তরের কোন তথ্য সরকারের নিকট নাই, উক্ত প্রকার হস্তান্তরিত ভূমি ট্রাইবেলদিক ফেরত দেওয়ার কোন পরিকল্পনার প্রস্ন উঠে না।

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE
ASSEMBLY—ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS
OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES
ACT, 1963.**

21st August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 21st August, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair. The Chief Minister, four Ministers, the Dy. Minister, Deputy Speaker and twentythree members.

Mr. Speaker : Today in the list of business are the following Starred Questions to be answered by the Minister concerned Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma : -Question No. 845.

Shri U. K. Roy : Hon'ble Speaker, Sir, a point of order. The Subject matter of this question is objectionable. It has been stated in the question that three out of the five members of the Building construction Sub-Committee were not informed of the audit by Shri Krishnadas Bhattacharjee, Education Minister while he was auditing the accounts. I think the language is very unhappy. It could have been edited. When the accounts were audited Shri Krishnadas Bhattacharjee was not Education Minister. Secondly, the matter of not keeping informed of the three members of the Building Construction Sub-Committee of a private school cannot form the subject matter of this question. It is direct violation of rule 34 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. The rule says—"A question must relate to a matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be the eliciting of information or suggesting action on a matter of public importance."

It is also violation of rule 35 sub-rule 21 which say—"It shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Govt. of Tripura".

I would also point out Sub-rule 12 of Rule 35. It says—"It shall not relate today-to-day administration of local bodies or other semi-autonomous bodies." So I want a ruling from the Chair whether this can be admitted.

Mr. Speaker :—Now I am going to the Second Starred question and give my ruling after disposal of second question. Shri Jatindra Kumar Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 873.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 873.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Industry Department be pleased to state.

- (ক) রেশমপল্লু প্রতিপালকগণ হইতে কিংবা সরকার সমিতিতে কোন সংস্থা বা সরকার সংস্থা কর্তৃক রেশমগুটি (কোকন) খরিদ করা হয় কিনা।
- (খ) ভাটা হইলে জিরানিয়া ব্লক এলাকা হইতে রেশমপল্লু প্রতিপালকগণ হইতে ১৯৬০ তঃ সন হইতে ১৯৬৭ তঃ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কত .কি. গু. গুটি (কোকন) খরিদ করা হইয়াছে ?
- (গ) এবং প্রতি কে. জি. এগুটি (কোকন) এর মূল্য কত তাহা দেওয়া হইয়াছে ?
- (ঘ) ঐ মূল্য অত্যাধিকার সরকারি সংগ্রহশুলকের সমান কিনা ?
- (ঙ) মূল্য কম হইলে ইহার কারণ কি ?

ANSWER

- (ক) হ্যাঁ, বিহাঙ্গগঞ্জ আর্দীবাসী তাঁহা শিল্প-সমন্বয় সমিতি লিঃ হইতে।
- (খ) ১৮২ কে. জি. খরিদ করা হইয়াছে।
- (গ) প্রতি কে. জি.র মূল্য ৬.৫০ পয়সা হইতে ৭.৫০ পয়সা তাহা দেওয়া হইয়াছে।
- (ঘ) না।
- (ঙ) মূল্য কম হওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ :—
 - ১। রেশমপল্লু প্রতিপালকদের বাড়ী হইতে রেশমগুটি সংগ্রহের খরচা।
 - ২। বাঁধানো ও পাঠানো খরচা।
 - ৩। উঠানো ও নামানো খরচা।
 - ৪। মাসুল খরচা।
 - ৫। শুকাইয়া ওজন কমা।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পার্বত্য বালি আসামে এই গুটির মূল্য কত প্রতি কে. জি. ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ :—প্রতি কে. জি.র মূল্য ছিল ৮.০০, ৯.০০ এবং ১৯৬৭ সালে হয়েছে ১০.০০ টাকা।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—পার্শ্ববর্তী ষ্টেটে যদি প্রতি কে. জি. ১০ টাকা হয়, আমাদের এখানে যে বেশমণ্ডি উৎপাদকরা কম মূল্য পাচ্ছে তাতে তাদের মধ্যে ভুটি পোকা চাষ সম্পর্কে নৈরাশ্যতা আসছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ কতগুলি ফেসিলিটি তাদের দেওয়া হচ্ছে যেমন সেট ভুটি পোকাকুলি তাদের সেটার লোক কিনে নিয়ে আসা হয়, তাদের কেবল কষ্টে ভিত্তি লাগে না, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই এটো দাম পার্য করা হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—এই ভুটি পোকা সংগ্রহ করার কাজ সরকারের নিজস্ব কোন দপ্তর আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বর্তমানে নেই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ভিতরীয়া এক এলাকায় কতজন বেশমণ্ডি পোকা প্রতিপালক আছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নেটস চাই।

মিঃ স্পীকার :—জ্ঞানশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীমনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েন্টান নম্বর ১২৩।

শ্রীকুমারদাশ ভট্টাচার্য্য :—কোয়েন্টান নম্বর ১২৩ স্তর।

QUESTION

১। বিপ্লবায় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তন সমূহে (সিনিয়র বেসিক স্টেজে কলেজ পর্যন্ত) কতজন বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে ?

২। তন্মধ্যে কতজন ছাত্রছাত্রী পালি শিক্ষার সুযোগ পাউতেছে ?

৩। যাতে সর্বোচ্চ সুযোগ পায় শুকনা বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত শিক্ষায়তন সমূহে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?

ANSWER

১। তালিকা সঙ্গে দেওয়া ৩উল।

২। হয়জন ছাত্র ছুলে পালি পড়িতেছে।

৩। প্রয়োজন অনুসারে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচিত হবে।

১নং প্রাপ্তব উত্তৰ উল্লিখিত ছাত্ৰছাত্ৰীৰ তালিকা

[illegible]

- ১) বেসিক ট্রেনিং ও বি. টি. ট্রেনিং-এর মূল কাজ সরকারের কাছে সমান কি না? ইউ.পি. এস. সি. এর নিকট বেসিক ট্রেনিং ও বি. টি. ট্রেনিং-এর মূল যে সমান সে সম্বন্ধে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দপ্তরে কোন সারসুচীর আছে কি না?
- ২) সরকারতায় ভিত্তিতে ট্রেনিং-এর দুইটি ট্রেনিং এর মূল যে সমান এমন কোন কাজ বা কাজ সরকারের কাছে আছে কি? থাকিলে সারসুচীরটির বহান কি?
- ৩) সরকারতায় ভিত্তিতে বেসিক ট্রেনিং এর ডিপ্লোমা থাকা ত্রিপুরা কইতে দেওয়া হয় সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়-এ বি. টি. ট্রেনিং-এর ফলাভিষেক হয় কিনা? না কইটা থাকিলে তাকার কারণ কি?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ, হিপারার শিক্ষা দপ্তরে এষ্ট ধরনের কোন সারকুলার নাই।
- ২) রাজ্য সরকারের কাছে এমন কোন সারকুলার নাই, যতদূর প্রশ্নটির পরবর্তী অংশ উঠে না।
- ৩) না, কিন্তু কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ টেনিং পাণ্ডু ব্যক্তিগণকে M. Ed. কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোয়েস্টান নম্বর ১৮।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—কোয়েস্টান নম্বর ১৮, সারি।

QUESTION

- 1) How many teachers have so far been trained in the Craft Teachers' Training Institute, Agartala from the beginning of this Institute up-to-date ;
- 2) What are the crafts taught in the Institution .
- 3) What is the duration of training :
- 4) How the trainee-teachers have been selected ?

ANSWER

- 1) 548.
- 2) Metal craft, Wood craft, Book Binding Craft, Tailoring and Embroidary Craft. Weaving Craft and Cane and Bamboo Craft.
- 3) One academic year.
- 4) Teachers are selected by the Education Directorate on the basis of their willingness and on the recommendation of the respective Heads of Institutions.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে যে ক্রাফট ট্রেনিং শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেসে ক্রাফটগুলি যাদের জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি তাদের সেখানেই হচ্ছে কি না বা মেটেল ক্রাফট কোন স্কুলে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—আমি নোটশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—যেখানে কোন স্কুলেই এট মেটেল ট্রেনিং ইন্ট্রোডিউস করা হয় নাই, সেখানে এট ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—অবশ্যেই কাজে লাগান হবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সীকার করবেন কি, গুজু বাজেট অধিবেশনে শিক্ষা বিভাগের বাজেটে যে ক্রীকট ট্রেনিং এর প্রতিশ্রুতি ছিল সেটা উইদর করা হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন কি না ?

শ্রীককদাস ভট্টাচার্য :—প্রয়োজন হলে করা যেতে পারে।

শ্রীপ্রমোদ রতন দাশগুপ্ত :—যে সমস্ত স্কুল প্রাইমারী থেকে জুনিয়র এবং সিনিয়র স্কুলে কনভার্ট করা হয় তার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

শ্রীককদাস ভট্টাচার্য :—এই কোয়েস্টান টার্মিনালাই

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে ট্রেনিং দেওয়া হয় সেটা কতক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যদি সুবিধা না থাকে তাহলে সেই ট্রেনিংগুলি ওয়েস্টেড হচ্ছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—শিক্ষকে উন্নত করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাই সেটা সেটা অপব্যয় নয়।

শ্রীপ্রমোদ রতন দাশগুপ্ত :—কোনটি শিক্ষা দেওয়া হয় প্রাইমারী স্কুল থেকে জুনিয়র এবং সিনিয়র হিসেবে, যে কনভার্ট করা হয়েছে, সেই ক্রীকট শিক্ষা সেইসব স্কুলে দেওয়া হচ্ছে কি না ?

শ্রীককদাস ভট্টাচার্য :—কতকগুলি স্কুলে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ রতন দাশগুপ্ত :—কতকগুলি স্কুলে দেওয়া হচ্ছে এবং কতকগুলি স্কুলে দেওয়া হচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন কি ?

শ্রীককদাস ভট্টাচার্য :—আমি জানি না তাই সম্ভব

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি যে সব ক্রীকট ট্রেনিং টিচার অফিসে তারা জনাবেন টিচারদের সাথে যেসব লোকের আলোচনা হয়, সেসব লোকের কীনা ?

শ্রীককদাস ভট্টাচার্য :—ক্রীকট টিচার এবং সিনিয়র টিচারদের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগে টীকা খোলেই পান

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—জনাবের টিচ বন্দে ট্রিও আপ করার পরে তাদের সেশনাল পে দেওয়া হচ্ছে অথচ স্কুলে তাদের কোন কাজে লাগানো হচ্ছে না, তার কারণটা কি ?

শ্রীককদাস ভট্টাচার্য :—কাজে লাগানো হচ্ছে না এটা ঠিক নয়। কাজে লাগানো হয়েছে এবং হবে। কোঠারী কমিশন যে বিকল্পে করেছেন তাতে ডকুমেন্ট যে ট্রেনিং তাতে বেশী ইম্পোর্টেন্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু নেচার অব কেস কি হবে এটা এখনও ঠিক হয় নি। কিন্তু ক্রীকট এবং নেচারাল কেস থাকবে এটা স্কুলগুলির কমিশনও বলে গেছেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কোঠারী কমিশন ভকেশনাল ক্রাফটকে আর্গি-বায়াস করার জন্য প্রায়রিটি দেওয়ার জন্য রিকমেণ্ড করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— সমানভাবেই করেছেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— আর্গি-বায়াস করার জন্য ক্রাফট টিচাস ট্রেনিং কোর্সে কি বাবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমাদের যে বেসিক ট্রেনিং আছে তাতে ক্রিয়, শিক্ষা সবই আছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কোন কোন স্কুলে আর্গিকালচারাল ট্রেনিং আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমাদের যে বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হয় তাৎমধ্যে আর্গিকালচারাল একটা সাবজেক্ট আছে এটাও আর্ম বুলেট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— স্কুলগুলিতে আর্গিকালচারাল ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রাহকগণের মধ্যে কিসে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— শুধু আর্গিকালচারাল ট্রেনিং গ্রাহকগণের মধ্যে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— তাহলে আর্গিকালচারাল সাবজেক্ট কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— যারা বেসিক ট্রেনিং কোর্সে আর্গিকালচারাল সাবজেক্ট ট্রেনিং নেয় তাহলে একটা প্রসিফিনারী অর্টুডায় দিয়ে দেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— যে সব চাই এটা ট্রেনিং পান তারা গ্রামে আর্গিকালচারাল করে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— কোন কোন চাই করে, সবাই করে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— কোন সাবজেক্টে ট্রেনিং দেওয়ার আগে তারা কোন সাবজেক্টে উৎসাহী এই সম্পর্কে তাহদের মতামত নেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— যথাসম্ভব নেওয়া হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি আমাদের শিক্ষাকে আর্গিবায়াস করার জন্য আর্গিকালচারাল ডিভিউরট থেকে আর্গিকালচারাল ডিগ্রি কোর্স পড়ার জন্য কোন লোককে ট্রেনিং এ পাঠাবার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আর্গিকালচারাল ডিভিউরট থেকে বি, এস, সি, ডিগ্রি নেবার কোন প্রতিশান নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— আফ্রিকালচাৰ ডিবেট্টেৰেট থেকে আফ্রিকালচাৰে
গ্ৰাফুয়েটদেৰ স্পেয়াৰ কৰতে তাৰা ৰাজী নয় এটা কি ঠিক ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচাৰ্য্য :— তাৰেৰ কাৰেৰ চাপ এত বেনী যে তাৰা তা পাৰে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— যদি না পাওয়া যায় তাকলে আফ্রিকালচাৰ কুলে
কিভাবে এই সাবজেক্ট টনটুডিউস কৰা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচাৰ্য্য :— লোক পাণ্ডা না গৈলে সেটা সম্ভব নহয়। তবে পলিটেক-
নিকে একটা প্রতিশ্রুতি আছে এড্ৰেকশনেল কমিশন থেকে নেওয়াৰ। সেটা যদি সম্ভব হয় তবে
কৰা যাবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্থিতি কৰিবেন যে
এড্ৰেকশন ডিপটিমেণ্ট থেকে একে ধৰি আফ্রিকালচাৰ সাবজেক্ট কে নেগলেট্টে কৰা হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচাৰ্য্য :— সেটা যে টেট নেগলেট্টে কৰা হৈছে না।

শ্রীমতী রেণু ক্ৰেবৰ্ণী :— সিংহৰ ত আফ্রিকালচাৰ লেটিনি দেওয়াৰ ব্যবস্থা আছে
কিনা ?

মিঃ স্পীকাৰ :— এটা আলোচনা কে দেখান হবে

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— এৱং ১৯৪৩ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ দিনা ১০৬৬ টি
টিচ বদলৈৰ সংখ্যা ১০৬৬। এৱং ১৯৪৩ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ দিনা ১০৬৬ টিচ বদলৈৰ
সংখ্যা ১০৬৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচাৰ্য্য :— ১৯৪৩ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ দিনা ১০৬৬ টিচ বদলৈৰ
সংখ্যা ১০৬৬। এৱং ১৯৪৩ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ দিনা ১০৬৬ টিচ বদলৈৰ
সংখ্যা ১০৬৬।

শ্রীসুরেশ চন্দ্ৰ চেৰ্ণী :— ১৯৪৩ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ দিনা ১০৬৬ টিচ বদলৈৰ
সংখ্যা ১০৬৬। এৱং ১৯৪৩ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ দিনা ১০৬৬ টিচ বদলৈৰ
সংখ্যা ১০৬৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচাৰ্য্য :— ক্ৰেবৰ্ণীসেৱণ 'বিশ্ব' দিন অনা বিষয়ে ৬ শিকা দেন।

Mr. Speaker : -Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma : -Question No. 159.

Shri Krishnadas Bhattacharjee : Mr. Speaker Sir-Question No. 159.

QUESTION

১। বিপ্লৱী টিফিনে দাবী কৰিলে কতজন গৰাকী নিৰ্ভয় ভৱনে গুলি হৈছে।

২। আগামী টিফিনাৱৰ্তীৰ শিক্ষা বৰ্ষৰ শুক্ৰেৰ অধ্যাপক এৱং যন্ত্ৰপাতি ও পৰীক্ষন
ব্যৱস্থা সম্বন্ধে বাতান হৈছে কি ?

৩। তিপুরা গৰাকী কতজন ছাত্ৰকে ভৰ্তিৰ অযোগ্য দেওয়া হৈছে ?

Answer,

১। কলেজের নিজস্ব ভবনের কাজ শেষ হওয়া মাত্র।

২। অধ্যাপক নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। গত বছরে ১৫ জন "বিপিটার" ছাত্র ও ১৮ জন প্রভিন্স ছাত্রকে প্রথম বার্ষিক ক্রমে ভর্তি করা নিশ্চিত করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 'ক' বলতে পারেন এটি ইন্ডিয়ান কলেজ ভবনটা কবে আরম্ভ হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—গত কিনান্সিয়াল ইয়ারে আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কবে পর্বত শেষ হবে বলতে পারেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যদি সম্ভব সম্ভব শেষ হবে। তবে আগামী সীজনে হয়ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 211.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 211,

QUESTION

১। বিলনীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৭-৬৮ সালে কতজন বালিকা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল এবং কতজন পাশ করিয়াছে?

ANSWER

১। বিলনীয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হতে ১৯৬৭-৬৮ সালে ১৫জন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয় এবং তন্মধ্যে ১৭জন পাশ করিয়াছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এত কম সংখ্যক ছাত্র পাশ করার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা ছিল এই স্কুলের শেষ স্কুল ফাইনাল। কারণ এটাকে ছাত্রের সেকেণ্ডারীতে কনভার্ট করা হচ্ছে। কাজেই সমস্ত ছাত্রকেই টেস্টে এলাও করা হয়, সেইজন্যই এই অবস্থা হয়েছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কতজন ছাত্র টেস্টে এলাও হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—১৫ জন।

শ্রীসেবেন্ত কিশোর চৌধুরী :—যদি টেস্টে এলাও হবে তাদের সবাইকে পাশ করানোর দায়িত্ব কি আমাদের নাই?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কাসি টেনে চার ছিল ১৫ জন, টেস্ট দিয়েছে ১৫ জন, কার্ডন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে ১৫ জন, পাশ করেছে ১৭ জন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা যখন সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করি যাতে নাকি সকল ছাত্রই পাশ করতে পারে, তা কি সত্য নহে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তাহলে তা কেউ ফেল করতে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কেল করার কারণগুলি কি আমরা বুঝে দেখছি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরীক্ষা দিলে কেউ ফার্স্ট ডিভিশনে, কেউ সেকেন্ড ডিভিশনে আর কেউ থার্ড ডিভিশনে পাশ করে। আবার কেউ কেউ ফেলও করে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—সব বিদ্যালয়েইতো আর এত কম চারে পাশ করে না। অল্পগুলে এর চেয়ে বেশি চারে পাশ করে।

শ্রীমতী রেণু চন্দ্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেখানে ট্রেণ্ড টিচারের কোন অভাব আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 226.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 226.

QUESTION

1. Is there any contemplation of the Government for upgradation of Sunaimari and Pechardhar J. B. Schools of Kailashahar Sub-Division ?

ANSWER

1. No.

শ্রীমমোরজেন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সোনাইমুড়ি এবং পেচাধর জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে সিনিয়র বেসিক স্কুল করার জন্য কৈলাশহরের স্কুল ইমপেটর কোন রিকম্যাণ্ডেশন করেছেন কিনা ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Yes, a proposal has been received for upgrading of Sunaimuri and Pechardhar J. B. Schools of Kailashahar Sub-Division.

শ্রীমমোরজেন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর কি ডিসিশন নিয়েছেন ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—১৯৬৮-৬৯ সালে ১০টি জুনিয়র বেসিক স্কুলকে আপগ্রেড করা হবে বলে সমস্ত স্কুল ইন্সপেক্টার থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে, এই সমস্ত রিপোর্ট পেলে পরে according to priority and according to quota এ্যাকশন নেওয়া হবে।

শ্রীমদেৱজ্ঞান নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই দশটি স্কুলের মধ্যে এই দুইটি স্কুল পড়ে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই দুইটি স্কুল পড়ে কিনা বলতে পারি না, তবে সমস্ত প্রপোজালগুলি বিবেচনা করে ঠিক করা হবে কোন দশটি স্কুলকে আপগ্রেড করা হবে।

শ্রীমদেৱজ্ঞান নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্ কবে এই রিপোর্ট দিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিস চাই প্রবে।

শ্রীমদেৱজ্ঞান নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে অনান স্কুল ইন্সপেক্টারদের রিপোর্ট এখনও এসে পৌঁছায় নাই। সেই জায়গায় কৈলাসচরের স্কুল ইন্সপেক্টারের রিপোর্ট কি প্রকৃতিয়বিধি পাওয়ার উপযুক্ত মনে করেন না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এখনও সেই রিপোর্ট বিবেচনা করা হয় নাই।

শ্রীমদেৱজ্ঞান নাথ :—অনান স্কুল ইন্সপেক্টার জানাবেন কি কোন কোন স্টেজের জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুল করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কতগুলি কণ্ডিশন আছে, সেই কণ্ডিশনগুলি ফুলফিল করে কিনা সেইগুলি লেপে সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমদেৱজ্ঞান নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই কণ্ডিশনগুলি বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—A habitation or a group of habitations closely clustered constituting one population centre with population of 1000 in plain area and 700 in hilly and/or inaccessible area having no middle school within three K. M. may be given one Middle stage school. Output of the terminal classes of feeder primary sections should be at least 20 for plain area and 15 for hilly and/or inaccessible area. A maximum of 240 students in urban area and 120 in rural area should be enrolled in classes VI to VIII of a middle stage school. When the above limit is exceeded starting of an additional School in the same area may be considered.

শ্রীমদেৱজ্ঞান নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কণ্ডিশনগুলি ফুলফিল করার জগৎ মেনেজিং কমিটিকে জানান হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, জানান হয়েছে।

মিঃ শীকার :—শ্রীমদেৱজ্ঞান নাথ মহোদয়।

ঔষধি কৃষক বানার্জী :—কোয়েন্টান নম্বর ২৩১।

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—কোয়েন্টান নম্বর ২৩১ তার।

Question

- 1) Whether there is any Girls' Boarding house attached to M. B. B. College ;
- 2) If not, the reason thereof ?

Answer

1) No.

2) Not considered necessary.

ঔষধি কৃষক বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পূর্বে এম. বি. বি. কলেজের গার্লস স্টুডেন্টদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল কি না ?

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—গার্লস স্টুডেন্টদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না, উইমেন কলেজের যে কোটেল আছে তাতে এম. বি. বি. কলেজের গার্লস স্টুডেন্টদের রাখা হয়।

ঔষধি কৃষক বানার্জী :—উইমেন কলেজ ওয়ার্ড পূর্বে দু'বছরী অফিসের গার্লস স্টুডেন্টদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল কি না ?

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই সাহেব।

ঔষধি কৃষক কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য নচেৎ যে এম. বি. বি. কলেজের বয়েজ কোটেল যেটা আছে, সেটা গার্লস স্টুডেন্টদের জন্য তৈরী করা হয়েছিল ?

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই সাহেব।

ঔষধি কৃষক বানার্জী :—উইমেন কলেজের বয়েজ এম. বি. বি. কলেজের স্টুডেন্টদের স্থান দেওয়ার ব্যবস্থাপকতা আছে কি না উক্ত কলেজের বোর্ডঃ সূপারভটেন্টেটের ?

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—ব্যবস্থাপকতা নেই, তবে 'মিউচুয়াল এডভান্সমেন্ট এ নেওয়া হয়।

ঔষধি কৃষক রেঙ্গু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উইমেন কলেজে যে সীট আছে সেটা চাকিদার গুলনায় পর্যাপ্ত কি না ?

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—প্রয়োজন অনুযায়ী কোন কোটলেই পর্যাপ্ত সীট নেই।

ঔষধি কৃষক রেঙ্গু চক্রবর্তী :—তাহলে সীট বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—উইমেন কলেজ কোটেলের নতুন বিল্ডিং তৈরী করবার পরিকল্পনা আছে, সেটার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

ঔষধি কৃষক রেঙ্গু চক্রবর্তী :—সেখানে কত ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

ঔষধি কৃষক ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই সাহেব।

অবিনয় কৃষ্ণ বানার্জী :—শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে দূরবর্তী ছাত্র ছাত্রী বাতে কলেজ বোর্ডিং এ থাকিয়া লেখা পড়া করার সুযোগ সুবিধা পায়, সেদিকে সরকারের লক্ষ্য আছে কি না ?

শ্রীচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থের উপর। ঠিক আছে কিয়ত সন্ততি নেই।

M. Speaker :—I am now giving my ruling on the point raised by Shri U. K. Roy, M. L. A.

I have admitted the question keeping in view all the Rules required for admissibility of the question. The school may be a private one but Government can not wash its responsibility so far the matter of payment of grant is there. Besides, recurring grants, Govt. pays non-recurring grants also to such school for construction and other purposes. And as such, Government should not shake off its responsibility to see the public money are properly utilised for the purpose they are granted. In the matter of administration of those schools, Government approves the appointment of teachers etc. and so also there lies responsibility of the Government.

Regarding point of order of the Hon'ble Member concerning rule 35(12), I must observe that the above finding will stand. Further to add to this I must say, had Hon'ble Member referred to the last portion of rule 35(12) he could not have raised such point of order. Regarding editing of the question as pointed out by the Hon'ble Member, I must say that I have felt no necessity of such editing in view of the fact the name of Shri Krishnadas Bhattacharjee has appeared there as capacity of Education Minister and not in his personal capacity.

Above all the questions involve public interest.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 845.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 845 Sir.

প্রশ্ন

- ১। ইশানচন্দ্রনগর হাউসার সেক্রেটারী স্থল ও নিবাসনের জন্য স্থল কমিটি স্থানীয় জেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি Building Construction Sub-Committee গঠন করেছিল কি না ?
- ২। যদি করা হয়ে থাকে সেই ব্যক্তিদের নাম ?
- ৩। ইহা কিস্তি যে সেই জেন সাব-কমিটির তিনজন সদস্যদের অজ্ঞাত রেখে Education Minister শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য Audit কার্য সমাধা করেছেন ?

৪। যদি audit কাৰ্য্য সমাধা কৰে থাকে, স্থল কমিটি ও স্থানীয় জনসাধাৰণ এবং Building Construction Sub-Committeeৰ অপূৰণ জনজন সদস্যদের গৃহ তৈরীৰ হিসাব জানাতে কি বাধা আছে ?

উত্তৰ

১। না।

২। (ক) শ্ৰীবত্ন চন্দ্ৰ সিংহ।

(খ) ,, মুরারী মোহন বসু।

(গ) ,, স্বৰূপ দাস মোহন্ত।

(ঘ) ,, উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ চৌধুৰী।

(ঙ) ,, যোগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ চৌধুৰী।

৩। না।

৪। স্থল স্যামেটি কমিটি ও Building Construction Sub-Committeeকে জানাতে বাধা নাই। জনসাধাৰণের অতিৰিক্ত পিপেটি দেখা দিলে তেওঁৰ কোন নিয়ম বা নিৰ্দেশ নাই।

শ্ৰীঅঘোৰ দেববৰ্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পাবেন, এই স্থল কমিটি বৰেন্দ্ৰাক্ষান বৰদ মোট কত টাকা সৰকাৰৰ পেকে সাংগঠন কৰা হৈছে?

শ্ৰীককদাস ভট্টাচাৰ্য্য :—আমি নোৱাৰি চাই সঁচা।

শ্ৰীঅঘোৰ দেববৰ্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পাবেন, বৰেন্দ্ৰাক্ষান বৰদ মোট সৰকাৰে, স্থল কমিটি নৈয়মকৈয়ে প্ৰকাশ্য লুকাঢ়ি, অতিৰিক্ত পোতা অচলৈ জনৰ অভিযোগ এই শিৰোনামত প্ৰকাশ কৰিছিল যে, ইতি অতিৰিক্ত স্থানীক ককদাস ভট্টাচাৰ্য্য, হিপুৱাৰ লিকা মথী স্বয়ং নিষ্পন্ন কৰিছাছেন। যদি উনি না কৰে থাকে, তাতলে তিনি কোন প্ৰতিবাদ কৰিছাছেন কি না?

শ্ৰীককদাস ভট্টাচাৰ্য্য :—সৰকিত্তবই প্ৰতিবাদ কৰিতে হলে, এমন কোন কথা

শ্ৰীঅঘোৰ দেববৰ্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পাবেন, এই অতিৰিক্ত পিপেটৰ মথো কত টাকা বৰচ দেখা হৈছে?

শ্ৰীককদাস ভট্টাচাৰ্য্য :—আমি নোৱাৰি চাই সঁচা।

মিঃ শ্ৰীকায় :—শ্ৰীএবসাদ আলী চৌধুৰী।

শ্ৰী এবসাদ আলী চৌধুৰী :—কোয়েন্ডান নাথান ২৪০।

শ্ৰীএলীয়া আলী মিঞা :—কোয়েন্ডান নাথান ২৪০ সঁচা।

QUESTION

Whether the scale of pay for the post of Assistant Tribal Welfare Officer, Tripura has been revised? If not whether the Hon'ble Minister will take immediate steps to revise the same?

ANSWER

Scale of pay of the post of Assistant Tribal Welfare Officer has not yet been revised. However, a proposal in this regard is now under consideration of the Government.

শ্রী অরুণ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার তাদের বিভাগভিত্তিক স্কেল পায় না সেই সেক্ষেত্রে তাদের টি. এ. বা ডি. এ. ঠিকমত পক্ষে না এবং এতে কাজের ক্ষতি হচ্ছে কি না?

শ্রী শীতলাল সিংহ :—ঠিকমত দিলে ঠিকমতই পাবেন, পে অফিসারেরই পাবে। পাটিকুলার যদি কোন কেস বলেন তাহলে দেখব।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন তারিখে প্রপোজালটা ইন্ট্রিসিয়েট করা হয়েছে?

শ্রী শীতলাল সিংহ :—তারিখ দেওয়া এখন সম্ভব নয়। শুধু আর্ম নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Question No. 256.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 256.

QUESTION

১। আগরতলা শহরে একাধিকক্ষেত্রে তিন বৎসরের অধিককাল নিযুক্ত আছেন একপাশ শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা কত?

২। মফঃস্বলে তিন বৎসর অথবা তাতারও অধিক সময় যাবৎ কাজ করিতেছেন অথচ বদলির ডাক দাবী করা করিয়াও কোন প্রতিকার পাইতেছেন না একপাশ শিক্ষকের সংখ্যা কত?

৩। আগরতলা শহরে ছাত্র ও শিক্ষকের অস্থপাত কি? মফঃস্বলের স্থলগুলিতে কি একইভাবে শিক্ষক আছেন? শিক্ষার ক্ষতি কি মফঃস্বলে ও শহরের উন্নতিশিথিল।

৪। ইহা কি সত্য যে মফঃস্বলের শিক্ষকগণ জায়া কারণে ডেপুটি ডাইরেক্টরের সংগে দেখা করিতে আসিলে উনাদের সঙ্গে দুর্জীবহার করা হয়?

ANSWER

1. }
2. } Materials are under collection.
3. }
4. }

Mr. Speaker :—Shri Monomohan Deb Barma.

Shri Monomohan Deb Barma :—Question No. 291.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 291.

QUESTION

REPLY

- ১। দৈনিক “গণ অভিযান” পত্রিকার
৮টি আগষ্ট ১৯৬৮ইং তারিখের
সংখ্যার কথচাচীদেব বেহনের চার
সম্পর্কে যুগ্ম প্রশাসকের আগায়
মজুরী কমতা হ্রাস নীতিক সংবাদটি
সত্য কি না ?

৩। ঠিকই।

- ২। সত্য হইয়া থাকিলে উক্ত হ্রাসের
কারণ কি ?

কারণ জানি না।

- ৩। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের
স্বীকৃত নিন্দার সরকারের দৃষ্টান্ত
কোন চিঠিপত্র আদান প্রদান
হইয়াছে কি ?

শ্রীমোনোমোহন দেববার্মা : এই কমতা হ্রাসের ফলে কথচাচীদেব কোন অভিযা
হইয়াছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য : এই কমতা হ্রাসের ফলে পশ্চিমবঙ্গে যখন কোন ডি. এ. পেস
উত্থাপিত হইবে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে এডোকে পিঠার কমতা হ্রাস কমিশন দ্বারা
সত্য মিথ্যাতা বোঝাব করতে হইবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—যেখানে কথচাচীদেব কমতা হ্রাস তাহলে কি
মাননীয় মন্ত্রী যত্নসহকারে এই কমতা হ্রাস পূরণ হইল।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পূর্বে চীন কমিশনারের কমতা হ্রাস পশ্চিমবঙ্গে যদি
কোন ফেল বাকি করা হয় বা কোন ডি. এ. পেস করা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কমিশনার
দ্বারা এডোকে পিঠার পারবে না। তার জন্য মিথ্যাতা কোন বোঝাব করতে হইবে।
বর্তমানে এই ভাড়াটী কোন কিছু হইলে নষ্ট থেকে উদ্ধার আদতে হইবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—তাহলে এই কমতা হ্রাসে পান দেশের দ্বাৰে
এবং কথচাচীদেব দ্বাৰে বাকী সেক্ষেত্র কি সরকার দ্বারা সঙ্গে বোঝাব করতে হইবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য : এই ভাড়াটী পাওয়া গেছে মাত্র কিছুদিন পূর্বে, এখন পর্যন্ত
কোন কিছু করা হয়নি।

শ্রীমতেশ্বর রায়া :—এই কমতা হ্রাসের ফলে কর্মচারীদের হয়বানি হতে হবে বলে সরকার মনে করেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—না, কারণ আগে স্যাংশান আসতো চীফ কমিশনারের কাছ থেকে, এখন স্যাংশানটা আসবে দিল্লী থেকে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 171.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 171.

Question

Answer

- | | |
|--|--|
| ১) ইহা কি সত্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বোর্ডের বিধান এবং এরূপ শিক্ষা অধিকর্তার ৩০/১২/৬৬ইং তারিখের ঘোষিত সাকুলার মতে উলানচন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় রায়ের বয়স ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে হওয়াতে তিনি আর প্রধান শিক্ষক থাকতে পারেন না অথচ বোর্ডের বিধান ও শিক্ষা অধিকর্তার সাকুলার উপেক্ষা করিয়া তাকে উক্ত পদে বহাল রাখা হয়গাছে ? | ১) না। |
| ২) যদি সত্য হইয়া থাকে কার্ণপড়াল এবং প্রধান শিক্ষক শ্রীরায়ের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটি কিম্বা জনসাধারণের অনা কোন অভিযোগ আছে কিনা ? | ২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের প্রথমংশ উঠে না। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটির কোন অভিযোগ নাই তবে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ও অভিযোগ আছে। |
| ৩) অভিযোগগুলি কি এবং শিক্ষা কতপক্ষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে ? | ৩) বিদ্যালয় পরিচালন সংক্রান্ত প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টিব্যাতিষ্ঠাল পরীক্ষা করিয়া দেখা হবে। |

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই স্কুলের গোলমাল কতদিন পর্যন্ত চলছে বা টুাইক কতদিন পর্যন্ত কনটিনিউ করছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—প্রায় তিন মাসের অধিক।

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ৩০/১২/৬৬ইং তারিখে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত সাকুলারটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—নোটশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে বর্তমানেও শ্রীচৈতন্য বিহার দ্বারা ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক আছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন শিক্ষা বিভাগের যে সার্কুলার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে নিয়মকানুন আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তিনি কেডমাস্টার আছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নিয়মকানুনে না থাকিলে তিনি থাকবেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে তিনি কি গ্রাজুয়েট না এম. এ. বি. টি. অর্থাৎ কেডমাস্টার হতে হলে যে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন পূর্য্য দরকার এই ভদ্রলোকের সেই সমস্ত কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— কেডমাস্টারের কোয়ালিফিকেশন আছে বলতে তিনি কেডমাস্টার আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— তিনি কোন তারিখে বি. এ. পাশ করেছেন জানেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— না টি. চাট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— স্কুল কংসার্কের কাজ পক্ষে কীভাবেই হউক রায়ের নিকট সার্টিফিকেট চাওয়া হয়েছে কিনা এটা সম্পর্কে :

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নিম্নবর্ণিত চাওয়া হয়েছে, তা না হলে তিনি থাকতে পারতেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— তা হলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন তিনি সার্টিফিকেট প্রিডটস করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— নিয়মাক্রম্যে করা উচিত হবে করেছেন কিনা জানতে হলে আমি না টি. চাট।

মিঃ সীকার :— রাজকুমার কমলজিত সিংহ।

Sri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 199.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 199 Sir.

QUESTION.

ANSWER.

1. Is there any plan to introduce 'Agriculture Stream' at Higher Secondary/High Schools ;
2. if so, how many Higher Secondary/High Schools the plan has been taken ;
3. if so, how many schools the plan have been able to implement the plan ;
4. if not, the reason thereof ?

No.

Does not arise.

Does not arise.

Does not arise.

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বগাফা স্কুল, বিজ্রামগঞ্জ এবং নবগ্রাম হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে এই এগ্রিকালচারেল ট্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল কি না ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— At present agricultural stream is being run in the following schools :—

- 1) Bagafa Ashram School.
- 2) Navagram Higher Secondary School.
- 3) Bismarganj Higher Secondary School.

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা থাকার করবেন কি যে এগ্রি এডভান্সমেন্ট পাওয়া যায় নাই বলে স্টেইন্ডার্স কাৰ্ভে প্রণয়িত হয় নাই ?

শ্রী ককনাস ভট্টাচার্য :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, একজন বি, এস, সি, পাশ করা যুবক নবগ্রাম স্কুলে বর্তমানে ভ্যেন করছে ?

শ্রী ককনাস ভট্টাচার্য :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— অভিযাম দেববর্মা।

শ্রী অভিযাম দেববর্মা :— কোয়েশচান নম্বর ১৬০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশচান নম্বর ১৬০ স্যার।

প্রশ্ন

- ১) প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত 'এগ্রি' পত্রিকায় প্রকাশিত সরকারী এডভান্সমেন্ট স্কেমের রেইট কত.
- ২) এই এডভান্সমেন্ট লব্ধ অর্থ কিভাবে প্রদত্ত হয়.
- ৩) এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর ১৯৬৮ পর্যন্ত এডভান্সমেন্ট স্কেমের ব্যবদ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হইতে কত টাকা পাঠিয়াছে ?

উত্তর

- ১) এডভান্সমেন্ট এর রেইট এখনো ধার্য্য করা হয় নাই।
- ২) এখনও কোন অর্থ সংগ্রহ করা হয় নাই।
- ৩) কোন প্রস্তুতি উঠেনা।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এত রেইট কবে পর্য্যন্ত চালু করা হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এখনও কোন অর্থ সংগ্রহ করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমিনোরজন নাথ।

শ্রী মিনোরজন নাথ :— কোয়েশচান নম্বর ২১২।

শ্রী ককনাস ভট্টাচার্য :— কোয়েশচান নম্বর ২১২ স্যার।

QUESTIONS & ANSWERS

QUESTION

- 1) For how long did Janata College, Ramnagar under Dharmanag Sub-Division cease to work ?
- 2) is there any contemplation for the resumption of the work of t College in near future ?

ANSWER

1. From 4. 7. 1965

2. No.

শ্রীমদোরঙ্গন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রামনগর জনতা কলেজ কখনো পাবলিক ওয়ার্ডসে ভাষগী দান করেছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার ।

শ্রীমদোরঙ্গন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, পাবলিক ডোনে ল্যান্ড এবং সরকারের একইজিলাও ল্যান্ড মিলে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি পেয়ে আছে এবং গভর্ণমেন্ট প্রস্তুতকৃত বিল্ডিং ইত্যাদি মিলে বহু টাকার সম্পত্তি সেখানে কতওয়ায় পড়ে আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কাজ হচ্ছে না তা নয়, কিছু কিছু কাজ হচ্ছে ।

শ্রীমদোরঙ্গন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে কি কাজ হচ্ছে

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—Short Course training for Graduate Teachers previously received Jr. Course basic training, was conducted in the C premises from 9. 1. 67 to 9. 4. 67.

শ্রীমদোরঙ্গন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিম্নের ফিউচারে কোন ট্রেড জনতা কলেজের কাজ কওয়ায় সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যে কোন একটা কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে

শ্রীমদোরঙ্গন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিকল্পনাটা জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা কান্টিনাল কিছুই হয় নাই, কাজেই এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা আছে ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে জনতা স্থাপন করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য কাজে না লাগানোর কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—উদ্দেশ্যের কাজ পূর্বে হয়েছে ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—উদ্দেশ্যের কাজের জন্য কি কোন টাইম ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—১৯৬৫ সালে জনতা কলেজের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে এই কলেজের উদ্দেশ্য কি ১৯৬৫ পর্যন্ত ছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—উদ্দেশ্য একধকম থাকে না, উদ্দেশ্য পরিবর্তন হতে পারে। সেই অহুসারে কাজ করা হচ্ছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সালের বাজেটে জনতা কলেজের ট্রেনিং এবং স্টাইপেন্ড ইত্যাদির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল সেটা বিফাও করা হবে, একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েকান নাম্বার ২৪৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েকান নাম্বার ২৪৪ স্যার।

প্রশ্ন

বিষয় ২৫/৭/৬৭ ইং তারিখে উদয়পুর জিলায় বিক্রম চাণ্ডার সেনেগুর্বা স্কুলের বোর্ডিং-এর কিছুসংখ্যক ছাত্রদের কিছু আশবাবশত কোন এক গুপ্তগোপনের ফলে নষ্ট হওয়া সিদ্ধান্তিত কিনা ?
২) বোর্ডিং-এর ছাত্রদের ক্ষতি কত পরিমাণ ? ৩) এই ক্ষতি পূরণ করা হওয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। প্রধান শিক্ষকের রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ টাঃ ১২৬৪০০ পঃ।

৩। না

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সেই বোর্ডিং-এর অবিকাল ছিল সেই সিদ্ধান্ত কাট এবং সিদ্ধান্ত ট্রান্সফার হাত, তাদের এই ক্ষতিপূরণ করে পর্যাপ্ত তারা পেতে পারে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মীমাংসা হওয়ার পর এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতীঅরুণা মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে গুপ্তগোপন কি কারণে হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সুটবল মাঠে খেলা নিয়ে।

শ্রীমতীঅরুণা মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ইনস্টিটিউশনের ছাত্ররা গুপ্তগোপন করেছিল না বাইরের অন্য স্কুলের ছাত্ররা এসে গুপ্তগোপন করেছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আপোশ মীমাংসার পর এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কি কতিপানে এই আপোশ মীমাংসা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মি: স্পীকার :—শ্রীদেবেন কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন কিশোর চৌধুরী :—কোয়েন্টান নাম্বার ২৫৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েন্টান নাম্বার ২৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

- ১। স্কুল ফাইনাল ও ভাষার সেক্রেটারী পরীক্ষায় ত্রিপুরা হইতে এই বৎসর মোট কতজন কৃতকার্য্য হইয়াছেন?
- ২। বিভিন্ন কলেজে কতজন ফাস্ট ইয়ার ও প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাশে ভর্তি হইয়াছেন? দরখাস্ত করিয়াছেন?
- ৩। সবাই কি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন? যদি সকলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পাইয়া থাকেন তবে সরকার ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি?

উত্তর

1. }
2. } Materials are under collection.
3. }

মি: স্পীকার :—শ্রীঅম্বোর দেববর্মা।

শ্রীঅম্বোর দেববর্মা :—কোয়েন্টান নাম্বার ২০৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েন্টান নাম্বার ২০৬ স্যার।

প্রশ্ন

উত্তর

- ১। গত আর্থিক বৎসর ১৯৬৭ইং প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য মোট কত জনকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল?
- ২। বাঙালি ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের মধ্যে মোট কতজনকে অফার অব য়াপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে?
- ৩। বাঙালি ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের মধ্যে তপনীল সন্দ্বাদ-ভক্ত ও উপজাতীয় প্রার্থীর মোট সংখ্যা কত এক তাদের মোট প্রার্থীর মধ্যে কতজনকে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয়েছে।

৩,৮৬১ জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল।

৫৭১ জনকে অফার অব য়াপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

মোট ২৫২ জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হইয়াছিল এবং ১১২ জনকে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী অম্বোদেববর্ম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সিড্যাল কাট এবং সিড্যাল ট্রাইবসদের চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন পারসেন্টেজ নির্ধারিত আছে কিনা ?

শ্রী ককদাস ভট্টাচার্য :—আছে।

শ্রী অম্বোদেববর্ম :—যদি নির্ধারিত থাকে তাহলে সিড্যাল কাট কত এবং সিড্যাল ট্রাইবস কত ?

শ্রী ককদাস ভট্টাচার্য :—সিড্যাল কাট সাড়ে সাত পারসেন্ট এবং সিড্যাল ট্রাইবস পাঁচ পারসেন্ট।

শ্রী অম্বোদেববর্ম :—সিড্যাল কাট এবং সিড্যাল ট্রাইবসদের মধ্যে যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যে কোন কাটাগরীতে কতজন এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ?

শ্রী ককদাস ভট্টাচার্য :—প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য ৩৮৬১ জন প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং তন্মধ্যে ৫৭৯ জনকে অফার অব এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। যাদের অফার অব এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে ৮৮ জন তৎক্ষণাত উপস্থিতি এবং ৮৪ জন তৎক্ষণাত প্রার্থী আছেন।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কতজন মহিলা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী ককদাস ভট্টাচার্য :—বহু।

শ্রী নরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এট এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যালান্স ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি সম্পর্কে কোন কনসিডার করা হয় কি না ?

শ্রী ককদাস ভট্টাচার্য :—ব্যাকওয়ার্ড বলে কিছুই নাই, সিড্যাল কাট সিড্যাল আছে, ব্যাকওয়ার্ড বলতে ইকনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড যারা তাদেরই বুঝায়।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মেয়েদের জন্য স্পেশাল কোন কনসিডারেশন আছে কি ?

শ্রী ককদাস ভট্টাচার্য :—মেয়েদের জন্য কোন স্পেশাল কোটা নেই গভর্ণমেন্টের।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are 11 Un-
Questions today.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Mr. Speaker, Sir, আমার একটা
টার্ড প্রশ্ন ছিল ১৬ নম্বর। এটি প্রশ্নে একটা ওয়ার্ড এখানে উঠে নাই। এই ওয়ার্ডটা
প্রশ্নটার উদ্দেশ্যটা বুঝা যায় না।

I have received a question of breach of privilege committed by the District Magistrate & Collector, Tripura raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on 19.8.68.

My observation on the point is as follows :—

Shri Deb Barma has raised two points which according to him involve breach of privileges of the M. L. A.s. Intimation regarding transfer of Shri Bidya Ch. Deb Barma M. L. A., to Bhagalpur Central Jail, has been intimated to the M. L. A. s. on 11th June, 1968 though he was actually transferred on the 16th April, 1968 by the Order of the Administrator. His contention is that the delay in communicating the transfer from one jail to another is a breach of privilege of the M. L. A. Shri Deb Barma further contends that transfer of Shri Bidya Ch. Deb Barma from Agartala Central Jail to Presidency Jail was not at all communicated to the M. L. A.s which involves breach of privilege of the M. L. A.s. Regarding points mentioned above, this may be stated that Shri Bidya Ch. Deb Barma was actually transferred to Bhagalpur Central Jail on the 16th April, 1968 but intimation of which was communicated on the 5th June, 1968 after the lapse of 50 days. In this connection page 595 of the Basu's Commentary of Article 105 (iii) of the Constitution of India may be referred to which interprets that the intimation as required under rule 299 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha (corresponding to Rule 157 of our Rules of Procedure) must be made immediately. The Communication should, therefore, be made at the earliest opportunity after the fact of arrest or conviction and in case of delay it would be for the Committee of Privileges of the House to determine whether undue delay has been caused or whether the explanation of the delay is satisfactory.

With regard to point (2) of the question raised, it has been contended that no intimation has been furnished to the Speaker for transmission to the M. L. A.s. It is to consider if such non-intimation of place of detention and time to time transfer from one place to another constitute breach of privilege. For all these purposes stated above, I under rule 154 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly refer the question of Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. to the Committee on Privileges for examination, investigation or report and acquaint the House thereof.

Next item in the List of Business is the Laying on the Table of the House The Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

Now I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister, to lay before the House The Tripura Legislative Assembly (Members Hostel) Rules, 1967.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table “The Tripura Legislative Assembly (Members’ Hostel) Rules, 1967.

(Rules were Laid on the Table)

Mr. Speaker :—Hon’ble Members may have their copies from the Library of the Assembly Secretariat.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members’ Resolution. I would call on Shri Radhika Ranjan Gupta to move his Resolution that “this House requests the Govt. to make necessary arrangement for starting of Lotteries under the Govt. management in the line prevalent in other states.”

Shri Radhika Ranjan Gupta :—Mr. Speaker, Sir I beg to move that — this House requests the Govt. to make necessary arrangement for starting of Lotteries under the Govt. management in the line prevalent in other states.

আমাদের ত্রিপুরাতে রাজ্যের দিনেও লটারী ছিল, তার পরেও ছিল। কিছু লোক যারা লটারীর টিকেট কিনেন, আজকে ত্রিপুরাতে কোন লটারী না থাকায় তাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে রাজ্যের রাজস্ব টাকা বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে এবং এর ফলে আমাদের আর্থিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ত্রিপুরায় যখন লটারী ছিল তখন তার কিছুটা সুশাসনও ছিল এবং সেই লটারীকে উপলক্ষ করে কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও ছিল। এর থেকে প্রাপ্ত একটা অংশ একটা বেনেভোলেট পরপাসে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে দেশের জন্য ব্যয় করা যায়। আজকে আগরতলায় যুবক শ্রেণীর যারা পেলাধুলা ভালবাসে তাদের জন্য একটা স্টেডিয়াম নেই, কাজেই একটা লটারী যদি এখানে সরকারী ম্যানেজমেন্টে স্থাপন করা যায় তাহলে এর থেকে যে টাকা আসবে তা থেকে একটা স্টেডিয়াম করা যেতে পারে, শিশুদের জন্য উদ্যান করা যেতে পারে। কারণ আগরতলা সহরে আমরা আজকে দেখছি খোলামেলা জায়গার যথেষ্ট অভাব যার ফলে সমাজে আজকে নানারকম সামাজিক কলঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এর থেকে যে টাকাটা আমরা পাব সেটা এই কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিছুদিন আগেও ভারত সরকারের প্রাইজ বণ্ড পরিকল্পনা ছিল এবং আমরা দেখছি অনেকে প্রাইজ বণ্ড কিনেছেন, টাকা পেয়েছেন এবং এর মাধ্যমে সরকারের কিছুটা আয়ও হয়েছে। আমার মনে হয় এই প্রাইজ বণ্ডের পরিকল্পনা এসেছিল তখন, যখন আমাদের গ্র্যানেটর টাকার নিত্যন্ত অভাব হয়েছিল। কাজেই আমার মনে হয় আজকে ত্রিপুরাতে এই জাতীয় একটা লটারী যদি সরকার থেকে করা হয় তাহলে সরকারের হাতে কিছুটা টাকা আসবে এবং তার ফলে কিছুটা উন্নয়নমূলক কাজ আঁচনা করতে পারব। আমরা জানি বিভিন্ন ষ্টেটে আজকে সরকারের তত্ত্বাবধানে লটারী চলছে। উড়িষ্যা, বিহার, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে সরকারী পরিচালনার লটারী চলছে। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি যাতে ত্রিপুরাতেও

সরকারী তহাবদানে একটা লটারী গোলা যায় সেটা ভেদে দেখতে এবং আশা করি
চাউস আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মেম্বর
শ্রীরাধিকা রঞ্জন ভট্ট মনোশ্রয় যে প্রস্তাব এখানে বর্ণিত, তা সমর্থন করতে গিয়ে আমি
এই কথাটি বলতে চাই যে আজকে শুধু পাঁচটা টাকা এই লটারী বন্দে নিপুণ
থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। যখন আমার দেশে এটাকে রাখবার ব্যবস্থা হয় তখন তাই
মাধ্যমে আমরা দেশে ছোট ছোট কটোজ ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারি। আমাদের হ্রিপুরা
বাজারে আর কোন দিক থেকেই ভাল নয়। আমাদের সব সময় কোম্পানির মুখাপেক্ষি হয়ে
থাকতে হয়, কাজেই আমাদের আর বাড়ান প্রয়োজন। আমাদের নতুনদের ভিনিস আছে।
যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে কেউ থেকে টাকা পাওয়া যায় না,
সেই সমস্ত কাজ ভাল করতে গেলে পরে নতুন একটা চতাবল গড়ে তুলতে হবে। মাননীয়
সদস্য রাধিকা বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, তা কার্যকর করা গেলে
বন্দার ১০ লক্ষ লোক হ্রিপুরে আসবে হ্রিপুরা সরকারকে
সাচায়া করতে। কারণ তাতে তাদের একটা চতাবল গড়ে তুলবে এবং এটা টাকা
দিয়ে একটা উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে। পাঁচ আজকে শুধু দশ টি মাত্র এবং
মাননীয় মাননীয় বহু ব্যবস্থা করা বলেছেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন
করে বলছি, যখন এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তখনই হ্রিপুরা থেকে যা বন্দা উন্নয়ন
বলেই আমি মনে করি।

ডেপুটি স্পীকার :—আট নাইট কল অন অন রাউন্ড মেসার শ্রীদেবেন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরাধিকা রঞ্জন ভট্ট
মনোশ্রয় যে প্রস্তাব চাউসের সামনে বর্ণিত, আমি তার সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্যে
যে বর্তমানে আমরা দেখি বাংলা দেশে, উড়িষ্যা, পঞ্জাব বা দক্ষিণ ভারতে বহু লটারীর
টিকিট বিক্রী হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে হ্রিপুরা থেকে এ ব্যবসা বাইরে চলে যায়। এতে
হ্রিপুরা বাজার কোন উপকার হয় না। হ্রিপুরাতে মজারাজার আমলে একটা লটারীর
প্রবর্তন ছিল এবং সমগ্র পূর্ণ বাংলা, আসাম এবং পূর্বাঞ্চল থেকে এই লটারীর টিকিটের বিক্রয়
লক্ষ অর্থ হ্রিপুরাতে আসত এবং এই অর্থ দিয়ে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্য সরকার করতেন।
বর্তমানে আমাদের বহু জনহিতকর কার্য করার আছে। বেসরকারী ভাবেই হউক আর সরকারী
ভাবেই হউক, এখানে কয়েকটি অনাথ আশ্রম আছে, আতুর আশ্রম আছে। তাতে দেখা যায়
বহু লোক আতুর, বিকলাঙ্গ, সহায় সঞ্চলনীয় অবস্থায় আশ্রয় চায় কিন্তু আমরা অর্থের
অভাবে কার্য দিতে পারি না। আরেকটা দেখা যায় একপ্রকার লোক আছে যারা কর্তৃ-
কম নয়, তারা ভিক্ষারস্ত্রি আশ্রয় নেয়। কিন্তু কর্তৃ-কম যারা বা অল্প বয়সের ছেলে

যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে তাদের যদি কুটার শিল্প প্রবর্তন করে সেই যায়গায় নিয়োগ করা যায় তাহলে তারা তাদের জীবিকা নিজেরা নিকাশ করতে পারবে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি আজ ২১ বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করছে এটা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। আট দশ বছরের শিশু, তাদের মা বাপ নাই, যাকে সামনে পায় তার কাছেই ভিক্ষা চায়। এই যে অব্যবস্থা, আমরা তা কিছুটা দূর করতে পারি। যদি ত্রিপুরা টেটে যে কোন ভাবেই হউক লটারীর প্রবর্তন করতে পারি। আমাদের সবসময় এই মনোবৃত্তি থাকবে যে আমরা ভিক্ষাবৃত্তি দূর করব, বা বিকলাঙ্গ লোক যারা আছে, অর্থহীন যারা আছে তাদের আশ্রয় দেবো। কাজেই এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বাটরে যাতে ত্রিপুরার অর্থ না যায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার সমাজীন উন্নয়নের জন্য যদি এই ব্যবস্থা গৃহণ করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার মঙ্গল হবে বলে আমি মনে করি।

ডিঃ স্পীকার : —শ্রীঅম্বোদ দেববর্মণ।

শ্রীঅম্বোদ দেববর্মণ : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরাধিকা রত্নন গুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটা কাউন্সিলের সামনে রেখেছেন ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলব যে প্রস্তাবটা নিশ্চয়ই খুব ভাল। লটারী যদি একটা করা যায়, তার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে এবং এটা টাকা দিয়ে কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতে পারে। কাজেই স্বামটা প্রশংসনীয় বলা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কলিং পাণ্ডি যেভাবে সরকার চালাচ্ছেন, প্রতিটি বিভাগের মধ্যে যদি আমরা দেখি, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পক্ষ বামসীকা পরিচালনা যদি আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখি, তাহলে আমরা দেখব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ টাকা বিভিন্ন কটেজ ইন্ডাস্ট্রী ইত্যাদি শিল্পের নামে দিয়েছেন কিন্তু তার একটিরও এগজিস্টেন্স আছে কি না বলা মুস্কিল অর্থাৎ যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকু হয় নাই। এটা যেন একটা লুটের বাজার। কাজেই এটাও যারা আমাদের কলিং পাণ্ডির কর্মকর্তা, তাদের বা তাদের বন্ধু বান্ধবদের নতুন ভাবে লুটের বাজারের একটা ক্ষেত্র হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে জনসাধারণের কোন উন্নতি হবে কিনা সেটা বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই যদি এটা হয় তাহলেও আমার আপত্তি নাই, না চলেও আমার কোন আপত্তি নাই। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই পরিচালনা খুবই ভাল। এই সম্পর্কে আমি প্রথমেই বলেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের উপকার এর দ্বারা হবে কি না সেটা হচ্ছে সমস্যা। লটারী প্রত্যেক টেটে আছে যেমন উরিষায় বারবার খেলা হয়, ত্রিপুরার মধ্যে এইরকম একটা যদি হয় ভাল কথা। কিন্তু সন্দেহ এটা জায়গায় যে আমরা সরকারী ক্ষেত্র পরিচালনার ব্যাপারে যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা দেখছি তার মধ্যে যেভাবে সরকারী টাকাগুলির অপচয় ঘটান হচ্ছে তাতে আদৌ জনসাধারণের উপকারে এটা আসবে কি না একথা নিশ্চয়ভাবে বলা খুবই মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Shri Promode Ranjan Dasgupta

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—গাউসের সামনে মাননীয় সদস্য রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মতামত যে প্রস্তাব রেখেছেন সে সৰ্ব্বক্ষে আমায় বক্তব্য হচ্ছে যে এটি গাউস কম্পিউটেট এনাক কিনা, যে লটারী সৰ্ব্বক্ষে প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করতে পারে? কারণ আমাদের এটা ফুললে চলবে না যে আমরা এখনো স্টেটভুড পাউনি, আমরা এখনো সেন্দ্রাল গভর্নমেন্টের জমিদারীতে আছি। কেন্দ্র এটাকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন সেটা না জেনে কিছু করা যায় না। তবে প্রস্তাবটা ভাল, প্রস্তাবটা এখানে পাশ করে যদি কার্যকরী নাও হয় তাহলে এটি প্রস্তাব পাশ করার সার্বিকতা বিশেষ আছে বলে আমি মনে করি না। যদিও প্রস্তাবের ভাল দিকটা তারা বলেছেন তবুও আমি এটি প্রস্তাবটা সম্পর্কে এটুকু বলব যে এটা আমাদের এক্জিটার ভুক্ত কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Honble Chief Minister.

শ্রী শীলসিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লটারী উদ্ভিষায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে এবং সেটা প্রাইভেটস অরগেনাইজড হয়ে আছে। আর পঞ্জাবের, কেরালার কথা বলা হয়েছে, তারা করেছেন গু গভর্নমেন্ট সিক্স দে আর টেটস। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কোন পাওয়ার নেই যে আমরা একটা লটারী উইদাউট দি পারমিশন অব দি সেন্দ্রাল গভর্নমেন্ট স্টাট করতে পারি। আর দ্বিতীয় কথা হল, নন-গেন মনস্ট্রেনের কোন আইটেমকে কেন্দ্র গ্রহণ করবে না। প্রানের মধ্যে যদি থাকতো তাহলে এটা আমরা গ্রহণ করতাম। অতএব প্রাইভেটলি আর্গান ম্যান ক্যান স্টাট ইউ এর কেন্দ্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করে লাইসেন্স নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন এবং আমি সেটাকে অভিনন্দন জানাই। অতএব আমি প্রস্তাবটাকে অনুমোদন করব যে এ'দিকে লক্ষ্য রেখে এটি প্রস্তাব যেন জিনি উইথড্র করেন।

Mr. Speaker :—Now I would call on Shri Radhika Ranjan Gupta.

Shri Radhika Ranjan Gupta :—মঃ স্পীকার সাহেব, আমরা এই প্রস্তাবের উপর অনেক মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন এবং আশা করছি যে অনেকগুলি কাজ তার দ্বারা তওয়া সম্ভব সেটা তারা বলেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইনের যে প্রশ্ন করেছেন সেটা ঠিক এবং মাননীয় সদস্য প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছেন, এটা ইউনাইটেড টেরিটরী এবং সরকারের উদ্যোগে লটারী করতে হলে কেন্দ্রের অনুমোদন লাগবে এটাও ঠিক। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটি টুকুট সরকারকে অনুমোদন জানাব যে, যাতে কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে তার জন্য তারা যেন চেষ্টা করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।

Mr. Speaker :—Resolution is to be withdrawn with the leave of the House.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No Voice)

I think AYES have it. AYES have it, AYES have it.

The resolution is withdrawn with the leave of the house.

Mr. Speaker :—There is another resolution of Shri Sunil Ch. Dutta. I would call on Shri Dutta to move his resolution that—this House is of opinion that in order to maintain peace and order, two new Civil Sub-Divisions be opened, one at Kanchanpur now under Dharmanagar Sub-Division and the other at Chailengta now under Kailashahar Sub-Division to check effectively the anti-state activities of hostile Mizos and Sankrak Party.

Shri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ'ম' কাউন্সিলের সামনে আমার প্রস্তাবটি রাখছি—this House is of opinion that in order to maintain peace and order two new Civil Sub-Divisions be opened, one at Kanchanpur now under Dharmanagar Sub-Division and the other at Chailengta now under Kailashahar Sub-Division to check effectively the anti-State activities of hostile Mizos and Sankrak Party.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত কয়েক মাস ধারিত ত্রিপুরা রাজ্যের এই অঞ্চলটিতে এন, এম, এক. এর লোকেরা যারা যারা মজোরামে জুটি গঠন করেছে তাদের সৈন্য বাতিনী বা স্যাংক্রাক দলের লোকেরা পর্ব পর্ব অনেক বার এই অঞ্চলটিতে লুণ্ঠি বিনষ্ট করেছে। অনেক সরকারী অফিস লুণ্ঠ করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, গ্রাম লুণ্ঠন করেছে, অব্যবহৃত করেছে বিভিন্ন কারাগার। এইগুলি পরপত্রিকাতে আছে। আমাদের পুলিশ বাতিনীর লোক আছে, আমাদের সৈন্য বাতিনীর লোক আছে, পি, এ, সি, আছে, বি, এম, পি, আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অগ্নিনিবারণ মধ্য এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে এই কথাটি মনে হবে যে আমাদের সরকার আমাদের জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারছেন না এবং ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ মনে করেন যে সেই অঞ্চলে বসবাস করা চলবে না এবং তারা সেটী ছাড়া ত্যাগ করে চলে আসছেন। পুলিশ এবং মিলিটারী সব সময় জনসাধারণের মনে নিরাপত্তা আনতে পারে না। তার কারণ আমাদের লোকেরা অতি সহজে পুলিশ মিলিটারীর কাছে যেতে সাহস পায় না। সেই জন্য সেখানে স্টিভল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি থাকতো তাহলে ভাল হত। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আজকে ২১ বছর, ত্রিপুরার ভাবভুক্তি হয়েছে আজকে অনেক দিন হল। ত্রিপুরার যে অঞ্চলটার কথা আমি বলছি ধর্ম্মনগর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল এবং ঠিকাসহর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল, সেই অঞ্চলে যোগাযোগের এখনও উন্নতি হয়নি এবং পাকিস্তানের সংগে আমাদের যে বর্ডার সেই দিক দিয়েও গাড়ী চলার যত বাস্তাব্যতা এখনও হয় নি এবং স্টিভল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না থাকলে যে কোন এমার্জেন্সীতে এই সমস্ত অঞ্চলে হামলা ঘটলে প্রায়

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার ঐতিহাস যদি আমরা আলোচনা
করি তাহলে দেখা যায় যে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার বিস্তৃতি অনেক
বেশী ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যে সব পত্র পত্রিকা এবং পুস্তিকা আছে তা থেকে
দেখা যায় যে ব্রিটিশ সময়ে ১৮৭১ সালে বঙ্গদেশ দখলের যে মাপ ইচ্ছা করেন
তা থেকে দেখা যায় ত্রিপুরার পূর্বে সমান্ত ছিল ডোমনিয়ন অব অ্যান্ডা,
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাজার পূর্ব দিকে সমান্ত ছিল বঙ্গ। দেখা

১৮৮৮ সালে ত্রিপুরার বিক্রমে মণিপুর রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট একটা দরখাস্ত দেন, তার তদন্ত হয়, মালিশী হয়। তাতে মণিপুর রাজ্যের আপত্তি ছিল যে তার যা সামান্য বর্তী গ্রাম সেই গ্রামটি ত্রিপুরার রাজ্য দখল করে নিয়েছেন, অর্থাৎ ১৮৮৮ সালের পর ত্রিপুরার সামান্য ছিল মণিপুরের সঙ্গে। কাছাড় জেলার সমগ্র দক্ষিণ অংশ ছিল ত্রিপুরার অধীন। ১৮৮৭ সালে সরকার পেন্ডেটস্বারে এবং সমগ্র সরকারি কাজে প্যারলিসিস হতেছিল তাতে দেখা যায় যে পেন্ডেটস্বারে ত্রিপুরার উত্তর অংশের সামান্য ছিল কাছাড় জেলা, পূর্বে এক দেশ, দক্ষিণে পাহাড় চৌগ্রাম এবং পশ্চিমে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা আর তার এখতিয়ার ছিল ১৮৯২-৯৩ সালে। এই যে বাকী আমানের ১৮৯৩-৯৪ মাইলের মত জায়গা সেই জায়গা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট দখল করে নেয়। ১৮৯৭ সালে লুসাই বিদ্রোহ দমন করার অছিলায় সমগ্র লুসাই পাহাড় দখল করে নেয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে ত্রিপুরার দরবার দাবিবার এই সাপোর্টে নীতি অঙ্গণ করেছেন কিন্তু প্রকৃত প্রকৃত পক্ষে যা মণিপুর দখল করেছে সেই অঞ্চল আর চাড়েন নাই। বর্তমান সময় আমারা বিভিন্ন পক্ষ পাকিস্তান দখল করে ত্রিপুরার টেউনিয়ন টেউটোবাতে মিজোরাং সরকার দাবী করেন যে জামুর নীতি তাদের অধীন। কোন কোন সময় তারা খাজনা আদায়েরও চেষ্টা করেন এবং কোন কোন সময় জোর জবরদস্তি করে খাজনা আদায়ও করেন। মননীয় সদস্যরা কিছুই অবগত আছেন যে মিজোরা পাকিস্তানে থেকে আমস্ট্রেইনিং নেয় এবং পাকিস্তানে যাওয়াচাত করে এবং চীন পাকিস্তানের উত্থানেতেই তারা সেটা করছে। যে আমোলনের পেছনে বিদেশীদের উত্থানী আছে, সেইগুলি দমন করার জন্য যে শাসন ব্যবস্থা পাকি সরকার সেটা আমানের নাই। তার জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে সেই অঞ্চলে দুইটি সিভিল সাবডিভিশান খোলা হউক। পূর্বে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে তাদের চক্রান্তে আমাদের কয়েক হাজার বর্গ মাইল জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে মহারাজার আমলে। ঠিক বর্তমান সময়ে পাকিস্তান বা চীনের চক্রান্তে যাতে আরেকটি ছেড়ে দিতে না হয় তার জন্য প্রয়োজন সিভিল সাবডিভিশান ওপেন করা। ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যখন লুসাই পাহাড় দখল করে নেন, তখন লুসাই পাহাড় থেকে ব্রিটিশ অঞ্চল ছেড়ে ত্রিপুরার মহারাজার আশ্রয়ে হাজার হাজার লুসাই লোক এই

জম্মুই পাহাড়ে এসে বসবাস করতে থাকে এবং তখন তাদের বক্তব্য ছিল ত্রিপুরার মহারাজাই আমাদের মহারাজা। কিন্তু আজকে ১০০ বছরও হয়নি, এটা ২৬ বছর আগের কথা এখানে এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এখন তাদের দাবী উঠেছে এই অঞ্চলটি তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তারা এই জায়গায় স্বাধীন মিজোরাম রাজ্য স্থাপন করবে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, জনসাধারণের নিরাপত্তা বোধের জন্য এবং সুপ্রশাসনের জন্য অর্গোনে এখানে দুইটি সিভিল সাবডিভিশন খোলা হটুক এই প্রস্তাব আমি মাননীয় হাউসে রাখছি।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য স্বর্নাঙ্গ দত্ত মহোদয় যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন তার মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, In order to maintain peace and order two new Civil Sub-divisions be opened, one at Kanchanpur now under Dharmanagar Sub-division and the other at Chailengta now under Kailashahar Sub-division to check effectively the anti-state activities of hostile Mizos and Sankrak party". অতএব যে এলাকার কথা তিনি বলতে চেয়েছেন সেটা এলাকার মধ্যে যে বর্তমানে ল'এণ্ড অডার বলতে কিছু নাট সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। কাজেই পীস এণ্ড অডার মেন্টনটোঁন করার জন্য নতুন দুইটি সাব-ডিভিশন খোলার কথা তিনি বলেছেন। আরেকটা কথা বলেছেন মিজোরাম সরকার মাঝে মাঝে এইসব এলাকার মধ্যে গাভীনা আদায় করেন। তাহলে সেইসব অঞ্চলে বর্তমান সরকারী প্রশাসন বলতে কিছুই নাট। আমি গতকাল যে কথাটা বলেছিলাম, যদিও সেখানে অনেকে অনেক কথা বলেছেন যে সেইসব এলাকার মধ্যে শান্তি বজায় আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি এত টিউলসের মধ্যে যাচ্ছি না। ইন্টারেক্টিভ সেটা এখানে মেনে নেওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি আমি এই প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এই প্রস্তাবটা এখানে নেওয়ার যৌক্তিকতা আছে কিনা তাও আমি বুঝতে পারছি না কারণ এটা হচ্ছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। নতুন দুইটি সাব-ডিভিশন করতে গেলে তার যে বিভিন্ন কন্ট্রোলশান, কম্বচারী নিয়োগ করা, এই সমস্ত করতে গেলে পরে সেটাল গভর্নমেন্ট টাকা না দিলে পরে আমাদের কিছুই করা সম্ভব নয়। কাজেই এটা ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার মোরারজীর ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। কাজেই এটা চলে কি চলে না সেটা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আমি পোষণ করছি। যদি সশস্ত্রসম্মতিক্রমে পাশও হয়, সেটাল সেটা গ্রহণ করবেন কিনা তার যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। তাছাড়া একটি সাবডিভিশন খুলতে গেলে পরে তার যে পপুলেশন দরকার বা অন্যান্য যে সমস্ত কন্ট্রোলশান ফুলফিল করা দরকার সেটা এই সমস্ত জায়গা করার করে কিনা সেটাও বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। তবে যে দুটি জায়গা থেকে তিনি এই প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, সেটা যদি করা হয় তাহলে আজকে গোবিন্দবাড়ী, হাম্ভু, এইসব এলাকার জনসাধারণকে কৈলাসহর যেয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে হয়, তার যে একটা খরচ, সেই খরচ'এর হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে, এইদিক থেকে তার একটা যৌক্তিকতা

আছে। আজ কাকনবাড়ীর এখন যে অবস্থা, এই অবস্থায় এই প্রস্তাব সমর্থন করা বা বিরোধিতা করার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। আরেকটা কথা হচ্ছে আমি এই বিশেষণে বলছি যে আমরা বিধান সভার মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তাব ঠিকমতো সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছি, যেমন সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন এক্সটেনশান করা, কিন্তু এই সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন কিছু আমরা জানতে পারছি না। পাশ করার পরই যেন আমাদের দায়িত্ব খালি হয়ে গেল। তারপর আরেকটা বেকারেল হিসাবে আমি বলছি যে বাংলা ভাষা প্রাদেশিক ভাষা বা ষ্টেট ল্যাংগুয়েজ করার জন্য একটা প্রস্তাব আমরা অনেক আগে পাশ করিয়ে নিয়েছি, এবং প্রেসিডেন্টের অ্যাসেস্টেণ্ট এসে গেছে গত বৈশাখ মাস থেকে এটা প্রবর্তন করার কথা ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে, সেগুলিও কার্যকরী হচ্ছে না। কাজেই এই সমর্থন করা এবং সমর্থন না করা সমান কথা বলে মনে করি।

ঐদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীশ্রীশ দত্ত যে প্রস্তাব বেগেছেন সেই প্রসঙ্গে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅখতার বাবু বলতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা প্রস্তাব এগানে নিলে কি হবে, এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে কি না হবে সেটা সখক্ষে উনি সন্নিধান। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংস্কারণ আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। জনসাধারণের ভালমঙ্গ দেখতে গিয়ে আমরা এগানে সব কিছুই অ্যালেচনা করব এবং যে প্রসেস আছে সেই প্রসেস অনুসারে আমাদের প্রস্তাব যাবে এবং নাম্বা ওলে অ্যাকসেপ্টেড হবে। সেই প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কেনটা গুণীত হবে কেনটা হবে না, সেই চিন্তা করে যদি আমরা আমাদের বক্তব্য না রাখি তাহলে আমাদের এখানে আসার সার্থকতা থাকে না। তাই মাননীয় সদস্য শ্রীশ্রীশ বাবু যে বক্তব্য বেগেছেন তা বিবেচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই যে কয়েক বছর আগে ত্রিপুরাতে যে তিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল আগে আগে আমাদের নিভেদের মধ্যে যে নিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, নবহতা হয়েছিল, সেটা প্রশংসিত হয়েছিল এখন, যখন আমরা সবাইর সংগে যোগাযোগ বন্ধ করতে পেরেছি, সবাইকে যখন আমরা কাছে টেনে আনতে পেরেছি তখন আমরা দেখতে পেয়েছি যে সবাই সবাই বন্ধ এবং সবাই সবাই ভাগ বলে আমরা চিনতে পেরেছি এবং আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পেরেছি। আজকে ত্রিপুরায় যে কিছুটা অশান্তি হয়ে গেছে সেটাকেও দূর করতে হবে এবং তা করতে গেলে মনের ভাব আশানুমানের ব্যবস্থা করতে হবে। তা করতে গেলে এখন যে অবস্থাতে অকলটা পড়ে আছে সেটা লোক বাতাসাতের পক্ষে ভীষণ অসুবিধা। কোন জায়গায় যদি কোন ঘটনা ঘটে তা হলে পুলিশ পাঠাতে ৭৮ দিন লেগে যায়। তাই আজকে দেখা যায় যে যারা নাকি সেখানে আমাদের ধ্বংস করতে চাইছে তারা খুব সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং আমরা যদি সেখানে যেটা একটা সাক-ডিস্ট্রিশন করতে পারি এবং সেখানে যদি আমরা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তাদের সংগে যোগাযোগ করতে পারি তাহলে তারা আমাদের ঘনিষ্ঠত্ব হবে এবং তারা নাকি হুঁসুঁ প্রকৃতির

লোক আছে, যারা নাকি জনসাধারণের মধ্যে হিংসার আগুন জালিয়ে রাখতে চায় তারা দেখতে পাবে যে জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ত্রিপুরার উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছে এবং যারা ত্রিপুরাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তাদের সেই পাশবিক ইচ্ছা দূরীভূত হবে এবং আমাদের ত্রিপুরার মংগল হবে, আমার নিজের তাই ধারণা এবং সেই ধারণা নিয়েই আমার বক্তব্য রাখছি। যদি সম্ভব হয় আমরা সেটা অ্যাকসেপ্ট করব এবং দিল্লীতে পাঠাব। এ ব্যাপারে টাকা পয়সার প্রশ্ন আছে আমরা জানি এবং সেটা যাতে স্যাংশান হয়ে আসে তার জন্য আমাদের চেষ্টা চালায়ে যেতে হবে। আজকে মোরারজী দেশাই থাকেন দিল্লীতে, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় হৈলিংটো আর হেদাহড়া নিজে গুরে দেখেন। আমাদের জন-প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই তিনি আমাদের জনসাধারণের দাবী শুনবেন। দাবীর পর দাবী তুলে আমরা অহিংসা আন্দোলন দ্বারা যে ভাবে ১৫টিশকে তাড়িয়েছে সেইভাবে মোরারজী দেশাইর কাছ থেকে আমাদের দাবার প্রতি সমর্থন আদায় করতে পারব যদি আমাদের দাবী ন্যায্য হয়।

শ্রীমন্মথ দেওয়ান :—মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত যে নতুন দুইটা সাব-ডিভিশন-একটা কাকনপুর এবং একটা হৈলিংটার খুলবার জন্য প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি এই জন্য যে তিনি উপযুক্ত সময়েই এই প্রস্তাব এনেছেন। কাকনপুর এবং ছামগু অঞ্চল যেমন দুর্গম তার এলাকাও তেমনি বিস্তৃত। লোকসংখ্যা হয়ত বিরাট এলাকার তুলনায় কম হতে পারে। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে ল' অ্যান্ড অর্ডার নাট সেইজন্যই সাব-ডিভিশন খোলা প্রয়োজন। আমি বলছি যে ল' অ্যান্ড অর্ডার নাই তা নয়, ল' অ্যান্ড অর্ডার আছে। তবে তা মেনটেইন করার জন্যই এই নতুন সাবডিভিশন খোলা প্রয়োজন। ছামগু অঞ্চলে শান্তি পুনরাবস্থাপনার জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন এবং সেই চেষ্টা যাতে আরও ভালভাবে করা যায় সেইজন্যই নতুন সাবডিভিশন দরকার। সেই এলাকাতে স্কুলের স্থান সুবিধা, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সবদিক দিয়েই যাতে আমরা তাদের প্রবর্তা দিতে পারি সেইজন্য এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা দরকার। এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান এবং মিজো যারা আমাদের প্রতি বন্ধুত্বাবাপন্ন ছিল তারা এখন আমাদের পরম শত্রু। তারা নানাভাবে ত্রিপুরা সরকারকে উত্তপ্ত করেছে। সেইজন্য সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দরকার এবং দুইটা সাবডিভিশন খোলা উচিত যাতে সবল পাকিস্তান আদিবাসীরা, যারা এদের কামলাতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে তাদের যাতে আমরা এই সমস্ত নরকাত্মকারী ডাকাত, চোর এবং স্যাংক্রাক প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। সেখানে যে সমস্ত কৃষক তাই বোনেরা আছে তাদের সুবিধার জন্যই এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

শ্রীঅভিযান দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি এই প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার একথাই মনে পড়ে যায় আমরা ভারতবাসী, আমরা সবাই এক জাতি এক প্রাণ বলেই জান-তাম। কিন্তু আজকে দেখি আমরা একই দেশে বাস করি, একই জাতি, তথাপি

ভাৰতবৰ্ষৰ কোথাও কোথাও এবং ত্ৰিপুরাৰ কোন কোন অঞ্চলে পৰস্পৰৰ উপৰ যোৱাৰ পিণাহ ভাব জেগে উঠেছে এটা সত্যই খুব হুংগুৰ কথা। মাননীয় সদস্য উনাব প্ৰস্তাবেৰ সপক্ষে বক্তব্য ৰাখতে গিয়ে একথাও বলেছেন যে আজকে ২১ বংগৰ স্বাধীনতা পাওয়াৰ পৰও মাহুৰেৰ নিৰাপত্তা, মাহুৰেৰ জীৱন, ধনপ্ৰাণ ইত্যাদি নিয়ে একটা অনিশ্চয়তাৰ ভিতৰ দিয়ে কাটাতে হচ্ছে, এটা অত্যন্ত হুংগুৰনক এবং লঙ্কাৰ কথা আমি মনে কৰি। তিনি যে প্ৰস্তাব বেখেছেন সেটা হজ্জে কাকনপুৰ এবং চৈলেন্টাৰ দুইটি সিভিল সাবডিভিজন গঠন কৰা হটক এবং সেখানকাৰ মিঞা এবং সাংজ্জাক—যাৰা ঐ এলাকাৰ জনসাধাৰণেৰ ধন প্ৰাণ বিনিষ্ট কৰছে এবং কৰবাৰ জনা এগিয়ে আসছে তাদেৰকে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ জনা এই বাবদাৰ প্ৰয়োজন আছে বলে আমি মনে কৰি। আমি মনে কৰি তিনি তাৰ প্ৰস্তাবেৰ সপক্ষে বক্তব্য ৰাখতে যেয়ে একথাই বলেছেন যে আজকে সিভিল সাবডিভিজন না হওয়াৰ দকুণ্ট সেখানে যাৰা পুলিস, মিলিটাৰী আছে, যাৰা গমাজদোৰী আছে, জনগণকে যাৰা শাস্তি বিহিত কৰে, তাদেৰকে দমন কৰাৰ জনা অনেক সময় তাৰা সময়মত সেটসব জায়গায় উপস্থিত হতে পাৰেনা কাৰণ যোগাযোগ বাবদা সেখানে উন্নত নয়। কাজেই আমি মনে কৰি মিঞা ও সাংজ্জাকদেৰ যদি দমন কৰতে হয়, শাস্তি ও নিৰাপত্তা ঐ সমস্ত জায়গায় কিদিয়ে আনতে হয়, জনসাধাৰণকে যদি শাস্তিতে বসবাস কৰতে হয় তাহলে পৰে দুইটি নতুন সিভিল সাবডিভিজন দেৰ মধ্য দিয়ে তা কৰে না। সেটা কৰে যদি সেখানে যোগাযোগ বাবদাৰ আৰও উন্নত কৰা যায় এবং যথোপযুক্ত সময়ে যে কোন বাবদা দুৰ্ভুতিদেৰ বিৰুদ্ধে অবলম্বন কৰা যায়। কাজেই আমি মনে কৰি সৰ্কাৰে সেট সমস্ত জায়গাৰ যোগাযোগ বাবদাকে আৰও উন্নত কৰা উচিত। সেটদিক থেকে যদি আজকে হাউচ চিন্তা কৰেন তাহলেই মিঞা এবং সাংজ্জাকদেৰ দমন কৰা সম্ভব এবং জনসাধাৰণেৰ নিৰাপত্তা কিদিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে কৰি।

Mr. Speaker :—Any other Member willing to participate in the discussion.

শ্ৰীশ্ৰীজগদীশ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাকনপুৰ এবং চৈলেন্টা অঞ্চলে দুইটি সাবডিভিজন খোলাৰ জনা এখানে প্ৰস্তাব ৰখা কৰেছে এবং তাৰ পছন্দে যুক্তি দেখাতে যেয়ে প্ৰস্তাবক অনেক অবিধাৰ কথা বৰ্ণনা কৰেছেন। অবিধাৰ আছে সেটা সত্য এবং সেখানে শাস্তি এবং শৃংখলা ভংগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলছে সেটাও সত্য এবং এই দুইটা এলাকা বৰ্ডাৰ এলাকা সন্দেহ নাই। অতএব সেটদিক দিওল এও অৰ্ডাৰ ৰক্ষা কৰাৰ জনা যেমন পুলিচৰ দৰকাৰ, আৰ্মড পেট্ৰলিং পুলিচ টাফ দৰকাৰ, তাৰ সাথে সাথে ইন্টেলিজেণ্ট সিভিল অধিৱীৰী এবং সেটসব জায়গাৰ ডেভেলপমেন্ট দৰকাৰ এবং সেই অহুসাৰে সেখানে প্ৰজেক্ট অফিসাৰ, ব্লক অফিসাৰ নিয়োগ কৰা হয়েহে, সার্কেল অফিসাৰৰা সেখানে আছে এবং সাথে সাথে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সংৰক্ষণেৰ জনা পুলিচ টাফ, ইণ্টেলিজেণ্ট টাফ এবং আৰ্মড এণ্ড পেট্ৰলিং টাফ দিয়ে সেটাকে ইনটেন্‌সিফাইড কৰা হয়েহে এবং তাৰ সাথে কয়েকটা পুলিচ ষ্টেশনও খোদাছড়া, মংপুই, কলধংসী, আমবালা, পানিশাগৰ প্ৰভৃতি জায়গায় সন্নিবিষ্ট কৰা হয়েহে।

বিসাইডস দীজ পলিশ ষ্টেশানস, হামমুনেতেও একটা পলিশ ষ্টেশান করা হয়েছে। তার সাথে সাথে ইনটেলিজেন্ট ষ্টাক সেখানে বাড়ানো হয়েছে এবং ডেপুটি পলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট সেখানে একজন নিয়োগ করা হয়েছে এই পরিপ্রেক্ষিতে। তারপর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া সেখানে সাবডিভিশান খুলতে গেলে পরে সেখানে কয়টি কেস হয় এবং কত যেভিগ্না হয় সেটা আমাদের দেখা দরকার। কাজেই আপাততঃ আমরা এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি এবং সেটাকে আরও ইনটেনসিফাইড করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। অতএব আমি আশা করি এই সমস্ত দিকে দৃষ্টি রেখে ফিনানশিয়াল ট্রানজেনসীর দিকে দৃষ্টি রেখে প্রস্তাবক আপাততঃ এই প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করে নেবেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাব বিভিন্ন বক্তা সমর্থন করেছেন আর মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় এবং শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় তারা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার বিরোধিতা করেছেন বলে আমি মনে করি। নতুবা এই প্রস্তাবের সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি। আমাদের আর্থিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের আয় খুবই কম, হয়তো আত গরর এই সিভিল সাবডিভিশান খোলা হবে না, তবুও আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই অনুরোধ রেখে এই প্রস্তাব তুলে নেব যে পুলিশ ব্যবস্থাই নয়, পুলিশ ব্যবস্থার কথা আমরা বিভিন্ন পর পরিকায় দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দুইটি অঞ্চলে যেসব অঞ্চলের কথা আমি বলছি, প্র্যাক্টিক্যালি পলিটিক্যাল সোভারেনিটি ছাড়া অন্য কোন রকম এ্যাডমিনিস্ট্রেশান সেখানে নাই। যদিও মিলিটারী টহল দেয়, পি,এ,সি টহল দেয়, তবুও আমরা দেখছি যে কৈলাসহরের অভ্যন্তরে পাক দুঃসত্ত্বা পাক সৈনিকের সহায়তায় একটি পোষ্ট আমাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে স্থাপন করেছে এইরকম ঘটনার পুনরাব্রুতি এইসব জায়গায় ঘটতে পারে সেই আশংকা করি বলেই আমি এই হাউসের সামনে এই প্রস্তাব এনেছিলাম, এই প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এষ্টটুকু অনুরোধ রাখব যাতে অদূর ভবিষ্যতে এই দুইটি জায়গায় সিভিল সাবডিভিশান খোলা হয়, তার প্রতি সরকার যেন তৎপর হন।

Mr. Speaker :—The Resolution is to be withdrawn with the leave of the House. The question before the House is the withdrawal of the Resolution moved by Shri Sunil Ch Dutta, M. L. A.

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

Mr. Speaker :—In Item No. 111 (c)—Members have seen resolution regarding current flood situation in consolidated form but after further consideration. I am of opinion that the Resolution should be moved separately as :—

i) Shri Aghore Deb Barma to move that—

As the flood causes havoc almost every year to the lives and properties

of people of Tripura, this House directs the Govt. to prepare a flood protection Scheme so that it can be implemented before the next monsoon.

ii) Sri Debendra Kishore Choudhury to move that—

This Assembly is of opinion that—ত্ৰিপুৰায় বজাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধিৰ কাৰণগুলি পৰ্যালোচনাক্ৰমে ত্ৰিপুৰাকে বজাৰ কবল তইতে বন্ধা কৰিতে প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্ত নিম্নলিখিত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া উক্ত পৰ্য্যায়ের কমিটি গঠন করা হউক :—

জনাব মুনহৰ আলী, উপমন্ত্রী, সভাপতি (পদাধিকার বলে)

এ, কে, সেন, পি, ই

সম্পাদক

(পদাধিকার বলে)

গোপালকৃষ্ণন, ই, ই—মাইনৰ ইৰিগেশন—

সভ্য

উমেশলাল সিংহ

সভ্য

দেবেশ্বৰকিশোর চৌধুৰী

”

অঘোর দেববৰ্মা

”

সুনীলচন্দ্ৰ দত্ত

”

বাধিকারজন গুপ্ত

”

বাজুবন ব্রিয়াং

”

বিনয়কৃষ্ণ বানার্জি

”

Shri Promode Ranjan Das Gupta to move that— This Assembly is of opinion that a high power Committee with technical expert and Assembly Members should immediately be formed to take effective measures to protect Agartala Town and its suburbs from the damaging onslaught of the flood in Howrah River and Katakhal under P. W. D.

Now I would first call on Shri Aghore Deb Barma to move his Resolution.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজ House-এ যে Resolution-টা move কৰিছোঁ আমাৰ সেই Resolution-টা হ'ছে As the flood causes havoc almost every year to the lives and properties of people of Tripura, this House directs the Govt. to prepare flood protection scheme so that it can be implemented before the next monsoon. আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ছে যে ত্ৰিপুৰাৰ মধ্যে প্ৰায় প্ৰত্যেক বৎসৰই flood হয়। Flood এৰ জন্ত বহু জনসাধাৰণৰ ঘৰবাড়ী, জমিজমা সব নষ্ট হয়। যদিও ত্ৰিপুৰা সরকার থেকে প্ৰায় প্রতি বৎসৰই Flood Protection বাবদ lumpsum ব্যয় বৰাদ্দ থাকে। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ Flood Protection ভো দুবৈধ কথা দিনেৰ পর দিন Flood বেন বেড়েই চলেছে। ত্ৰিপুৰাৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ দিনেৰ পর দিন বেড়েই চলেছে।

এটা হলো বাস্তব চেহারা। আজকে এই flood সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো যে যাতে flood control করা যায়; যাতে জনসাধারণের জীবন, ধনসম্পদ বা ফসল রক্ষা করা যায়, এই সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। এই জন্যই এই প্রস্তাব আমি House-এর সামনে রাখছি। এখন প্রশ্ন হলো—এবারও অন্যান্য বৎসরের মত ১৯৬৭-৬৮ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাবত প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল, যদিও তার খরচ ১১ লক্ষ টাকা হিসাব করা হয়। পরবর্তী সময়ে দেখান হল যে ১২ লক্ষ টাকার Flood Protection measure ছিল সেটা মোটামোটি খরচ হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে Flood Protection-এর জন্য খরচ হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা কিন্তু ক্ষতি হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকার উপরে। অর্থাৎ flood control করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষতির পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কাজেই আজকে আগরতলা টাউনের কথাই চিন্তা করা যাক। আগরতলার চতুর্দিকে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সরকার বলে বলয়ের বাঁধ আর জনসাধারণ বলে এটা একটা মরণ বাঁধ। কারণ কোন সময়ে যে কি অবস্থা হয় সেটা বলা মুশ্কিল। কাজেই সেদিকে আমরা যারা আগরতলার বাসিন্দা তাদের সব সময়েই একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। যেমন এবার যে ঘটনাটা ঘটল; প্রথম যখন অনবরত ঝড় হতে আরম্ভ করল, রক্তির ফলে প্রথমেই অর্থাৎ আগরতলার সমস্ত রাস্তাঘাট, মধ্যপাড়া জলে ডুবে গেল। আর শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রায় অর্ধেকভাগেই জল হয়। বনমালপুরের মত উঁচু জায়গায়ও জল দেখা যায়। ঘরগুলি অবশ্য কমমত হয় নাই কিন্তু পুকুরের পাড় ভেঙ্গে যায়। আর ফলে পুকুরের মাছ বের হয়ে যায়। আর মধ্য পাড়তে তো একটা গুটি হলেই জল হয়। বনমালপুর, শিবনগর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতির জল আখাউড়া খালে এসে পড়ে এর ফলে মধ্যপাড়া জলে ডুবে যায়। এই হচ্ছে অবস্থা। শহরের মধ্যে এটা অবস্থা বছরের পর বছর চলছে। অর্থাৎ শহরের জনসাধারণ যাদের অর্ধ অংশে তারা শহর ছেড়ে কাছবিয়া টিলা বা ইন্দ্রনগর ইত্যাদির মধ্যে আস্তানা গড়ে তুলছে। এটা বকম একটা অনিশ্চয়তা অবস্থা বছরে তিন চারবার করে হচ্ছে। কাজেই এটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কেউ বসবাস করতে চাচ্ছে না। আর যাদের টাকা পয়সা নেই তাদের তো থাকতেই হবে। কারণটা কি? কেন এই ঘটনাটা হলো? ত্রিপুরাতে আগেও গুটি হতো। গুটি যে না হতো তা নয়। কোন কোন বৎসর অত্যধিক গুটি হতো। কোন বৎসর কম হতো। গুটি অত্যধিক হলেও আগে শহরে অনেক খাল ছিল। যেমন অকিসের দক্ষিণ দিক দিয়ে জয়নগরের মধ্য দিয়ে হসপিটালের কাছ দিয়ে 'X'-Ray building এর পাশ দিয়ে আমাদের সুশাসন্যের পুরাতন বাড়ীর পাশ দিয়ে যে খালটি ছিল ঐ খালটি এখন প্রায় নাই বললেই চলে। সমস্ত খালটা ভেঙে গেছে সামান্য একটু drain মাত্র রয়ে গেছে। শিবনগরের জল হাওড়া নদীতে পাস করার জন্য একটা drain-এর ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই entire শিবনগরের জল এখন Motor Stand-এর খালের উপর দিয়ে আখাউড়া খালে এসে পড়ছে। আর উত্তর বনমালী-পুরের জল পাস হওয়ার কোন রাস্তাই নেই। আগে রাজার আমলে রাজবাড়ীর উত্তর দিবে

একটা খাল ছিল। এখন ঐ খাল প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। কাজেই জল জমে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় তাপ বা মাটি ঐ জল শুষে না নেয় ততদিন পর্য্যন্ত জল জমে থাকে। যেমন জেহকুমার চাকমা বাবুর বাড়ীর ঐ দিকটাতে রুটির জল ৪৫ দিন পর্য্যন্ত জমে থাকে, বের হবার কোন পথ নেই। আজকে এই বকম অবস্থায় আমাদের ruling party বক্তৃতা দেওয়ার সময় বড় বড় কথা বলে থাকেন কিন্তু বাস্তব জগতের মধ্যে সমস্ত ত্রিপুরার কথা যদি আমরা বাদও দেই তবু এই আগরতলা শহর যা ত্রিপুরার প্রাণ কেন্দ্র সেই শহরের যে অবস্থা তার জ্ঞান এখনও কোন উপযুক্ত কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা হয় নাই। অর্থাৎ ঐটির জলে যে flood হয় তার protection এর ও একটা ব্যবস্থা অন্য পর্য্যন্ত হয় নাই। গত ১৯৬০-৬৪ সালে আমরা গুনেহিলাম যে Town Development অর্থৎ flood protection ইত্যাদির জন্য কতগুলি scheme করা হয়েছিল। সেই Scheme কি হয়েছে না হয়েছে জানি না। শেষ পর্য্যন্ত এটাকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে 'কিনা' তও জানি না। তবে আজকে ruling party যাঁরা ক্রমভঙ্গীন দল বা Ministerরা যদি মনে করেন যে এই আগরতলা শহরকে সামান্য বজা থেকে বাঁচানো দরকার তাহলে আমি House এর মধ্যে কতগুলি suggestion রাখব। সেটা হচ্ছে কি? গেলবাজার হয়ে কামান ডেবুচন অর্থাৎ সব বাস্তবায়ন হইল আছে—মোগড়া বোঁচ বরাবর বটতলা হয়ে আগে যে ফর্কমল বাতের বাড়ি ছিল সেখানে একখানা Sluice Gate করে হাওড়া গাড়ে জল ফেলার ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত য জল সেটাতে Pumping Machine দিয়ে হাওড়া গাড়ে ফেলা যায়। যাতে entire শিবনগর, গেলবাজার অর্থাৎ মোগড়া বাতের দক্ষিণ অঞ্চলের সমস্ত জল ঐ বাতায় যাওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকে। আর একটা হলো বাতবাড়ীর উত্তর দিয়ে বেধজং চৌইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল থেকে অবস্থ করে বাতবাড়ী পাশে একটা পাকা Drain করে রাজবাড়ীর পশ্চিম দিক দিয়ে কল্লনগরের দিকে যে বাতবাড়ী গেছে শহর ডেবুচন ও কামানগরের দিকে সেখানে একটা খাল কেটে আখাউড়া খালে ফেলে দেওয়া দরকার। এবং বরাবর পাকিস্তানের দিকে খাল কেটে দিতে গলেই আর একটা সমস্যা দেখা দেবে। তখন International problem দেখা দেবে। পাকিস্তান তা মানবেন না। আমরা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পাকিস্তান border পর্য্যন্ত যদি একটা খাল কেটে দেই তাহলে ওইতে পাকিস্তান তা নাও মানিতে পারে। একটা troubles create করতে পারে। কাজেই সমস্যা শর পার করে আখাউড়া খালে জল পাস করে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ শহরের জনসাধারণের ধন প্রাণ রক্ষা করার জন্য এটা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। আমি জানি না আজকে ruling party বা ministerরা এসম্পর্কে কোন চিন্তা করেন কি না। এইভাবে আমি একটা প্রস্তাব house এর সামনে রাখছি কারণ আমি দেখছি আজকে আমরা বিজ্ঞানের জগতে বসবাস করি। আমি যখন মক্কা গেলাম তখন দেখছি সেখানে একটা under-ground শহরই আছে। আমরা under-ground শহর নাইবা কংলাম। কিন্তু বসতবাড়ীর এতোকটি বাতায় সামনেই drain আছে, ছোট হটক, বড় হটক drainতো আছেই; ঐ drainগুলি গর্ত

করে পাক্কা drainage করে জল যাওয়ার ব্যবস্থা। যদি করে দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত আগরতলা শহরের জল আখাউড়া রাস্তার পাশে যে খাল আছে তাতে পড়তে হয় না। তার বিভিন্ন passage আছে। প্রত্যেক বৎসরেই মধ্য পাড়ার যে দুর্ভোগ হয় এটা থেকে তারা অব্যাহতি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেদিক থেকে এই concrete প্রস্তাবটা আমি house এর মধ্যে রাখছি।

আর বাঁধের কথা আমরা অনেক সময় আলোচনা করেছি। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতি হলো মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করা। কি রকম? এখানে একটা flood হলেই উনারা মনে করেন যে এটা উনাদের আশীর্বাদ। যেমন cyclone হলো। কেন্দ্র থেকে একটা lumpsum সাহায্য পাওয়া গেল। তখন সেটা দিয়ে নিজের বন্ধুবান্ধবদের পুট করার একটা সুযোগ হলো। এটা হলো ruling party বা ministerদের একটা রাজনীতি। Flood affected area বলে ত্রিপুরাকে ঘোষণা করা হয়েছে, তা আমরা পত্রিকায় দেখেছি। কেন্দ্র থেকে lumpsum কিছু পাওয়া গেছে। তাতে সামগ্রিক জনসাধারণের কিছু উপকার না হলেও নিজের জনগণকে কিছু দিতে হবে। আগরতলা শহরে অনবরত ১টির ফলে বাঁধগুলির যখন হ্রবস্থা হয় তখন P.W.D. তরফ থেকে সেগুলিকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। এই দৃশ্য প্রত্যেক বৎসরেই আমরা দেখছি। অন্তান্ত্রবার বর্ষার সময় বাঁধে কিছু কাজ করা হত কিন্তু এবারে কিছুই করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু আশীর্বাদ পাওয়ার জন্যই যেন ভিতরে ভিতরে তিনি চেষ্টা করেছেন যাতে বাঁধটা ভেঙ্গে যায়। যদি বাঁধ ভাঙে তাহলে আগরতলা শহরের ১২/১৩ হাজার লোকের ধনে প্রাণে কি যে অবস্থা হত তা বলা যায় না। বর্ষার প্রারম্ভে কাজ করা দূরের কথা, অনবরত ২০ দিন ১টি হবার পরেও আমরা দেখছি P.W.D. কোন কাজই করেন না। যখন নদীতে জল দ্রুতি পেতে থাকে এবং বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হয় তখন বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের গাড়ীর ঠেলায় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার কোন উপায় থাকে না। জল যে বাড়ছে সেটা যেন একটা তামাসা। সেই তামাসা দেখার জন্য বাঁধের উপর দিয়ে কীপ গাড়ী ইত্যাদির যাতায়াতের চোটে বাঁধই ভাঙবার উপক্রম হয়, স্কুল কলেজের ছাত্রীরা এবং পাড়ার সুবকরা তখন বাঁধ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং ত্রাণপণ কাজ করে। তখনও P.W.D. থেকে কোন রকম সাহায্য পাওয়া যায় নাই। শেষে দেখা যায় তাড়াহুড়া করে কতকগুলো কাজ করা হয় এবং যার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়, অথচ এই কাজগুলি যদি আগে করা হত তাহলে অনেক কম খরচে ও সুষ্ঠুভাবে করা যেত। পাড়ার ছেলেরা, এমন কি আমার দুইটা ছেলে পর্যন্ত এই বাঁধ রক্ষার কাজে এগিয়ে আসে। তখনকার বাঁধের যে মাটি তাহাতে জল লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গলে যায়। আমাদের ডি, এম, মহোদয় তখন একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে P.W.D. নাকি যথেষ্ট কাজ করেছে। এখানকার বেসর সংবাদপত্র সরকারী সাহায্যপুট দ্বারা সব সময়েই সরকারের গুণ গায় তাদের পত্রিকায়ও P.W.D.র কাজকর্ম সম্বন্ধে নানা খবর বের হয়েছে। এখানে ১৭ই জুলাইয়ের

জাগরণ পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যা লিখা রয়েছে reference এর জন্য আমি একটি পড়তে চাই। এখানে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে “জবাব চাই”। সরকার পক্ষ তাকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়, সতর্কবাণীটা কি রকম? যখন নাকি বাঁশ এদিক ওদিক দ্রুত পড়তে আরম্ভ করল, বক্ষা করার কোন উপায় নাই তখন P. W. D. এর কর্তার নিরাশ হয়ে গেলেন। তখনই তারা প্রচারপত্র মাঠে নিয়ে যেতে গেলেন—“আপনারা নিরাপদ স্থানে চলে যান”। মনে হয় আগরতলায় সরকার যেন প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় কতক ফায়রা তৈরি করে রেখেছেন যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। “দোতলা ব’ড়ীতে চলে যান” এটি রকম নানা কথা। কতটা প’ড়ার মধ্যে কতটা দোতলা বাড়ী আছে তাটা মনো মতামতের ও সরকার পক্ষের মধ্যে কি? এখানে এক জায়গায় লিখেছে বন্যা নিয়ন্ত্রণে, বাঁশ একপায়েকপে পুঁঠ বিভাগে যে চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে তার জন্য জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এ বিক্ষোভ শুধু পুঁঠ বিভাগের বিক্ষেপ নয় প্রশাসনের বিক্ষেপও। এটি মনোমের পোষকীয় পত্রিকা। আরো এক জায়গায় আছে—পুঁঠ বিভাগ যথার্থ ভাবে তাদের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট নন। তত্বে অটোর মিননেই। যে মুতর্থে বনার জল বপদ সীমা অতিক্রম করে, বপদ স্থানে স্থানে ভাঙন ও কটিল দেখা যায়, এখন সেখানকার ছাত্র, যুবক জনসাধারণ বাঁশ রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে উঠেন। তা’রা আগুটিয়া না আসিলে ৯০০ রক্ষার তরফে ০০০০ উঠি। পুঁঠ বিভাগের পুঁঠ বিভাগের কোন তৎপরতার লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। কাজেই আমি যে ১০০ বলাছি, পত্রিকার মধ্যেও পুঁঠ বিভাগ সম্বন্ধে ত’র আছে। ছাত্র, যুবক, জনসাধারণ বাঁশ রক্ষায় কাজে গিয়ে পুঁঠ বিভাগ ওঠতে কোন সচেতনতা পান নাই। পুঁঠ বিভাগের কোন কোন অফিসার নাকি ভাল ছ’ড়িয়া বসিয়া আছেন তা’র কোন কোন অফিসার নাকি কাজে আছে। পুঁঠ বিভাগ নাকি বলা গিয়াছে। নাকি পুঁঠ বিভাগের সচেতনতা চান। জল ব’ড় পায় ভাব দানে, অর্থাৎ যে কাজটা ‘দানের বেল’ই তা’র এবং তা’র পরে সেটা তা’রা করে নাই। ব’লে যখন জনসাধারণ বাঁশ রক্ষায় নামে তখন ব’ড়ির অজকারের মাল মাল্য গায়েব করবে তা’র C. I. Sheet ইত্যাদি আন। হয়। কারণ তা’র তলে ১০টি “ন” নিয়ে বলা যাবে যে ১০টি টিন দিবেই ব’লে ১০টি করে ৩০০০ ১০০ টিকা বাহ। দেখানো যাবে। জনসাধারণ বলাব’ল করছে যে মাল গায়েব করবে তা’র ব’ড়ির অজকারে অশ্রয় নেওয়া ওঠেছে। যে মাল ব’ড়িতে দেওয়া ওঠল। “দানের বেল” দিতে বাহ। ছিল কোথায়। “জবাব চাই” প্রবন্ধে আগরতলায় কথা লিখা হয়েছে তা’র ম’টিমুটি আমি বললাম।

আপনারা সকলেই জানেন বয়াকুল যখন আসে তখন তা’র ও ন’ ও কাটা খালের অবস্থা খুব সামান্যতিক আকারে ধারণ করে। এটা ০১২ যে ০২ তা’র নয়। প্রায় বৎসরেই এমন ঘটে। এটা রক্ষার জন্য সরকারের কোন প্রচেষ্টা আছে কিনা তা’র আমাদের জানা নেই। পাকিস্তানের বাঁশ সম্বন্ধেও গুরুত্বপূর্ণ এটি তা’রই আলোচনা হয়। তখন মনো মতামত বলাইলেন যে তা’র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে জল কতটুকু উঠে। বাহ ডেকে জল উঠলে তা’র পরিমাণ কতটুকু হয়, কত হাত জল উপরে উঠে, অর্থাৎ অর্ধেক মাত্র মাত্রা গেলে মনো মতামতের একটা কিছু করবেন এমন একটা ভাব। এই বাঁশ দেওয়ার ফলে ন’টি জায়গায়, যেমন অন্তরনগরের

দিকে নদী থেকে ২০০/৩০০ হাত দূরের বাড়ীগুলি জলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভিটামাটি পর্যন্ত চলে গেছে। এবার টীলার উপর পর্যন্ত জল উঠেছে। বাঁধের অপর দিকে অভয়নগর, ইন্দ্রনগর, ভাটি অভয়নগর এবং বাঁধের চারিদিকে বহু ফসল নষ্ট হয়েছে এবং বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে। এর জন্য কারা দায়ী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করেন কিনা জানি না।

আজকে আমাদের সহর রক্ষা করতে হবে। কিন্তু সহর রক্ষা করতে গিয়ে সহরের বাইরে যারা আছেন তাদেরকে জলে ডুবিয়ে মারতে হবে এমন কি কথা আছে। সহরের বাইরে যারা আছেন তাদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। আমরা গুনেহিলাম মহারাজার আমলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এ. কে. সেন একটা Scheme নিয়ে ছিলেন— তখন লিখিত কোন Scheme ছিল না মুখে মুখেই নেওয়া হয়েছিল। কারণ রাজার আমলে সব কিছুই মুখে মুখেই করা হতো। রাজার বাচনিক আদেশই ছিল আইন। তখন Scheme ছিল কাটা খালের জল কমানোর জন্য। কাটা খালের জলটা চান্দমারী টীলার পাশ দিয়ে অর্থাৎ কাঁকড়িয়া টীলার পিছন দিয়ে লোঙ্গায় লোঙ্গায় খাল কেটে বড়জলা দিয়ে অথবা সিঙ্গারবিলের দিকে জলটাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তাতে ইন্দ্রনগর অভয়নগরের অধিবাসীদের ঠাচার একটা ব্যবস্থা হতো টাউনের লোকদেরও এত দুঃস্বপ্ন হতো না। আরেকটা Scheme ছিল হাওড়া নদী থেকে একটা খাল কেটে ২২২ প্ল দিয়ে জল যাওয়ার একটা বাস্তব করে দেওয়া। এই সমস্ত Scheme এর কথা কষ্টপক্ষ নিশ্চয়ই জানেন। অর্থাৎ এই সমস্ত সত্ত্বেও জনসাধারণকে কেন প্রতিবৎসর হয়রানি করা হচ্ছে বুঝিনা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা আলীকান্দ পাওয়ার ভরতই যেন মন্ত্রী মহোদয়রা এটাকে ভিটেরে রাখছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সহরের কথা বললাম। প্রয়োজনের কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। ১২ লক্ষ টাকা Flood protection এর নামে খরচ করা হয়েছে। জানি না এই টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে। কারণ ধর্ম্মনগর থেকে সাগ্রম পর্যন্ত এই ১২ লক্ষ টাকা খরচ করার পর কোথাও Flood protection হয়েছে বলে আমরা শুনি নাই। সরকারের পক্ষ থেকে চীৎকার করা হয় ফসল বাড়ানোর জন্যে অথচ লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল প্রতিবৎসর বজায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ বহু টাকা পরিশ্রম খরচ করে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে fishery ইত্যাদি করে আর বস্তার জলে প্রতি বৎসরই সব নষ্ট হয়ে যায়। লালসিংগুড়া, এমন কি চড়িলামের বিস্তৃত অঞ্চল জলে নষ্ট হয়ে যায়। তিন চার দিন জমি জলের নীচে থাকিলেই ফসল নষ্ট হয়। কামখানার নিকটে একটি জলা আছে সেটা যদি একটু গভীর করে বেঁধে দেওয়া হয় তা হলে ঐ জায়গা জল থেকে রক্ষা পেতে পারে। শ্রীরাঘুরী যখন ভি, এম, ছিলেন তখন কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছিল, পরে যে কেন কাজটা আর করা হয় নাই তা বুঝা গেল না। সামগ্রিক একটু রুটী হলোই তাটি বিশালগড়ের দক্ষিণাঞ্চল জলে ডুবে যায়। অথচ ঐ সমস্ত জমিতে ধুঁ ডাল ধান কল, প্রতি কানিতে ২০।২২ মন ধান ও হয়। অথচ কেনে শুধু ঐ সমস্ত জমি রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। গতানুগতিকভাবে শুধু এঁচার করা হয় ফসল বাড়ানো। ফসল

কি করে বাড়াবে যদি একটু বৃষ্টি হলেই ঐ সমস্ত জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়? আমরা ছোট বেলায় ও দেখেছি, বাকার আমলে প্রত্যেক নদী, ছড়ার পাড়ে প্রায় আধ কাপি জমিতে জঙ্গল রাখা হত, কারণ তাতে নদীর পাড় ভাঙতে পারত না। এখন এত Land hunger যে তা আর বলার নেই। আগেও আমরা দেখেছি নদীর নিকটে বন সংরক্ষণ করে রাখা হত। নদীর কাছে বন সংরক্ষণ করে রাখা হতো, জঙ্গল করে রাখা হতো, মইদা কেটে ঘরের বেড়া দেওয়া যায়। আর একটা হলো মর্তান। এখন তারা আর নেই, বংশ শেষ। আমাদের ছোট কাল থেকে সেটা ছিল। এই মইদার ক্ষেত নদীর পাড়ে থাকতো। যার ফলে নদীর পাড় ভাঙতো না। সাধারণ নালী চড়া পর্য্যন্ত এই মইদা না থাকার জন্য পার ভেঙ্গে বড় হয়ে গেছে। আজকে রাজ্য সরকার বা মন্ত্রী বাহাদুররা ফসল উৎপাদনের কথা বড় গলায় বলে থাকেন, ক্রাড প্রটেকশনের কথাও বলেন। এই জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাজেটে ধরা হয় এবং টাকা ও যথাযথভাবে খরচ হয়ে যায়। অথচ ক্রাড প্রটেকশন বা কুড প্রডাকশন হচ্ছেনা। এই ব্যাপারে তাই আরো চিন্তা করা দরকার। আমার সাজেশন হচ্ছে এই যে, এটা যদি experiment হিসাবে রাখা যায় তাহলে চমত নদীর পাড় ভাঙন বন্ধ হতে পারে। এটা গোমতা নদীই হউক, মজু নদীই হউক বা যে কোন নদীই হউক শুধু জানা তৈরী করে নদীর ভাঙন রোধ করা সম্ভব নয়। সেটাদিক দিয়ে চিন্তা করা দরকার বলে আমি মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি সামান্য একটি গ্রামের কথা উল্লেখ করবো। কতিব তো আর শেষ নাট। যারা সাধারণ কৃষক, যাদের ২১ কাপি জমি আছে তারা আজ আউস ফসল করতে পারেনি। আমন ফসলের বোয়া উত্থাদি কেউ কেউ দিয়েছে। কিন্তু ২১ দিন যদি বোয়া ক্ষেতে ভাল ভাবে থাকে তাহলে বোয়া পচে যায়। কাজেই আজকে যে একটা অর্থাভাব এবং খাদ্যাভাব চলছে এর মতো কত কষ্ট করে লোন করে কৃষকরা আজ বীজের ধান সংগ্রহ করেছে এবং লাগিয়েছে। ঐ সব বীজের ধানগুলি যেভাবে নষ্ট হয়েছে এই বন্যায়, আমি জানিনা এই কতিপূরণের জন্যে বাড়া সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যদি কোন কৃষকের ২০০০০ টাকার মত কতি হয়ে থাকে তাকে ১০ টাকা সাহায্য দিলে তার কি উপকার হতে পারে তা আমি বুঝিনা। তাই গত ক্রাডে হিপ্তার কৃষকদের যে পরিমাণ কতি হয়েছে সেই কতিপূরণ এই সামান্য অর্থিক সাহায্য হবে বলে আমি মনে করি না। এটা অত্যন্ত চিন্তার ব্যাপার। গ্রামের মধ্যে ইতিমধ্যেই চাচাকার পড়ে গেছে বীজের ধানের জন্য। আর অনেক জায়গায় সাহায্য চেয়েছেন এবং সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে দরখাস্তও করেছেন। কিন্তু সরকার সেই সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন। সমসাময় বোয়া যদি না দেওয়া যায় তাহলে ফসল হবে না। সরকারী যে সকল তাইচুং ইত্যাদি ধানের বীজ দেওয়া হয় তা অসময়ে দিলে কোন ফল হবে না। অসময়ে বীজ বপন করলে গাছ যে উঠে না এটা আমরা দেখেছি। এসব কথা জানা সত্ত্বেও সরকারের এদিকে কোন দৃষ্টি নাই। এক অফিস থেকে আর এক অফিস পর্য্যন্ত যেতে যেতেই বীজ লাগানোর সময় পেরিয়ে যায়। যারা কিছু

পরিমাণে সাহায্যও অবশেষে পায় তাও কাজে লাগাতে পারেন না। অসময়ে সাহায্য পাওয়ার ফলে। আর অধিকাংশের কপালেতো কোন সাহায্যই জোটে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোথাও ফ্লাড হয় নাই এমন কথা আমার জানা নাই। বছরের পর বছর কংগ্রেসের বাতবৈধ বয়স যতই বাড়ছে ফ্লাডের প্রাবল্যও যেন তার সাথে সাথে বাড়ছে। মনে হয় যেন তাল মিলিয়ে চলছে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফ্লাডের ফলে ক্ষতির পরিমাণের কত সংখ্যা আর দেবো। আজ ছোট কৃষকরা এই ফ্লাডের ফলে পথের 'ভিখার' হয়ে গেছে। জনসাধারণের মধ্যে আজ সামগ্রিকভাবে চাচাকার দেখা 'দেয়েছে'। তাই আজকে এত ফ্লাড কন্ট্রোল করার দিকে সরকারকে স্ফুটনিতভাবে কায়াকরী পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে দরিদ্র কৃষক ও জনসাধারণ তাদের ফসল ও অন্যান্য ধন সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে। আজ এই বন্যায় ফলে ত্রিপুরার ফসলের ভিন্নর উৎসরতাও কমে যাবে। অবশ্য এ'গ্রিকালচার থেকে সার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 'কিন্তু বন্যায় সব ঘুয়ে যুছে যায় কাজেই এ'ই অবস্থাতে অর্পাৎ পাহের 'ডা'ড কেটে যদি অ'গায় তল ঢালা হয় তাহলে গাছ বাঁচতে পারেনা। তুমনি ত্রিপুরা সরকারের ক'য়াকলাপও তা'ই প্রমাণ করেছে। যেমন অনেক সময় সরকারের তরফ থেকে অনেক exhibition বা film দেখানো হয় এমনভাবে যে দেখলে মনে হয় যে ত্রিপুরা খাজে দিনের পর 'দিন অগ্রগ'তির 'দিকে যাবে। 'কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত আমরা দেখতে পা'ই।

কথার কথা অ'ম্ম বল'ছি যেমন জওহর ন'ড, উদয়পুর, গুমত'র উপর ন'ড হয়েছিল। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে যিক তেমনভাবে ছুড়া ন'লস যদি ব'ধ দেওয়া হয় তাহলে বন্য নিরোধও হবে এবং ফসলের উৎপাদন ও বাড়বে। 'কিন্তু কংগ্রেস সরকার তা করবে না। যতটুকু কাজে ন' হয় প্রচ'র হয় তার 'বিধ' অ'গরহ'ল। স'তের যদি ফ্লাড হতো তাহলে হয়ত বা দল'য় ল'ক'দের 'কছুটা সাহায্য হতো। এ'ই জগ'ত বোধ হয় এ'ই শতাব্দির এ'ই 'বিপদজনক অবস্থা'র সৃষ্টি করা হয়ে'ছিল। অ'গের থেকে কোন 'স'কারের প্রটেকশনের ব'ল্ল'বস্ত করা হয় নাই। এ'ই বক্তব্য রেখেই আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other member ?

ঔদেবেস্ব কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অযোধ্যা বাবু বক্তব্যের পরে আমার মনে হচ্ছে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বন্যার জগা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই ক্ষয় ক্ষতির জগে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী দায়ী। আজকাল ওনার প্রত্যেক বক্তব্যের একটা সুর দেখতে পাই সে সব কিছুর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উপর দোষ চাপিয়ে দিতে চান। মুখ্যমন্ত্রীর সব দোষে দোষ। আমরা আজ এখানে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি গণতান্ত্রিক উপায়ে। আমরা সকলেই আজ সমভাবে দায়ী একথাটা তিনি বুঝতে চাননা।

আর একটা কথা এই যে, ফ্লাডটা যেন কংগ্রেস সরকার ইচ্ছা করেই জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। ওনার যদি সেট দৃষ্টি ভঙ্গা থাকে এবং পত্র পত্রিকা দেখেন তাহলে তিনি

দেখতে পাবেন যে, সেই গৃহর রাজস্থান যেখানে গৃহটির অভাবে মক্কাভূমি হয়ে গেছে সেখানেও আজকে ফ্লাড হচ্ছে। এটা একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তার সংগে আমরা যুদ্ধ করে চলছি। এটাকে জয় করতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি। তাতে ব্যর্থ বা কোন কোন ক্ষেত্রে successful হবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা Unsuccessful হবে। সে সব ক্ষেত্রে আবার নতুন করে চেষ্টা করা হয় সাকশনসগুলি ওড়ার জন্য।

কথা হলো, আমরা যখন নিষ্কাচনের সংস্থান করছি তখন আমরা বলে থাকি যে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা সরকার গঠন করবো। যাটা মেজরিটি হবে তাদের দিয়ে আমরা সরকার গঠন করবো। আমরা দেশের উন্নতি করবো। কিন্তু ক্ষমতা না পাওয়ার ফলে ওনারদের যেন কিরকম একটা অবস্থা হয়ে যায়। কেবল personal attack আরম্ভ করতে থাকেন।

বলো আমাদের দেশে হয়েছে সেটা ঠিক এবং তা বোধ করতে হবে, তাও ঠিক। তিনি একটা কথা বলেছেন যে এখানে সেখানে জটল ছিল হুগুরা বাজো এবং তার জঙ্গে আগের দিনে বজা নিয়ন্ত্রিত হতো। এখন জনসাধারণ সেই জটল দখল করেছে এবং ক্রমশঃ যেন নদীকেও দখল করেছে। কুম্ভার বাপার। কুম্ভার বাপার এটা House এ তিনি বলেছিলেন যে জনসাধারণ যদি জটল কাটিতে যায় তখন সরকার থেকে নানা ধরনের বাধা আসে। তার জঙ্গে ওনারা ব্যক্তিগত কোন বাণীনি গঠন করে হুগুরা বনজ সম্পদ নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। এখনতো সেখানে মনে থাকে না যে বজা হতে পারে। বজার জল সেই রকমের বাধা বোধ করা যেতে পারে। ওনার কথটা বজা বোধ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেন। তার কথার উদ্দেশ্য হলো বজা হউক। তাহলে সরকারকে গ'ল'দিতে পারবে। আবার গাছ কটলে আবার গা'ল দেবে। উল্লেখ করেন নথের কথাও হুগুরা কুম্ভার বাপার।

হুগুরা বাজো বজা হয়েছে এটা ঠিক। বজা কে আমরা ক'র করে control করবো সেটার হচ্ছে আমাদের চম্ভার বিষয়। আমরা দেখতে পচ্ছি দিন দিন নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে। পয়সাপ পয়সাপ জল সাধারণ ক্ষমতা নদীগুলোর মতো আর নদী আর জলাভূমিতে হাজার হাজার জল সঞ্চয় দেখেছি, বড় বড়, চন্দ্র বড়, যখন বড়, দেখেছি সেগুলোর জল জলাভূমিতে জল প্রবেশ করলে সব সেই জল বোঁধে এসে নদীতে পড়তে অনেক সময় লাগতো। একসাথে সবজল বোঁধে যেতে না। কিন্তু আজকাল মনুষ্যের চাপের হউক বা মনুষ্যের প্রয়োজনের হউক সেই জলাভূমি থেকে জল হুগুরা করে নদীতে বোঁধে আসে। এও হচ্ছে বন্যার আর এক কারণ। সেগুলি করতে গেলে আমাদের বেজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগ্রহ হতে হবে। যদি প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে বেজ্ঞানিক পদ্ধতি হুগুরা আমরা এগিয়ে গেতে পারবো না। প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান যে উত্তপ্রোত্তভাবে জড়িত সেটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলেই আমাদের গণতন্ত্র successful হবে। আমাদের যে হুগুরা হুগুরা তা হুগুরা হবে। আমরা দেখতে পেয়েছি আজকাল নদীগুলিতে যে বন্যা আসে তা বোধ করতে গেলে আমরা যে ছোট ছোট কতগুলি কাজ করে তাতে অনেক কষ্ট থেকে যায়। একটা উপমা দিচ্ছি। আজকে গোমতী নদীতে অমরপুর থেকে

সোনামুড়া border পর্যন্ত একটা বাধ দেওয়া হয়েছে। আগরতলা মেলাঘর পর্যন্ত যে বোড সেটা হচ্ছে সোনামুড়া বোড। সেটা হল মেলাঘর—সোনামুড়ার Permanent বাধ। যাতে আমাদের ফসলকে এই গোমতী নদীর জল নষ্ট করতে না পারে। দিন দিনই বাধ উচু হতে চলেছে। প্রথম আমরা দেখেছি বাধ ২৩ ফুট উচু ছিল, সেই বাধের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে যেতে পারত না। এখন সেই বাধ ১৫১৬ ফিট উচু হয়েছে। এখন আবার একটা নতুন estimate হয়েছে সেই বাধ আবার ৪ ফুট উচু হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোনামুড়াতে বাধের নীচ আর নদীর গভীরতা প্রায় সমান। বাধ যদিও বা উচু হচ্ছে তথাপি আমরা হয়ত একদিন দেখতে পাব যে নদীর গভীরতা প্রায় শস্য ক্ষেতের সমান হয়ে গেছে। বাধ দিয়ে আমরা নদীর একদিকের ফসলকে রক্ষা করি। যেমন আমাদের কাকড়াবন থেকে দুর্গানগর পর্যন্ত যে বাধ আছে, সেই বাধ আমরা দিন দিনই উচু করি এবং নদীর উত্তরদিকের ফসলকে রক্ষা করার জন্যই আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে নদীতে বাধ দেওয়ার ফলে নদীর উত্তর দিকের যে পরিমাণ ফসল বন্নার কান্ড থেকে রক্ষা পায় তার ৪ গুণ বেশী ফসল নদীর দক্ষিণ পাড়ে নষ্ট হয়। এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য, ফসল বাড়ানোর জন্ত তা বাতুল হতে চলেছে। তার জন্ত আমি বলছি এখানকার যে জনসাধারণ আছে যারা নদীর সঙ্গে পরিচিত আছে, যারা নাকি যুগের পর যুগ নদীকে দেখে এসেছে কিভাবে নদী আগে ছিল, এখন কিরূপ হয়েছে—তাদের পরামর্শ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। আমাদের ফসল রক্ষা করতে গিয়ে বাকী ফসল নষ্ট করলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আরেকটি ভিনিয় আমরা দেখতে পেরেছি। শীতকালে যখন নদীতে জল থাকে না, তখন দিল্লী থেকে Engineerরা আসেন, তখন তারা দেখেন হোট হোট ছেলেমেয়েরা নদীতে খেলা করে, গরুগুলো হেটে নদী পাড়ি হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায় পাক্ত্য ত্রিপুরার যে প্রকৃত রূপ সেই রূপ তারা দিল্লীতে নিয়ে যেতে পারেন না। তারপর আমাদের কাজ হয় তাতে একটা ক্রটি লক্ষ্য করেছি যে পূজার পর থেকেই আমরা PWDকে তাগাদা দিয়েছি যে আমাদের নদীর বাধগুলির যে অবস্থা এখন থেকে যদি এই বাধগুলির কাজ আরম্ভ করা না হয় তাহলে বাধ রক্ষা করা যাবে না। আমরা চাই না যে নদীর বাধ ভেঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেলে সরকার থেকে কিছু চাউল, কিছু আটা, কিছু অণুর মুখ্যপোষক হয়ে মানুষ বাঁচুক। মানুষ চায় নিজের পরিশ্রম করে যা উৎপাদন করে তা নিয়ে বেঁচে থাকতে। আজকে আমরা জানি সরকার থেকে অনেক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সরকার থেকে বিনে পরসায় খাওয়া দেওয়া হয়েছে, বস্তার ফলে আউস ফসল এবং নুরো ফসল নষ্ট হয়ে যা ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি কি কষকেরা ১০ বৎসরেও পূরণ করতে পারবে? আজকে তাদের খর নেই, বাড়ী নেই, যেখানে জল ঢুকেছে সেখানে ঘরগুলি মাটির সংগে মিশে গিয়েছে।

হাজার হাজার মণ ধান নষ্ট হয়েছে। এমন লোক আছে যে নাকি আজকে বাস্তব ভিত্তি করতে বাধা হয়েছে। সে কি সরকারের ১০/১২ দিনের খাত কিছু চিড়া ও কিছু গুড় সাহায্য পেয়ে তার এবং তার পরিবারের জীবন রক্ষা করতে পারবে? আমরা চাই স্থায়ী প্রতিকার। স্থায়ী প্রতিকার করতে গেলে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দরকার। এবং সেট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে যদি জনসাধারণের মিল না থাকে তাহলে সঠিকভাবে স্থায়ী প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এই যে flood protection এর ব্যাপার সেটা PWD করে থাকে। গত বৎসর সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তানা দেওয়ার জন্য সেই তানা ২৫ ফুট নীচে দেওয়ার কথা ছিল। এবার flood এ যখন তানাস্তি ভেসে উঠে তখন দেখা গেল যে ১০ ফুটও মাটির নীচে ছিল না।

তাঁই আজকে এই flood protection এর ব্যাপারে যদি জনসাধারণের সহযোগীতা না থাকে তাহলে flood protection হবে না। আমি জানি যখন flood হয়েছিল তখন জনসাধারণ সহযোগীতা করতে গেলে সরকারের লোক তাদের কাছে যেতে দেয়নি। আমি জানি আমার গ্রামের পার্শ্ব দুর্গাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় সরকারের লোককে জনসাধারণ যেতে দেয়নি। তারা নিজেরাই দিবসরাত্ত পরিশ্রম করে তাদের বাঁধকে রক্ষা করেছে। সরকারের কর্মচারীদেরকে যখন গ্রামবাসীর বলে যে তোমরা আমাদের বাঁধকে রক্ষা কর, আমাদের গ্রামকে রক্ষা কর, তখন সরকারী কর্মচারীরা বললেন আমরা কি করব, আমাদের তো fund নেই। একটা বস্তা পর্যাপ্ত তাদের কাছ থেকে তাদের বাঁধকে রক্ষা করতে পারিনি। আজকে আমি তাদের দোষ ক্রটির কথা সমালোচনা করতে যাচ্ছি না। আমি চাই জনসাধারণ সেট করার কবল থেকে যাতে রক্ষা পায়। তারা সরকারের কাছে ১২ দিনের খাত চায় না, ভিক্ষা চায় না। তারা চায় নিজের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে, নিজের দায় বাঁচতে। এবং সেট বেঁচে থাকতে হলে সরকার যদারিদ্র নিয়েছে আমি আশা করি সরকার সেট দায়িত্ব পালন করবে জনসাধারণের সহযোগীতায়।

কাজেই জনসাধারণের সহযোগীতার জন্য যদি প্রত্যেক flood আধাৰিত এলাকায় কমিটি করা হয়, সরকারী কর্মচারী যদি সেট কমিটির সংগে সহযোগীতা করে তাহলে রক্ষা না হয় অন্ততঃ প্রতিকার করার একটা সঠিক ব্যবস্থা হবে বলে আমি আশা করি।

ঐয়রসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে Resolutionটা হাউসে উপস্থাপন করেছেন আমি সেটার বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য বুঝতে চাইছেন যে আমাদের ত্রিশুরা সরকারের flood protection এর কোন scheme নাই। আমাদের সরকারের যথেষ্ট scheme আছে। যদি মাননীয় সদস্য একটু কষ্ট করে ১৯৬৭-৬৮ সনের বাজেটটা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন flood protection এর জন্য আমাদের সরকার কতগুলি scheme প্রণয়ন করেছেন। আমাদের গোমতী নদী, হাওড়া নদী, মহানদী

যুহরী নদী নিয়ন্ত্রণের জল অসংখ্য scheme আছে। আমি মনে করি যে schemeগুলি আছে সেগুলি যদি যথাযথভাবে অর্থ ব্যয় করে ঠিকভাবে পরিচালিত করা হয়, তাহলে এই ধরনের Resolution এর আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমার একটা suggestion হল সরকার যখন scheme গুলি করেন তখন জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে scheme গুলি করা উচিত। সরকার যখন scheme করেন তখন দেখা গেল অফিসাররা নিজেরাই বসে বসে ঐ scheme করেন। তাতে দেখা গেল অনেক সময় ঐ scheme গুলি fulfil হয় না বা আশান্তরূপ ফল হয় না। আমার অনুরোধ হল যারা scheme গুলি রচনা করেন তারা জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের নেতা এবং বিধানসভার সংশ্লিষ্ট এলাকার সদস্যদের সাথে আলোচনা আলোচনা ক্রমে তাকা করেন তাহলে তাকা ঠিক ঠিক ভাবে রচিত হবে এবং আশান্তরূপ ফল লাভ করবে। তাহলে আমাদের ত্রিপুরাকে flood protection দিতে কোন রকম বেগ পেতে হবে না। আমার সালগড়া এলাকাতে দেখা যায় সালগড়া থেকে শিকারী বাড়ী via আমতলী। হতরা scheme একটা করা হয়েছে flood protection এর জন্য। সেটা হতরা হতে শিকারীবাড়ী পর্যন্ত via আমতলী দেড়লক্ষ বা দুই লক্ষ টাকা খরচ করে প্রায় complete করা হয়েছে। কিন্তু বন্যার সময় দেখা গেছে contractor কোন কোন জায়গায় কাজ রেখে গিয়েছে fully completed হয় না। যার ফলে এবার বন্যার সময় ঐ সমস্ত কাজ দিয়ে ভাল চুকে অনেক কঠি করেছে। যারা Engineer আছেন বা contractor আছেন তারা যদি সবসময় কাজের গোড়াতে গিয়ে দেখা শুনা করতেন তা হলে এ ধরনের অসম্পূর্ণ কাজ হতো না। কথা হল হতরা হতে শিকারীবাড়ী পর্যন্ত একটা scheme করেছে কিন্তু ধুবাইহুড়ি গুদারি ঘাট হতে সালগড়া পর্যন্ত এটা বিল্ডিং এলাকা ঐ scheme থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। অতএব ধুবাইহুড়ি হতে শিলদাটি পর্যন্ত যদি ঐ schemeটা সম্প্রসারণ করা হয় তাহলে ভাল হয়। Dumbor Hydro Electric Scheme গটা আমাদের সরকার হাতে নিয়েছেন এবং যুহরী নদী, মনু নদী, খোয়াই নদীর যে সমস্ত scheme সরকার হাতে নিয়েছেন সেগুলি যাতে ত্বরান্বিত হয় সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। তারপর 'তিনি যে Directs to the govt. লিখেছেন সেটার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ এর অনেক আগেই সরকার এ ব্যাপারে scheme গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমি মনে করি সরকার যে সমস্ত scheme নিয়েছেন সেগুলি সমন্বয়সঙ্গী এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রহণ করেছেন। তবে সেগুলি রূপায়ন করার জন্য যেন সরকার জনসাধারণের সংগে সংযোগ রক্ষা করেন। কারণ govt. হল By the people, for the people, of the people. সুতরাং people এর সাথে যাতে যোগাযোগ থাকে এ হল আমার অনুরোধ। অফিসে বসেই যাতে scheme রচনা করা না হয়। যে সমস্ত scheme সরকার নিয়েছেন সেগুলি যাতে তাত্ত্বিক শেষ করা হয় এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

প্রমোদ রজন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অম্বোদ বাবু যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ এবার যে বন্যা হয়ে গেল সেই

৬৭

বন্যা বিপ্লবার জনসাধারণের নিকট একটা বিশেষ শিক্ষা এসেছে। আমরা আর্মি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা এষ্টটুকু বলতে পারি যে এই বন্যা এষ্টটুকু শিক্ষা দিয়েছে যে P.W.Deptt. অথবা অন্য কথায় এটি যে bureaucracy এবং bureaucratic temperament এটি দুটো এবার বন্যায় যে ভাবে play করেছে সেট দিনে আমাদের সবদান তেজে চলে। এটি যে জনজীবনের প্রতি তাচ্ছিল্য। সং তাচ্ছিল্য আমাদের দূর করতে পারে। আমরা জনগণের প্রতিনিধি। জনসাধারণের মূল চাপের সমীচীন আমরা অক্ষমতারে অভিহিত। এবার আমরা কি দেখেছি? সারা দেশব্যাপী বন্যাস্রাব একটা পদক্ষেপ হয়ে গেছে। আমাদের মাননীয় Chief Minister, আমরা দেখেছি একলাফ একবেগে যাওয়া যাক বা যেন বন্যাস্রাব নেই হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের ভাবতে চলে যদিও এরকম সত্যি যে গুজরাট, রাজস্থান, মেঘালয় বন্যা হয়েছে। তার সাথে সাথে আমাদের ভাবতে চলে যে বন্যাকে সংযত করব কিনা আমরা নিবদ্ধ করেছি। প্রথমতঃ আমি অবশেষে শতাব্দির কথাটি বলছি, এই আগরতলা শতাব্দির জন্মদিনে এই শতাব্দির জন্য উপরোধ কাটাখালের উপর বাদ। July মাসে আমরা দেখেছি July মাসে বন্যাস্রাব তেজে কাটাখালের বাদ। শুধু দেখেছিল। সং বৈদেশিক repair খরচে করা হয় না। সেট বাদকে রক্ষা করে নেয়া হয়েছিল। আর কিছুদিন পর অবশেষে July মাসে সেট বন্যাস্রাব তখন আগরতলা শতাব্দির জনসাধারণের মধ্যে একটি সমস্যা এবং আগরতলার সৃষ্টি হয়েছিল বড় চাপের বিষয়, বড় পরিভ্রমের বিষয় যে ১০-১২ টি বস্তুর মধ্যে কাটাখালের জল বাড়তে লাগল তখন একজন Work Assistant ছাড়া বন্যাস্রাবের ফলে পাড়ে ছিল না। সত্যিই যদি বিশ্বাস করে যে উৎসাহ করে থাকে তা হলে আগরতলায় দুর্ভিক্ষ আগরতলায় দুর্ভিক্ষ এষ্টটুকু প্রমাণ করেছে যে তারা আগরতলা শতাব্দির বন্ধন করে দেবে। কিন্তু P.W.D. থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। সকাল ৮টা পর্যন্ত বন্যাস্রাব আগরতলায় প্রবর্তিত হুলের দিকে বাদ। শুধু পাড়েছে, শতাব্দির দিকে বাদ। শুধু পাড়েছে। sluice gate এর দিকে বাদ। শুধু পাড়েছে, দুর্ভিক্ষ দিকে বাদ। শুধু পাড়েছে। বর্ণিত নগরের দিকে বাদ। শুধু পাড়ে প্রায় এক ডাক বেলার দিকে বাদ। শুধু পাড়ে। কিন্তু আমি একটা কথা বলি। সেটা হলো এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এর বাদকে বন্ধন করা হচ্ছে। তা বিজ্ঞান সম্মত কিনা? সেট বাদে আগর পাড়ে ডাক ব ডাক ব বাদ। আগরতলা যদি খুব নিষে থাকেন এবং আগরতলা অনেকটাই চরম করেন। যে ভাঙি অভয়নাগর, রাধানগর প্রতি স্থানে কত ঘটির খরচ হয়ে পাড়েছে এই বন্যাস্রাব। ডাক ব ডাক ব লোক বন্ধন করেছে। এক কেজী বা দুকেজী চিড়িয়া কি মাছের পটী ভেঙ্গে। এই বন্ধন মাছের ক্ষুধাটিকে আমরা অবশেষে চোখে দেখতে পারিনা। আজকে আমরা bureaucracy's negligency কে অবশেষে চোখে দেখতে পারিনা। সত্যি বলতে কি এটা লক্ষ্যের বিষয়। এই যে P.W.Deptt. তাদের এই কাটাখাল সম্পর্কে ধারণা it will go away, অর্থাৎ এই বাদ। শুধু আগরতলা শতাব্দির হিসাবে নিয়ে যাবে সেট জানাট তাদের চামড়া বঁচানোর জন্য তারা পালায়ে দিয়েছিল। তারা বাধের পাড়ে ছিল

৭৮

20/10/68 10/10/68 11/10/68

না। এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখের ও পরিভাপের বিষয়। আজকে আমাদের এই সমালোচনা করতে হচ্ছে এই জন্য যে আজকে আমাদের মরণ বাঁচনের প্রশ্ন। আজকে আমাদের এটাই স্বীকার করতে হবে যে আমরা জনসাধারণের সেবা করতে এসেছি। আমরা প্রাক্রমিক সেবা করতে আসিনি। আজ আমাদের দেখতে হবে যে দেশে প্রাক্রমিক and this worst type of temperament should go for good. সেজন্য আমাদের সুভাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এটা যে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের ক্ষতি করেছে। মানুষ যে আজ পথের ভিখারী হয়েছেন আমরা পথের উপর দাঁড়িয়ে দেখছি খাট, চৌকি, পালং সমস্ত জলের তলায় চলে গেছে। শুধু তাই নয়—বাড়ীর ভিতর দিয়ে নদী বয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য বিষয় হচ্ছে কাটা খালের ঐ পাশে যে টিলা জমি আছে সেগুলি পর্যন্ত জলমগ্ন হয়েছে। বছর বছর কোটি কোটি টাকা পথের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হচ্ছে। এটা কোটি কোটি টাকা খরচ করে আমরা কি চিন্তা করতে পারি না যে কাটা খালের অপর পারে যে হাজার হাজার বাড়ী আছে সেখানে কি ব্যবস্থা করলে পরে জল তাড়াতাড়ি নামতে পারবে এবং ঘরবাড়ী ভাঙতে পারবে না। এটা ব্যবস্থা কি করতে পারি না এটা বিজ্ঞানের দৃষ্টে? এটা খুব বড় কথা নয়। আসলে আমরা কিছু করার চেষ্টা করি না।

হুট এক কুড়ি বালি ফলেট ভাঙা মনে করেন তাদের দায়িত্ব বেশী। আজকে যদি হাওড়া নদী বা কাটা খালের বাঁধ আপনারা দেখেন তবে দেখতে পাবেন নদী যেখানে গভীর স্থানেই বাঁধ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাঁধ কি টিকতে পারবে? আমরা দেখছি বাঁধের গোড়ার মাটি ধসে গেছে। এক হাত নয়, দুই হাত নয় ৪-৫ হাত পর্যন্ত ধসে গেছে। রাস্তার ওপর বাঁধ সেট পথের নীচে গেলো হয়ে গেছে ৪-৫ হাত এটা মগতি স্থলের নিকটে। তাহলে কি PWD এর ইঞ্জিনিয়ারদের এবং Department এর দৃষ্টি ভদ্রিকে রাখবে এবং বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করবে? নিশ্চয়ই না। সাধারণ বুদ্ধিতেও বুঝতে পারি যে এই বাঁধ এইভাবে বন্ধিত হতে পারে না। পথের অপর পারে আমরা দেখছি কাঠানগরের বীচের গ্রামগুলি একেবারে ভেসে গেছে।

অগ্নি পাড়ের বাগানগর এবং নৌচের গ্রামগুলি সমস্ত ভেসে গিয়েছে এবং বাড়ীর উপর দিয়ে জল গিয়েছে। সেই বাড়ীগুলিকে অল্প সরিয়ে নিয়ে বিপদের হাত থেকে কি বক্ষা করা যায় না? আমাদের মনে রাখতে হবে বজার এই যে জলোচ্ছ্বাস সেটা যখন জমরা মানুষের গুলোর জল ব্যবহার করতে পারি, আজ যদি এই জলোচ্ছ্বাসকে আমরা হিকমত বোধ দিয়ে রাখতে পারি। আজকে প্রত্যেকটি হুড়া যদি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে সবগুলো বালিতে ভর্তি হয়ে গেছে। ইজানেশ্বর সমস্ত বালিতে ছুড়ানো হয়ে গেছে। এই জল যখন ছুড়ানোতে জল নেমে আসে তখন সেইজন্য হুড়ার চাবিদিকে সমস্ত বাগানগর ছুড়িয়ে পড়ে কলে একবার পর একবার জমি বালিতে ঢেকে যায়। এই হচ্ছে গ্রামগুলোর

অবস্থা। এই জলস্রোতকে কি আমরা অটকাতে পারি না? আজকে যদি ফসল উৎপন্ন করতে হয় তাহলে জল বিদ্যুৎ এবং জলসেচ দুই প্রয়োজন। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রিপুরায় এবার বজ্রায় যে ক্ষতি হয়েছে তাবদিকে P.W. Deptt. সজাগ দৃষ্টি রাখে নাই। এই প্রস্তাবের আমি সমর্থন করতে পারছি না। অস্বাভাব্য এই প্রস্তাবের মাধ্যমে political gain করার জন্য ruling party এবং মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু বলেছেন তা সত্য নয়। আজকে scheme আছে টাকাও আছে কিন্তু implementation এর সময় সমস্যা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। Implementation এর জন্য দায়ী Engineer, P.W. Departmentএর। আজকে কাউন্সিলে এ আওয়াজ উঠতে চলে যে এই Engineer বা যদি বাগকে বন্ধ না করতে পারে, সড়কে বন্ধ করতে না পারে এবং গ্রামাঞ্চলকে বজ্রার কবল থেকে বন্ধ না করতে পারে, তাহলে আমাদের উপযুক্ত Engineer এর সন্ধান করতে হবে, কারণ Engineer এর অভাব হয় না, আন্তরিকতার অভাব। এই Engineer বা যদি আগরতলা সহরকে, ত্রিপুরাকে সেবা করতে না পারে, যদি মনে করে থাকে আগরতলা থেকে শুধু টাকা নিয়ে যাব, যেসব অনেক Engineer এখানে deputation এ আসে হু-চাং টাকা লুটে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেবার মনোবৃত্তি তাদের নেই। সেবার মনোবৃত্তি যদি তাদের থাকতো তাহলে আজকে আগরতলা সহরের এই দুর্ভাগ্য হয় না। আমি আজকে এই আবেদন রাখবো যে একদিকে হু-চাং নদীর অপর পাড় এবং অন্যদিকে কাটাখালীর অপর পাড় যেমন গোপালপুর, মডুয়নগর, বাপুদেহাট, প্রতাপপুর প্রভৃতি এলাকার মানুষের কি বাবুতা করা যায়। এবং আমি আরেকটি আবেদন রাখবো যে মহাভারতের আমলে কাটাখালী এবং হু-চাং নদীর জলোচ্ছ্বাসকে সংযত করার জন্য সেই scheme টাকে আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে কিনা সেই সবকিছু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখবো। তার সাথে সাথে আমি বনজিং নগরের কথা বলবো। বনজিং নগরের যে কাজের কাজের লোক আজ হু-চাংগে চলেছে, তাদের বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে সেই সমস্ত লোকের কথা আজকে আমাদের ভাবতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাদের বাস চুমতে ভাড়া দিয়ে অথবা বাড়ি ঘরদের বন্ধাদির জন্য ঈশ্বরমত compensation দিতে হবে। তাদের কোন ক্ষতি নেই। এই বনজিং কাজ থেকে তাদের বাঁচাতে হবে। তাই আমি আজকে সমর্থন না করলে ও আজকে প্রস্তাবের মাধ্যমে এটাই বলছি যে, scheme যখনই আছে কোটি কোটি টাকা যেখানে ব্যয় হচ্ছে সেটাকে একটা বাস্তব এবং বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাগকে বন্ধ করার বাবুতা করতে হবে। ময়ূ নদীর, হু-চাং নদীর, গোমতী নদীর, দেও নদীর, জলকে কি ভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে পারি এবং দেশকে ভবিষ্যৎ বন্যার প্রকোপ থেকে কিভাবে বন্ধ করতে পারি সেই চিন্তা আজ আমাদের করতে হবে। কারণ আজকে আমরা এই কাউন্সিলের জন প্রতিনিধি হয়ে যদি আমরা কুলে বাই যে বর্ষমানের এবারের বন্যার যথা দিয়ে যে চিত্র বেড়িয়েছে সেই চিত্রের যথা দিয়ে একটা জিনিষ বেড়িয়েছে সেটা হল P.W.D এর অপদার্যতা। সেই অবস্থার কথা যদি আমরা কুলে বাই

তাহলে জনপ্রতিনিধি হয়ে যদি আমরা মনে করি যে তারা যা করে তাকে আমরা প্রশংসা করব তাহলে আমার মনে হয় যে জনপ্রতিনিধির কর্তব্য সন্দেহে আমরা অবতীর্ণ করব। যা সত্য তা স্বীকার করে বলতে হবে যে গোমরা P.W. Deptt. বার্ষিক হয়েছ, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও, বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং জন দরদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, সত্যকথা হল এম যে সার্ভেয়ে বাঙিয়ে দিয়ে বলল তোমরা যে যার দাতলা দালানে যাও কিছু আমার পক্ষ হচ্ছে এম যে আগরতলা শহরে কত মোট ঘর আছে ছোট ছোট সব আছে এবং তাদের সম্পত্তি নিয়ে কে যায় থাকে। সেটা চিন্তা আমাদের করতে হবে। এবং তার সাথে সাথে এটা চিন্তা আমাদের করতে হবে যারা দালানে থাকে, যুক্তি কেসে গাড়া দেওয়া তাদের এইক ভাবেও হবে যে গরীব জনসাধারণ যাদের কুপার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং তাদের মঙ্গলের জন্য আমরা আছি। তাবাত আমাদের বেখেছে। আমি বিশ্বাস করি তার আমাদের ভাট দিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। তাদের যে মাটির খবর ভুলে পড়েছে, আর যারা দাতলা দালান থেকে যুক্তি কেসে এদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাদের সম্পত্তিও একদিন এককম পড়বে যদি আজ ও আমরা সাবধান না হই। তাহলে বলা হবে যে আমরা এসে অত্যন্ত আম সমস্যা করছি, আমাদের bureaucracy কে সাবধান করে দেবে যে নিয়মের অনুসরণ করা করাও জন তার এসেছে, সেটা হলে জনতার বাসায় তাদের উপর পড়বেও পড়বে।

Shri S. L. Singha : মাননীয় সচিব মহোদয়, তাউসের সম্মানে যে পত্রের বাখা হয়েছে সেটা সন্দেহে বলতে গিয়ে আমরা বলব বলা নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। সেটা হল যখন মেয়াদে পরিবর্তন। আসন্ন বঙ্গ থেকে বঙ্গ পান্ডুর উপর দাতা মেয়াদে পরিবর্তন আমরা গ্রহণ করছি এবং তার জন্য survey party গঠনও এসেছিল এবংও এসেছে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। সেটা অনুসারে upper বে ডলকে আটকিয়ে বেধে reservoir করে আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারি। তার ব্যতিক্রম করার জন্য survey party এসেছে এবং তার কাজ শুরু হয়েছে। এটা হল নদ মেয়াদে scheme আর যে দাঁধ দেওয়া সেটা হল যখন মেয়াদে পরিবর্তন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যেমত Hydro Project এর কাজ আমরা already শুরু করেছি। সেটা দিক দিয়ে আমরা বসে নেই। Long term plan করতে গেলে পরে যে অর্পের দরকার হবে সেটা প্রত্যেক মাননীয় সদস্য অবগত আছেন। ভবিষ্যৎ বন্য নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন। হিসাবে ভাষায় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে plan এখনো করা হয়নি। কেবল শুরু হয়েছে, কি করে তা আমরা করতে পারি তার পরীক্ষা নিরীক্ষা ভবিষ্যৎ চলছে এবং এটা খুব difficult plan.

কারণ তার উপর অনেকগুলি বিষয় জড়িত থাকে। যেমন erosion of the soil, হিপুরার যে পরিবেশ ছিল সেটা পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। হাওড়া নদীতে আমরা দেখছি রাতে যদি দৃষ্টি তত তা হলে পূর্বের দিন সন্ধ্যার সময় হাওড়াতে জল আসত। আর আজকে রাত্রি ৩ ঘটনার মধ্যেই জল এসে উপস্থিত হয়। তার কারণ হল পরীক্ষা নিরীক্ষা

করে দেখা গেছে যে erosion of soil হল main cause কারণ forest এর যে reserving power of water erosion এর সাথে সাথে তা নষ্ট হয়। অতএব সেট জনা আত্মকে বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা scientific wayতে শুরু করতে গিয়ে দূরে কেবল মাঝ দাঁদ তৈরি করা সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় নয়। Forest থেকে শুরু করে erosion of soil পর্য্যন্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এবং তার সাথে সাথে আমরা যে প্রকল্প করব সেট প্রকল্পকে আমরা কি করে কার্যকরী করতে পারি তার উপর space of water এর সহাবদনা আছে। মনোমত সমস্যা গারী এখানে আছেন তারা সকলে অবগত আছেন চাওড়া নদীর যে space ছিল মতিঝিলের যে space ছিল সেই space আর নেই। আজ জনবসতি এত চড়ে গেছে যে তাদের space কমি গেছে। তাই বাকি এক করতে হলে আমাদের নতুন করে তার উপায় বের করতে হবে। এটি জাতির চাচার লোককে এটি সমস্যা বসতি থেকে উঠিয়ে নিজে কোম্পানি ব্যবসায়ী-এই প্রকল্প হবে এটি যে জনসংবলন করা হবে অর্থাৎ বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা ও গ্রহণ করতে হবে। বন্যজানসংবলন করা বলা চলেছে, শুধু বন্যজানসংবলন নয় উদ্ভিদকে অসলে একটা বিকটি জলা ছিল সেখানে এখন ঘন বসতি চড়ে গেছে এতে সব অসলে যত লোককে দেখা যায় তত লোককে বেড়ে বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা করবে। তবে চাওড়া নদীর উপর পাড় বসুন আর সফিক পাড় বসুন সেখানে যার কন ঘনবসতি চড়ে গেছে নদীর আর space নষ্ট। তাই নতুনবে বান্দা দেওয়া চলে কিন্তু তত অবগত আমাদের চিন্ত করতে হবে খোঁজামারায় বান্দা দেওয়া চলে কিন্তু খোঁজামারায় নদীর নদীর নদীর বান্দা দেওয়া চলে কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে হবে

[illegible]

grow more food' করছি; flood protection 'করছি না'। 'আমরা আগেই বলেছি যে বরষা মেয়াদী পদ্ধতিতে আখরো গ্রহণ করেছি।' এবং 'এতটুকু এক স্টেডিল থেকে তারা আলাপ আলোচনা করে minor irrigation scheme' কোথায় 'কিভাবে করা যায়' সেই অগ্রসারে তারা করেছে। এবং ত্রিপুরার জনসাধারণেরও চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা প্রতি গ্রামে যা আছে বর্তমানে তার উপর নির্ভর করে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। সেই অগ্রসারে আমরা কাজ করছি। তবে আমি জনসাধারণকে আবেদন করব যে-কিছু embankment কোথায়ও স্থাপন declared হয়, তার উপর দিয়ে যদি হাজার হাজার লোক চলাচল করে তাহলে তা খারো খারাপ হয়ে যায়। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে নীচের দিক দিয়ে চিহ্ন দিয়ে গেছে। যদি হাজার হাজার লোক তখন বাকের উপর উঠে তাহলে অবশ্যই বড় ক্ষয় হবে। জনসাধারণকে এটা বলে সাবধান করে দেওয়া উচিত যখন বাককে danger বলে declare করা হয় তখন যদি কেউ বাকের উপর দিয়ে চলাচল করে তাহলে যে কোন সময় accident হয়ে মানুষ মারা যেতে পারে। দাঁট যদি ভেঙ্গে যেত ততলে প্রধানকার জনসাধারণের কি অবস্থা হত? তাই আমি বলব যে ১০ হাজার বিপুল লোক নিয়ে কোন কাজ হয় না; শুধুমাত্র যদি ১০ জন লোক থাকে তাহলে যদি পরিকল্পনা অগ্রসারে কাজ করে তাহলে সেও কাজ দৃষ্টান্তে সম্পন্ন হতে পারে। আমি বলব জাতিখাল বাদ দেবে গেছে কারণ তখন ডল কমে যাক্ছিল। জনসাধারণের সহযোগিতায় সেই বাদ বন্ধা পেয়েছে তাই আমি তাদেরকে সম্বাদ জ্ঞান করছি। কিন্তু তার সঙ্গে সাথে নিজেদের protection এর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। কারণ এখন হাজার হাজার লোক অন্যত্রও গিয়েছিল। সেটাও একটি risky গ্যাপার। কাজেই সেই দিক দিয়ে কোথায় কোথায় চিহ্ন দিলে সেটা বলে দেওয়া সবকিছের কোন অপব্যব বলে আমি মনে কর না। Danger হিসাবে সেই signal দেওয়া হয়েছে আর উনারা উপভাস বলে মনে করেছেন।

আমি সেই দিক দিয়ে এই হাউসের সমস্ত সদস্যকে অগ্রগণ্য করব তারা যেন জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন। আমি জানি জনসাধারণের হৃৎক বিঘাট। বিঘাট এক flood হয়েচে আমি তাই আমরা সমস্ত ত্রিপুরাকে natural calamities area বলে declare করেছি। এবং আমি জানি natural calamities declare করা সত্ত্বেও তারা বাস্তবিক করেছে। তা চক্ষে যে আমরা সজ্ঞান পোষণের জন্য তা করছি। তাহলে তারা অস্বীকার করছেন যে natural calamities হয়নি। আমরা যেন জনসাধারণের হৃৎককে বাস্তবিক বা উপভাস না করি। এবং সবটাই motivated wayতে চিন্তা করি। সেই দিক দিয়ে আমরা সমস্ত সদস্যগণের কাছে আবেদন করছি যাতে শুধুলা ঠিক হয়, যাতে আমরা flood protection measureকে successful করতে পারি। কারণ আমরা জানি লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তো বলব না যে লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হয়নি, natural calamities হয়নি। Natural calamities হয়েছে। বলেই সরকার থেকে টাকা পরসাদা এসেছে সেই

[illegible]

Flood protection works have been provided at Kailashahar, Agartala, Sohmura and Belonia Town. These proved to be effective against flood. Flood protection works at Khowai Town is under construction and when completed is expected to be effective.

2. Flood protection works have been provided at Khawrahil, Dhalai-jala, Suksagarjala, Hyeramarajala and Padmerdepa etc.

Due to unprecedented rainfall and heavy sustained flood this year some of the embankments particularly for Dhalai and Padmerdepa were breached and flood water entered these areas. Repair works have already been undertaken.

3. Besides this protection works in number of places such as Kaurikula, Rangutia-Gopinathpur embankment etc. are in progress.

Flood protection works at Juri near Dharmanagar Town, Thal river at Kurti, Gumti at Amarapur etc. have also been sanctioned and are being taken up.

4. All the above flood protection works are for immediate protection of populated towns and important places of Food Growing Areas.

5. For preparation of a comprehensive long terms plan the Government has decided to carry out detailed survey of the Vallies of rivers Gumti, Khowai, Manu and Howrah. Only after completion of this survey the Government will be in a position to select the areas to be protected and to decide about the Type of protection works to be constructed. This will no doubt take some time

6. Gumti Hydro-Electric Scheme is under construction. After completion of the Scheme the reservoir of the project will be able to absorb certain amount of flood water of the Gumti river. This river causes the maximum amount of damage by flood every year and it is felt that after 1970-71 when the project work is expected to be completed, the effect of flood in the Gumti valley will be much reduced

7. We may have no objection for formation of the Committee but the Government can assure the House that they are quite alive to this matter and are taking all possible effective measures to reduce flood menace created by re rs of this Territory. Any suggestion from any quarter will definitely be given full consideration.

Shri Aghore Deb Barma : -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য মহাশয়, আমার উপর আক্রমণ করে বলেছেন যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে সুখামদ্যকে আক্রমণ করেছি। আমার বক্তৃতার পরবর্তী সময়ে তিনি সে বিষয়ক এখানে তুলে ধরেছেন। মাননীয় সদস্য ত্রিপুরমোদ দাশগুপ্ত বাণীও আমাকে বলেছেন যে, আজকে যদি Engineerরা অপদার্থ হয়ে থাকে আমাদের Ruling Partyর Chief Minister তিনি হচ্ছেন এই deptt.এর সর্বোপরী। উনার আরেকটু এই department আছে। কাজেই এই department এর officerদের কাজের দায়িত্ব উনারই। ব্যক্তিগত আক্রমণের কোন কিছুই এখানে হয়নি। ইহা হচ্ছে policyর

ব্যাপার। কখনেই ইহার উপরে আমি concentrate করার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ সুখামতী নৃত্য: দারী এবং এ কথাকেই আমি জোর দিয়েছি।

আর একটা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, আমরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে চলেছি অর্থাৎ অনেক সদস্য বলেছেন এবং মাননীয় সুখামতীও বলেছেন যে, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ চাচ্ছি। আমরা তো বিজ্ঞানের সুগেটে বাস করছি। বিজ্ঞান শব্দের অর্থই হল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার একটা উপায় বাহির করা। আমি আগরতলা শহর সম্পর্কে আঁপাউড়া খাল যেটা আছে তারই মত আরও দুটো খাল কাটার জল্প বলেছি। সেখানে খাল বাটতে হাজার হাজার মানুষ যে উচ্ছেদ হবে এমন কোন কিছু আমি দেখছি না। না পারব দিক দিয়ে কোন দেখছি না। এই বিজ্ঞানের সুগে বধন আমি বাঁচিয়া গিয়েছিলম তখন মন্ডো শহরের নীচে আর একটা শহর আমরা দেখেছিলাম। আগরতলা শহরের নীচে আর একটা শহর আমি কল্পনাও করি না অন্ততঃ বর্তমান কংগ্রেসের আমলে। কিন্তু যোপড়া বাঁস্তাটি যেটার নতুন নাম হয়েছে হরিপদা বস'ক বোড এই বাস্তার কাছ দিয়ে একটা খাল কাটা বা বাঁজবাড়ীর উত্তর এবং পশ্চিম দিক দিয়ে শহর চৌমুতনী দিয়ে বামনগর হয়ে খাল কাটা বা বাঁজবাড়ীর উত্তর এবং পশ্চিমদিকের বরাবর একটা বাঁস্তা করা সেটা একটা খুব করুন' বিল স বলে আমি মনে করি না। এটা দুটো খাল কাটতে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দেবে না বা অর্থের দাবী হবে না, এই কথাও বিশ্বাস করার কোন কারণ বা কোন ক্ষেত্র আছে বলে আমি মনে করি না। সেই দিক দিয়ে যে পরিমাণ অর্থ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প'কল্পন'র মধ্যে বা প্রত্যেক বংসবে flood protection এর জন্য অর্থ ধরা হয়, সেই অর্থ দিয়ে যদি কিছু কিছু কাজ করা যেত তাতলে আগরতলা শহরকে বন্যার কবল ভেত বন্ধ করা যেত। কিন্তু সেদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না, এই হল আমার main বক্তব্য। সেটা করলে ruling party'র সুখামতীকে আমি বলব, যোপড়া বাঁড়ের পাশ দিয়ে কৃষ্ণনগরের মধ্যে দিয়ে খাল কাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার হত না। আর একটি কথা দেওয়াবু যেটা বলেছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হয়, এটা সাধারণ নিয়ম। যতটুকু আমরা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান করে চেষ্টা করি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচতে পারছি না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃৎক দুঃখের যে বিস্তৃত চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন সেইজন্য। উনাকে অনেক ধন্যবাদ। সুখে আমরা বিজ্ঞানের সুগ বলে চেষ্টাযো কিছু কার্যতঃ আমরা কিছুই করবো না, এটা কোন অবস্থাতেই আমি মেনে নিতে পারছি না। আর যে কথা আমি concretely বলেছি, এবং concretely বলতে গিয়ে আমি আমার প্রবোধের অনেক আলোচনা করছি এবং আলোচনা করার দরকার আছে। আগরতলা শহরের পাশাপাশি অনেক গ্রাম আছে সুখামতী নিজে বীকার করেছেন পঞ্চপুত্রের কথা। মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু বলেছেন রক্তিতনগরের কথা। রক্তিতনগরের যে কি

অবস্থা সেটা আমি ভাবায় বর্ণনা করতে পারব না। এই অবস্থাপ্রতি জানার পরেও তাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করব না। আমরা কথার কথার বিজ্ঞান বলে চীৎকার করব, মাঠে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কাজ করব বলে চীৎকার করব, কিন্তু তাদের রক্ষার জন্য বিজ্ঞান সম্মত ভাবে কিছুই করব না। সেই দিক দিয়ে শহরের আশে পাশে উজ্জান অভয়নগর, ভাটা অভয়নগর বা হাওড়ার দক্ষিণ অংশে যে সমস্ত জনসাধারণ আছে তাদের রক্ষা করার আমাদের প্রয়োজন আছে। মহারাষ্ট্রের plan এর কথা আমি বলেছি। সেই plan কে অন্ততঃ ১ বৎসরে না হলেও কিছু কিছু করে করার দরকার আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেই সমস্ত plan এর programme এর দিকে যান নি। তিনি শুধু কতগুলি item এর কথা বলেছেন। এগুলি আমি নিজেও জানি। এর দ্বারা flood protection এর কিছুই হবে না। আর একটা কথা বিগত flood এর পরে ব্যক্তিগতভাবে আমি উনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। অভয়নগরের যে সমস্ত পরিবার flood এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। যে সমস্ত জায়গাতে বাঁধ তৈরি হয়েছে এবং যে সমস্ত জায়গাতে শ্রোতের জোর বেশী সেই সমস্ত জায়গাতে যাতে পাকা বাঁধ দেওয়া হয় তার জন্য আমি উনাকে বলি। তিনি বললেন যে পাকা বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলব যে, এটা করা সম্ভব। কারণ সমুদ্রের ঢেউকেও পাকা বাঁধে ঠেকানো যায়। Bombay শহরের যে অবস্থা, আরব সাগরের যে ঢেউ, বড় বড় পাথর দিয়ে সেই বাঁধকে শক্ত করা হয়েছে। সেই শহরের তুলনায় আমাদের আগরতলা শহর অত্যন্ত তুচ্ছ। আগরতলা শহরের কাটাখাল আর হাওড়া নদীতে পাকা বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যাবে। কারণ এখানে জলের স্রোত খুব বেশীক্ষণ দ্বারী হয় না। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, বড় জোর আট ঘণ্টা। এখানে যে হবে না এটা মনে করার কারণ নাই। সেই দিক দিয়ে আগরতলার নাগরিক জীবন যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে সব জায়গায় না হলেও যেখানে বাঁধ ভাঙার সম্ভাবনা বেশী বা জলের স্রোত বেশী ঠেকে সেখানে concrete পাথর দিয়ে বাধকে শক্ত করা যায়। শুধু মাটি দিয়ে যে বাধ দিতে হবে তার কোন বৌদ্ধিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। সেই দিকে রাজ্য সরকার বা যারা experts আছেন তাদের লক্ষ্য আছে বলে আমি মনে করিনা। কাটাখালের উত্তরে চানমারী টিলার নীচ দিয়ে, ২ নং পুলের পাশ দিয়ে ২টি খাল কাটার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তার কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুই বলেন নি। আমি প্রায় এলাকা ঘুরে এসেছি। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি নদী আমি দেখেছি। প্রথম পক্ষ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে প্রত্যেকটি নদীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, এবং প্রত্যেকটি নদীর পেছনে একজন করে লোক engage আছে। কোন সময় কোন নদীতে কিরকম জল উঠে সেটার পরীক্ষা কার্য শেষ হয়েছে বলে আমি অন্ততঃ জানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় আমি শুনি যে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে। আজকে একথা বলতে বাধ্য কংগ্রেসের রাজ্যের বতই দিন বাড়ছে মানুষের হুঃখ হৃদশা বা flood ততই বাড়ছে। বস্তি চিত্র তিনি হাউসের সামনে তুলে ধরেন, যুখ আছে তিনি বলতে পারেন কিন্তু কার্যত flood protection এর ব্যাপারে হটক বা ফসল উৎপাদনের ব্যাপারেই হটক কোন কিছুই করা হচ্ছে না। লোকের হুঃখ হৃদশা বাড়ছে। এ সম্পর্কে গভীরভাবে

চিন্তা করা দরকার। আমি যে দুইটা খাল কাটার জন্য প্রস্তাব রেখেছি সেটা immediately করা দরকার। নতুবা সামান্য বৃষ্টিতেই এখানের ক্ষতি হবে। রাজহান, গুজরাটের কথা এখানে বলা হয়েছে, সেটা হল exceptional একটা ঘটনা। ত্রিপুরাতে বন্যা হয় না, খরবাড়ী ফসলাদি নষ্ট হয় না এমন কোন বসবসই নাই। এটা এখানের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৌরাষ্ট্র বা রাজহানের সঙ্গে তুলনা করলে এটা চলবে না। কারণ সেখানে বৃষ্টিই হয় না, কাজেই সেখানে flood হবে একথা তাদের চিন্তা করার কোন প্রয়োজনই উঠে না। কাজেই আমি যে দুইটা প্রস্তাব রেখেছি তার খুব যৌক্তিকতা আছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্য শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী যে একটি প্রস্তাব করেছেন সেটাও খুব যুক্তিপূর্ণ বলে আমি মনে করি এবং তাটা হাউসে গ্রহণ করা দরকার। আমাদের সরকারের P.W. Deptt. এর দ্বারা কোন Protection এর কাজ হচ্ছে না এবং Ruling Partyর সদস্য শ্রীমত প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ও এ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। কাজেই আমি মনে করি যে আজকে জনসংযোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। Minor Irrigation scheme এ flood protection ত দু'বের কথা খাটোংপাদনেও কোন কিছু হয় নাই, ইন্‌জিনিয়ার হুজুর কাগজে কলমে অনেক হিসাব দিতে পারবেন কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একথা নিজেও জানেন যে আসলে খাটোংপাদন কিছুই হয় নাই। অনেক বাধ ভেঙে গেছে, জমিতে জল উঠে না, অর্থাৎ অর্ধের অপচয় হচ্ছে। এসেখলীর এন্টিমেট কমিটিতেও এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের ইন্‌জিনিয়াররা মনে করেন যে তারা সবই জানেন, জনসংযোগের সঙ্গে পরামর্শের কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু theory ও Practice আবেদন জিনিস। এই দুইটি জিনিষের সমন্বয়ের দরকার। বাস্তবতায় যখন বাধ ভেঙার কথা হয় তখনই সেখানকার জনসংযোগ বলেছে যে এই বাধ টিকবে না। কারণ বর্ষার সময়ে জলের speed খুব বেশী হয়, তখন ইন্‌জিনিয়ার সাজেবরা বলেছেন সেই চিন্তা তোমাদের করতে হবে না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি সচিববাসীকে বলা থেকে বন্ধ করতে চান এবং ফসলাদি যাতে নষ্ট না হয় সেই দিকে যদি কাঙ্ক্ষা করা বাস্তব গ্রহণ করতে চান তাহলে আমাদের P.W.D.র ইঞ্জিনিয়ারদের উপর গুরু ভরসা করলে চলবে না। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতিল্লি বাবু floodএর সময় বাধের নিকটে গিয়ে অপচয় করেছেন, আর শ্রীকান্ত সর্বাঙ্গী নাকি কোন এক সময় বলেছেন আমি কি জল পান করে বজ্রবোম্ব করতে পারব? অক্ষমতার কথা এই ভাবে না বললেও চলত কারণ এই রকম বিপদের সময় মানুষের temperament ঠিক থাকে না। কাজেই আজকে সামগ্রিক দিক দিয়ে এর প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখা দরকার। মাননীয় সদস্য শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী যদি উনার প্রস্তাবটি Pursue করতেন তবে আমি এই প্রস্তাব আনতাম না। আরেকটি কথা, মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে অনেকেই বলে থাকেন আমরা জনতার প্রতিনিধি—

Shri Ersad Ali Choudhury :—Point of order, Sir, Mover of the Resolution কে time দেবার একটা সময় নির্দিষ্ট আছে। এখানে ইটটি প্রস্তাব আছে, আমার মনে হয় উনার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

Mr. Speaker :—That I know but I have given him time.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে প্রস্তাব পেশ করার পর যদি Chief Minister এর অনুবোধক্রমে সদস্যরা তাহা উঠিয়ে নেন, তাহলে প্রস্তাব এখানে আলোচনা করেই বা কি লাভ হল। এমনও হয় যে প্রস্তাব গৃহীত হবার পরও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না, তাহলে এই হাউসের কি মর্যাদা থাকে তা আমি বা বুঝতে পারি না। বাংলা ভাষার কথা আমি উল্লেখ করেছি, Railwayর কথা উল্লেখ করেছি। আমাদের Ruling partyর যারা মন্ত্রী আছেন এই প্রস্তাবগুলি pursue করার দায়িত্ব তাঁদের কিন্তু আজকে আপাত আলোচনা করে প্রস্তাবটা যদি উঠিয়ে নেওয়া হয় তাহলে এভাবে Assembly ডেকে কি স্বার্থকতা হয় আমি বুঝতে পারি না। কাজেই আজকে আমি flood protection সম্পর্কে যে প্রস্তাব বেছেছি এই সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে যাতে আমার এই প্রস্তাবটা পাশ হয় তার জন্য সকলের কাছে অনুৰোধ রাখছি।

Mr. Speaker—The discussion is over. Now I am putting the Resolution moved by Shri Aghore Deb Barma to vote. "Flood which causes havoc almost every year to the lives and properties of the people of this territory a high power Committee be formed with the following members to frame a flood protection scheme so that it can be implemented before the next monsoon."

The Resolution was put to vote and lost.

Now I would call on Shri Debendra Kishore Choudhury to move his Resolution, that.

ত্রিপুরার বন্যার প্রকোপ রক্ষার কার্যগুলি পর্য্যালোচনাক্রমে ত্রিপুরাকে বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিম্নলিখিত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হউক :—

জনাব মুনহর আলী, উপমন্ত্রী	সভাপতি	(পদাধিকার বলে)
এ. কে. সেন, পি. ই.	সম্পাদক	(পদাধিকার বলে)
মোপাল কৃষ্ণ, ই. ই. (মাইনর ইরিগেশন)		সভ্য
উমেশ লাল সিংহ		"
দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী		"
অম্বোর দেববর্মা		"
সুনীল দত্ত		"
রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত		"
বাহুবল বিয়াং		"
বিনয় চুয়ং বানার্জী		"

বিবেক কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই সভার বন্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তাহাতে আশা করি সমস্ত ত্রিপুরার মোটামোটি চিহ্ন কুটে উঠেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত কিছু বিবেচনা করে যে assurance দিয়েছেন আশা করি তাহার assurance এ সভার সবাই সন্তুষ্ট হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার resolution টা withdraw করে নিচ্ছি।

Mr. Speaker—The Resolution is withdrawn. Then I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta to move his Resolution that this Assembly is of opinion that a high power committee with technical expert and Assembly members should immediately be formed to take effective measure to protect Agartala Town and its suburbs from the damaging onslaught of the flood in Howrah River and Katakhal under PWD.

Shri P. R. Das Gupta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা এই মাত্র একটা Resolution এর উপর আলোচনা করেছি এবং তাই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী House এর মধ্যে কতগুলি scheme এবং assurance বেখেছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই প্রস্তাবটা আর move করার কোন স্বার্থকতা থাকে না, সেই জন্য আমি আমার resolution টা withdraw করছি।

Mr. Speaker :—The Resolution is withdrawn.

Shri Ershad Ali Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Resolution withdrawn টা with the leave of the House হয়েছে তো ?

Mr. Speaker—না, Leave of the House is not necessary. He has not moved the resolution.

The House Stands adjourned till 11 A.M. on Thursday, the 22nd August, 1968.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Appendix—'A'

STARRED QUESTION NO.—23.

By Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

QUESTION

1. Whether there is any proposal of the Government to treat the untrained teachers serving under the Government for more than 10 or 12 years in the same status with trained teachers'

ANSWER

1. No.

STARRED QUESTION NO.—39
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

- ১। Rabindra Centenary Fund এ মোট কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ?
- ২। বাকী টাকা কিভাবে খরচ করা হইবে ?
- ৩। Rabindra Centenary Committee'র বৈঠক কবে বসিয়াছে ?
- ৪। ঐ কমিটির আরু আর কতদিন থাকিবে ?

ANSWER

- ১। মোট সংগৃহীত হইয়াছে টা: ৭৫,০৮৮.৬০।
মোট খরচ হইয়াছে টা: ৩৮,১২০.৭২।
- ২। আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।
- ৩। ১১-১২-১৯৬১ তারিখে।
- ৪। আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

STARRED QUESTION NO.—43
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

- ১। National Industrial Development Corporation কার্গল কল স্থাপনের জন্য যে Project Report তৈরী করিয়াছেন তাহার জন্য সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছে ?
- ২। ঐ Project Report তৈরীর পরীক্ষা নিরীক্ষার দলে যে সকল অফিসার ছিলেন তাহাদের নাম ?
- ৩। কি কি বাবদে টাকা খরচ হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

ANSWER

- ১। Project Report তৈরী করিতে ১.৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।
- ২। জানা নাই।
- ৩। National Industrial Development Corporationকে ঐ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 44

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

- ১। জিপুরার কোন Industrial Estate এ কত শ্রমিক কর্মচারী কাজ করিতেছেন ?
- ২। এই সকল শ্রমিকের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট কি কোন দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে।
- ৩। যদি উপস্থিত করা হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ;
- ৪। এই দাবী স্বীকার করার ব্যাপারে সরকার কি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

ANSWER

- ১। (ক) উদয়পুর Industrial Estate এ কাজ করেন ১৮ জন।
(খ) অরুণুতীনগর Industrial Estate এ কাজ করেন ৩০৮ জন।

২। হাঁ ;

৩। দাবীর বিবরণ সঙ্গীয় কাগজ 'ক'তে দেওয়া হইল ;

৪। সরকারী সিদ্ধান্তগুলি সঙ্গীয় কাগজ 'খ'তে দেওয়া হইল।

(ক) উদয়পুর Industrial Estate এর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দাবীর বিবরণ :—

- ১। প্রতি বৎসর ১৫ দিন পূর্ণ বেতনে ছুটি ;
- ২। প্রতি বৎসর চূর্ণ পূজার সময় পূর্ণ বেতনে ৫ দিন ছুটি ;
- ৩। প্রতি বৎসর ২২ অক্টোবর প্রাক্তীকীর জন্ম দিবস উপলক্ষে মজুরী মজুর ;
- ৪। দেওয়ালীর সময় (কালীপূজা) মজুরী মজুর ;
- ৫। চিৎংসা ভাতা মজুর ;
- ৬। বাড়ীভাড়া ভাতা মজুর ;
- ৭। প্রতি মাসে ২২ এবং ৪র্থ শনিবারে কাজ মজুর ;

(খ) অরুণুতীনগর Industrial Estate এর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দাবীর বিবরণ :—

- ১। Muster Roll, Piece rate, Contract ইত্যাদিতে যে সমস্ত কর্মী কাজ করেন তাহাদিগকে নিয়মিত কর্মচারীর শামিল করা ; এবং যাহারা ৩ বৎসর নিয়মিতভাবে চাকুরী করিয়াছেন তাহাদিগকে অর্জনকারী ঘোষণা করা ;

- ২। সরকারী বিভাগগুলির যত প্রচলিত নিয়মাবলী কর্মীদের মজুরীর হার বর্ধিত করা ;
- ৩। নিয়মাবলী পৰিপূৰক বাড়ীভাড়া ভাতা প্রদান ;
- ৪। বিনামূল্যে চিকিৎসাদির সুবিধা দান ;
- ৫। লেদাৱের কাজে বাহারা আছেন তাহাদের জন্য Central allowance প্রবর্তিত করা ;

(ক) উদয়পুর Industrial Estate-এর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত :—

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ১। বিশ্বকর্মা পূজার মজুরীসহ ছুটি— | ১ দিন ; |
| ২। দুর্গাপূজার মজুরীসহ ছুটি— | ৫ দিন ; |
| ৩। কালীপূজার মজুরীসহ ছুটি— | ১ দিন ; |
| ৪। জাতীয় ছুটি মজুরীসহ— | ৩ দিন (যথা
২৬শে জানুয়ারী,
১৫ই আগষ্ট ও
২রা অক্টোবর) |

(খ) Arundhutinagar Industrial Estate-এর সরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত ;

- ১। যেহেতু তাহাদের চাকুরীর সঠিকভাবে Factories Act, 1948 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যেহেতু তাহারা দৈনিক হারের No-work No-pay ভিত্তিক কর্মী তাহাদিগকে নিয়মিত কর্মচারী করার প্রশ্ন উঠে না ;
- ২। উৎপাদন কেন্দ্রগুলি নিয়মিত সরকারী প্রতিষ্ঠান আফিসাদির অন্তর্ভুক্ত না হওয়াতে কর্মীদেরকে অর্ধস্থায়ী বা স্থায়ী করার প্রশ্ন উঠে না ;
- ৩। কর্মীরা নিয়মিত সরকারী কর্মচারী নহে বলিয়া বাড়ীভাড়া ভাতা পাইতে পারে না ; বাহা হুটক বাধারঘাটে Subsidised Industrial Housing Scheme অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের জন্য বাড়ী নির্মাণ করা সরকারের বিবেচনাধীন আছে, উহা সম্পূর্ণ হইলে সেখানে তাহারা স্থায়ী ভাড়া বাড়ী পাইতে পারে ;
- ৪। কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; একজন কতাদি পরিষ্কারক কে (dresser) ও নিয়োগ করা হইয়াছে ; Employee State Insurance Act প্রবর্তিত হইলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাদির সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে ;

৫। সেদার কর্মীদের Central Allowance-এর বিষয়টি Labour Department-এ লেখা হইয়াছে এবং তাহারা এ বিষয় ভারত সরকারের নিকট লিখিয়াছেন, এখনও উত্তরের প্রতীকা করা হইতেছে।

৬। মজুরীসহ নিম্নলিখিত ছুটিগুলি মঞ্জুর :—

(ক) বিশ্বকর্মা পূজা—	১ দিন ;
(খ) তর্গাপূজা—	৫ দিন ;
(গ) কালীপূজা—	১ দিন ;
(ঘ) জাতীয় ছুটি—	১ দিন : (২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট, ৮ই অক্টোবর)

STARRED QUESTION NO, 245
By Shri Ershad Ali Choudhury

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of Education be pleased to state :—

- ১। উদয়পুর গাল স চারার সেকেন্ডারী স্কুলে বিভিন্ন ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা কত ?
- ২। কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা এই স্কুলে বর্তমানে আছেন :
- ৩। বর্তমানে উক্ত স্কুলে যে শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন তাহা স্কুলের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ কিনা ?

ANSWER

১। প্রথম শ্রেণী—	৩০
দ্বিতীয় শ্রেণী—	৮৬
তৃতীয় শ্রেণী—	১২৫
চতুর্থ শ্রেণী—	১১
পঞ্চম শ্রেণী—	৮৬
ষষ্ঠ শ্রেণী—	১৩৫
মোট ছাত্রের সংখ্যা—	৫৫২

২। শিক্ষক—	৫ জন
শিক্ষিকা—	১৩ জন
প্রধান শিক্ষিকা—	১ জন
মোট সংখ্যা—	২১ জন

৩। হ্যাঁ

STARRED QUESTION NO. 290

By Shri Monoranjan Nath

QUESTION

- i) is there any contemplation of the Government to revise the pay scale of the post of Radio Inspector and Radio Supervisor-cum-store-keeper ;
- ii) is it a fact that the Radio Mechanics (Technician) of Tripura Police Department and Sound Mechanics in West Bengal are getting better pay scale than that of Radio Inspector of Tripura though they are performing same duties ?

ANSWER

1. The matter is receiving attention.
2. Yes.

UNSTARRED QUESTION NO. 8

By Shri Kshitish Ch. Das

১। কমলপুর হাইস্কুলের সেকেন্ডারী স্কুলে (বয়েজ) শিক্ষকের সংখ্যা কত? যত শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র সংখ্যা কত? সেকশন কয়টি? ইহা কি সত্য যে চান সংখ্যার দিক থেকে এবং সেকশনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা নিম্নসুত অধঃ; তন্মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষকের খুবই অভাব?

২। মনোনির মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে স্কুল গুলি সম্প্রসারণ না করার দরুন বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইতে পারে না। স্থানভাব হেতু বহু ছাত্র ছাত্রীকে হেডমাষ্টার বাবু ফেরত দিয়াছেন?

৩। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত কোন স্কুল হইতে প্রমোশন পাইয়া ত্রিপুরা সরকারেরই অন্য একটি স্কুলে ভর্তি হইতে চাহিলে অর্থাৎ জে. বি. স্কুল হইতে যত শ্রেণীতে এস. বি. স্কুল হইতে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হইলুক ছাত্রছাত্রীগণ এডমিশন টেস্টে ফেল করিলে তাহা-দিগকে এডমিশন দেওয়া হয় না? সত্য হইয়া থাকিলে এডমিশন টেস্টে কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর বার্ষিক পরীক্ষার পর প্রমোশনটা না বর্জন—নাগ্রহণ হইল কিনা? মন্ত্রী জানাবেন কি?

১। শিক্ষক সংখ্যা—২৮

ছাত্র সংখ্যা—৪২৫

সেকশনের সংখ্যা—১০

শিক্ষকের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব নাই।

২। না, বাহারা ভঁড়ির উপযুক্ত তাহাদের সকলকেই ভঁড়ি করা হইয়াছে। স্কুল গৃহের সম্ভারণ প্রভাব পরীক্ষাধীন আছে।

৩। ভঁড়ির ব্যাপারে West Bengal Board of Secondary Education এর নিয়ম হেডমাষ্টারগণ অনুসরণ করেন, এবং এই নিয়ম অনুযায়ী ভঁড়ি পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার তাহাদের হইয়াছে, কাজেই প্রশ্নের অবশিষ্টাংশ উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 19

By—Shri Rajkumar Kamaljit Singh

QUESTION

1. Name of schools where teachers trained from the Agartala Teachers Training Institute have been deputed.

2. Name of Crafts introduced in those schools from beginning till to date :

3. Number of Craft classes and students there in those schools ?

ANSWER

1.
2.
3.

Materials are under collection.

UNSTARRED QUESTION NO. 45

by—Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

১৯৬৮ সালের ১০-শে মার্চ Starred Question 696 এর জবাবে তাহার বাকী সম্পর্কে যে রিপোর্ট বিবেচনাধীন আছে বলিয়া বলা হইয়াছে সেহ রিপোর্ট এর সারমর্ম

১) এই রিপোর্ট সম্পর্কে বিবেচনার পর সরকার 'ক' সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

ANSWER

১) জনস্বার্থের কারণে Report এর সারমর্ম এখন প্রকাশ করা সম্ভব নহে :

২) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 46

Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

১। আগরতলা শহরের সরকারী বিদ্যালয় সমূহে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ২০ বছর বা তাহার অধিক সময় অনা কোথাও বদলী না হইয়া লাগাতর চাকুরী করিতেছেন তাহাদের নাম ;

২। তাহাদের বদলী না করার কারণ কি ?

ANSWER

১। তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

২। বদলি সাধারণতঃ জনসার্থের খাতিরে ও শিক্ষকদের আবেদন বিবেচনাপ্রকরিয় করা হয়। উল্লিখিত ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণ দেখা দেয় নাই।

১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত তালিকা।

১।	শ্রীবীরবাবু সেন, সহকারী শিক্ষক, উমাকান্ত একাডেমী।	
২।	„ হরিপ্রসাদ রায়	ঐ ঐ
৩।	„ কালিপদ চক্রবর্তী	ঐ ঐ
৪।	„ প্রমোদ রঞ্জন নন্দী	ঐ ঐ
৫।	„ অমলা কুমার চক্রবর্তী	ঐ ঐ
৬।	„ হর্গী প্রসন্ন দে,	ঐ ঐ
৭।	„ জ্যোতি প্রকাশ চৌধুরী	ঐ ঐ
৮।	„ কবিরাজ গোস্বামী	ঐ ঐ
৯।	„ ব্রজেন কুমার তালুকদার	ঐ ঐ
১০।	„ কালীপদ ভট্টাচার্য	ঐ ঐ
১১।	„ নিখুলাল চক্রবর্তী	ঐ ঐ
১২।	শ্রীমতি তীরা ভট্টাচার্য	ঐ এম, টি, গাল স হায়ার সেকেন্ডারী।
১৩।	„ বাসন্তী দাস	ঐ ঐ
১৪।	শ্রীজ্যোতন দেবনাথ	ঐ বোধকঃ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।
১৫।	„ সুবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য	ঐ ঐ
১৬।	„ সুনীল কান্ত চক্রবর্তী	ঐ ঐ
১৭।	„ নগেন্দ্র কিশোর ভৌমিক	ঐ ঐ
১৮।	„ রণজিৎ রায়	ঐ ঐ
১৯।	„ রবীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর	ঐ ঐ
২০।	„ যেশনাথ দাস	ঐ ঐ
২১।	„ নবদীপ আচার্য	ঐ ঐ
২২।	শ্রীমতি মিনতি রক্ষিত, সহকারী শিক্ষক, ৬ নং এম, বি, স্কুল।	
২৩।	„ পারুল সেনগুপ্ত	ঐ ঐ
২৪।	„ গীতা সেন	ঐ ঐ
২৫।	„ জ্যোৎস্না চন্দ	ঐ বাণীবিদ্যালয়টি গাল স হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল
২৬।	„ লীলা দেব, লেকচারার	ঐ

ANSWER

- ২৭। .. লক্ষী দাস, সহকারী শিক্ষক। বাগীবিতাপীঠ গার্ল'স হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।
- ২৮। .. সন্ধ্যা সুখার্জী
- ২৯। .. শ্রীমতীল কান্তি চক্রবর্তী, সহকারী শিক্ষক, বোধকং হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।
- ৩০। .. রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, কাবাতীর্থ, হেডপন্ডিট, উমাকান্ত একাডেমী।
- ৩১। .. রাজকুমার মজুমদার, সহকারী শিক্ষক,
- ৩২। .. ননীগোপাল বায়, ড্রয়িং শিক্ষক
- ৩৩। .. পরেশ কৃষ্ণ দেববর্মণ, স্পারভাইজার
- ৩৪। .. শ্রীমতী অনিমা চৌধুরী, লেকচারার, এম, টি গার্ল'স হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।
- ৩৫। .. আৰতি কব লেকচারার
- ৩৬। .. শান্তিকনা দত্ত, সহকারী শিক্ষক।
- ৩৭। .. পঙ্কজা মিত্র
- ৩৮। .. চন্দ্রিকা দেব চৌধুরী
- ৩৯। .. শীলা দত্ত
- ৪০। .. বৃষ্টি দে
- ৪১। .. ডলি দে
- ৪২। .. বেলঃ বার্নী দেবী
- ৪৩। .. শ্রীমতীল চন্দ্র দেব
- ৪৪। .. শ্রীমতি অঞ্জলি চৌধুরী
- ৪৫। .. শোভা সেনগুপ্ত
- ৪৬। .. মীরা সরকার সহঃ শিক্ষক।
- ৪৭। .. লাবণা ঘোষ
- ৪৮। .. ঈষা বিশ্বাস
- ৪৯। .. বাসন্তী পালিভ
- ৫০। .. পূর্ণিমা সুখার্জি
- ৫১। .. যারা বাতা
- ৫২। .. প্রতিমা ভট্টাচার্য
- ৫৩। .. ঈলা দত্ত
- ৫৪। .. ঈষা বানী চন্দ্র
- ৫৫। .. প্রতিভা দেবী
- ৫৬। .. প্রীতিকণা কব
- ৫৭। .. হুবি চন্দ্র
- ৫৮। .. প্রতিভা দেবী

৫৯।	শ্রীমতী মাহুরী চৌধুরী	..	২ নং	নিম্ন পুনিষাদী
৬০।	.. উষারানী সাহা
৬১।	.. মীরা গুহ
৬২।	.. বুলু মুখার্জি
৬৩।	.. পারুল সেনগুপ্ত
৬৪।	.. অঞ্জলী দেব
৬৫।	.. মলিনা চক্রবর্তী
৬৬।	.. বন্দনা রায়
৬৭।	.. বঙ্গলকী ঘোষ
৬৮।	.. অনিমা রায়
৬৯।	.. উষারানী সেনগুপ্ত
৭০।	.. নীলিমা চৌধুরী	..	৩ নং	..
৭১।	.. মীনাক্ষী দেববর্মা
৭২।	শ্রীকমল গাঙ্গুলী	..	৪ নং	..
৭৩।	শ্রীমতী পুতুল দত্ত
৭৪।	শ্যামলা দেবী
৭৫।	.. শান্তিলতা দেবী
৭৬।	.. বাসন্তী চক্রবর্তী
৭৭।	শ্রীমতী বীণাপানী গঙ্গা চৌধুরী	সঃ শিক্ষিকা	৫ নং	নিম্ন পুনিষাদী বিদ্যালয়
৭৮।	..- উমা দাসগুপ্ত
৭৯।	.. উষা দত্ত
৮০।	.. বিভা দাসগুপ্ত
৮১।	.. হিরণ বাল্য রক্ষিত	..	৬ নং	..
৮২।	শ্রী উষা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য
৮৩।	শ্রীমতী কমলানী ভট্টাচার্য্য
৮৪।	.. সুনীতি দাস
৮৫।	.. পুষ্প পাল
৮৬।	.. জ্যোৎস্না দেবী	..	ধলেশ্বর	.. (সকাল)
৮৭।	শ্রীবিধুভূষণ দেববর্মা
৮৮।	শ্রীমতী শৈবালিনী পাল
৮৯।	.. করুণা এণ্ডো
৯০।	.. অর্চনা দেব
৯১।	.. অর্চনা ধর চৌধুরী

১২।	শ্রীমতি পাকুল খাসনবীশ	সহঃ শিক্ষিকা, ধলেশ্বর	..	(মধ্যাহ্ন)
১৩।	.. লক্ষ্মী চৌধুরী
১৪।	শ্রীধীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাস
১৫।	.. প্রমোদ চন্দ্ৰ দেববৰ্মা
১৬।	শ্রীমতী দীপ্তি দেববৰ্মা
১৭।	.. উষা বাণী রায়
১৮।	.. সুনীতি সেনগুপ্ত
১৯।	.. লীলাবতী দত্ত মজুমদার
২০।	.. তিমালী সিংহ
২১।	.. মালতী তলাপাত্র
২২।	.. মায়া চৌধুরী
২৩।	.. গিরীশ চন্দ্ৰ দাস
২৪।	.. জোৎস্না পাল
২৫।	.. জোৎস্না ভট্টাচার্য
২৬।	শ্রী নৃপেন্দ্ৰ মোহন চৌধুরী	সহঃ শিক্ষক
২৭।	শ্রীমতী বাজলক্ষ্মী চক্রবর্তী
২৮।	.. অঞ্জলী দেববৰ্মা
২৯।	.. উমাবাণী ভট্টাচার্য
৩০।	.. তিব্বত চৌধুরী
৩১।	শ্রীমতী দেবী ভট্টাচার্য
৩২।	শ্রীমতী উজ্জ্বলা দেবী
৩৩।	.. শান্তিলতা ভৌমিক
৩৪।	.. জুগীশ দত্ত
৩৫।	.. মানস দেবী
৩৬।	.. অর্পিতা রায়
৩৭।	.. পাকুল বন্দ্য
৩৮।	.. প্রতিমা গুপ্ত
৩৯।	.. কিরণ প্রভা ভট্টাচার্য
৪০।	.. রেখা বর্দন
৪১।	শ্রী বিজয় ভূষণ রায়
৪২।	শ্রীমতী অমিতা মজুমদার
৪৩।	.. আতা দত্ত
৪৪।	শ্রী নিলমনি মুখার্জি

উমাকান্ত একাডেমী
মহারাজী সুলসীবতী বাঃ বিদ্যালয়
বিজয়কুমার বালিকা

১২৫।	ঐশ্বর্যাকুমার ভট্টাচার্য্য	„	রায়নগর উচ্চ বুনিয়াদী	„
১২৬।	ঐ শান্তি ভলাপাত্র	„	„	„
১২৭।	ঐমতী মুহলা দত্ত	„	„	„
১২৮।	„ লীলা দাসগুপ্ত	„	নিম্ন	„
১২৯।	„ বীণা চৌধুরী	„	৩নং	„
১৩০।	„ প্রণতি কর	„	৪নং	„
১৩১।	„ প্রমীলা নন্দী	„	„	„
১৩২।	„ পাকুল সেনগুপ্ত	„	৬নং	উচ্চ
১৩৩।	„ সাধনা দে	„	৩নং	নিম্ন
১৩৪।	„ যজ্ঞ বিশ্বাস সহ শিক্ষক	বোধকঃ উচ্চ বুনিয়াদী বিঃ		
১৩৫।	„ কৃষ্ণদাসগুপ্ত	„	৫নং	নিম্ন
১৩৬।	„ বাণী দাস	„	„	„
১৩৭।	„ মীরা বিশ্বাস (ভট্টাচার্য্য)	১নং বি	„	„
১৩৮।	„ সান্তা সেনগুপ্ত	„	৩নং এ	„
১৩৯।	„ অঞ্জলী দত্ত	„	„	„
১৪০।	„ বীণা চক্রবর্তী	„	ফের মোকন একাডেমী	
১৪১।	„ চন্না ভলাপাত্র	„	বোধকঃ গাল স্ এস্ এস্	
১৪২।	„ ইলাবালী ভৌমিক	„	„	
১৪৩।	„ মীণা চক্রবর্তী	„	„	
১৪৪।	„ সুনীতি সরকার	„	নিম্ন বুনিয়াদী	
১৪৫।	„ শান্তি বিশ্বাস	„	মজারালী তুলসীবতঃ বাঃ বিদ্যালয়	
১৪৬।	„ লীলা ভট্টাচার্য্য	„	রায়নগর নিম্ন বুনিয়াদী বিঃ	
১৪৭।	„ সুনীতা বানার্জি	„	বাণী বিদ্যা পীঠ	

UNSTARRED QUESTION NO. 81

By Shri Bidya Chandra Deb'Barma.

QUESTION

- ১। গত ১২-২-৬৮ তারিখের Starred Question No. 643-এর জবাবে যে উদ্দেশ্য কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য কার্য কি শেষ হইয়াছে ?
- ২। যদি উদ্দেশ্য শেষ হইয়া থাকে তাহার ফলাফল কি ?

ANSWER

- ১। হ্যাঁ।
- ২। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অভিযোগসমূহের আপোষ বীমাংসা করিবেন হিব করিয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 85
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

REPLY

- ১। চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের কোন দাবীর তালিকা সরকারের হস্তগত হইয়াছে কি ?
- ২। হস্তগত হইয়া থাকিলে উহার সারমর্ম কি ?

ঠা, গত ২৮/১১/৬৭ ইং একটি দাবীর তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

সারমর্ম এট—

- (১) কমিউনিস্ট মিনিয়ালদের বেতন ও যাবতীয় ভাতা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমভাবে দেওয়ার ;
- (২) পশ্চিমবঙ্গের ৩০০ মেডিক্যাল ভাতা ;
- (৩) ধোলাই ভাতা ;
- (৪) বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধি ;
- (৫) বিশেষ পরিপূরক ভাতা ;
- (৬) যে সমস্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কোয়ার্টার বা পারমানেন্ট হন নাই তাদের ক্ষতিপূতিতে ভাড়া করা ;
- (৭) বেতনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ;
- (৮) দায়িত্বশীল কর্মচারীদের পুনর্কাসন ও বন দেওয়া ;
- (৯) লেবোরেটরী এটেণ্ডেন্ট, মণ্ডুরী, সটার ও প্রবেশনার কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ বিবেচনা করিয়া বেতনের ৩০% নির্ধারণ ;
- (১০) পুনর্কাসন বিভাগের যে সমস্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী চাকুরী অনিশ্চিত অবস্থায় আছেন তাহাদিগকে নিয়মসম্মতভাবে পুনরায় বহাল করা ;
- (১১) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজ নিজ বসতবাড়ী এলাকায় থাকিয়া চাকুরী করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া ;

QUESTION—Contd.

- ৩। এই দাবী স্বীকার করার ব্যাপারে সরকার কি করিতেছেন।

REPLY—Contd.

কোন কোন দাবীর বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

এনং আইটেম খোলাই ভাতা রন্ধি করা সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট লিখা হইয়াছিল। তদুত্তরে এই ভাতার রেইট ভারত সরকারের রন্ধি না হওয়ায়, এখানেও ভাতা রন্ধি করার সুযোগ নাই বলিয়া জানান হইয়াছে।

Unsterred Question No. 110

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION.

- ১। আগরতলা যট চৌমুহনীতে কি একটি ভায়ার সেক্রেটারী ফুল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল?
- ২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহার বাড়ী নিষ্পত্তির জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল এবং বাড়ী তৈরীর কাজ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে?
- ৩। এই ভায়ার সেক্রেটারী ফুল স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়া থাকিলে তাহার কারণ?

ANSWER

- ১। হ্যাঁ।
- ২। ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু বাড়ী তৈরীর কাজ তাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।
- ৩। পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় নাই।

ভারকাবিহীন প্রশ্ন নং— ১১১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :— **শ্রীবিভাচন্দ্র দেববর্মা**

প্রশ্ন

- ১। ধর্ম্মনগরে কোথায় কোথায় খাত গুদাম তৈরী হইবে?
- ২। এই গুদাম নির্মাণের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং কবে পর্য্যন্ত শেষ হইবে?
- ৩। এই কাজের contract বাহারা পাইয়াছেন তাগদের নাম ও কোন কাজের estimated cost কত?

উত্তর

(১) ধর্মনগরের রেল স্টেশনের নিকটবর্তী জায়গায় চারিটি খাস্তগুদাম তৈরী হইতেছে। প্রত্যেকটি গুদাম ১০০০ মেঃ টন খাস্ত ধারণের উপযোগী।

(২) দুইটি গুদাম নির্মাণের কাজ তত্ত্বপূর্বক সম্পন্ন হইয়াছে এবং বাকী দুইটি গুদামের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে।

(৩) দুইটি গুদামের জন্য ২,২৮,৩২৮ টাকার ঠিকা কাজ শ্রী.এস. কে. ভট্টাচার্য্যকে এবং বাকী দুইটি গুদামের জন্য ২,২৮,৩২৮ টাকার ঠিকা কাজ শ্রীজগদীশ চন্দ্র ভৌমিককে দেওয়া হইয়াছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 261.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

ANSWER

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

1. Total quantity of bamboo produced during the period of 1965, 1966 and 1967. (year wise break up)
2. And total quantity of bamboo expected from Tripura during the said period.
3. And average yield per acre (year-wise) during the said period.

1. The bamboo areas in this Territory have not yet been surveyed and hence the quantity of bamboo produced during the year 1965, 1966 and 1967 cannot be stated
2. There may be some export to Assam. materials for which are being collected.
3. Does not arise in view of item No. 1 above.

UNSTARRED QUESTION NO. 262.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

ANSWER

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

1. Total yield of rice during the period of 1965, 1966 and 1967 (each year) ;

- (i) Aman
- (ii) Aus
- (iii) Boro

Unit	1965-66	1966-67	1967-68
Metric Tonnes			
..	1,03,919	1,06,383	1,14,075
..	93,581	89,997	87,640
..	6,755	6,249	5,785

2. AVERAGE yield per acre during the said period (each year) ?

(i) Aman	Kgs.	358	354	390
(ii) Aus	„	314	300	283
(iii) Boro	„	337	337	289

Note : 1 (one) Metric Tonne = 1,000 Kgs.

UNSTARRED QUESTION NO. 263.

By Shri Aghore Deb Barma,

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education be pleased to state :—

1. Total number of Government teachers in Tripura ?
2. Total number of Government teachers who have completed three years of continuous service ?
3. Total number of Government teachers declared Quasi-permanent and Permanent ?

ANSWER

1. {
2. { Materials are under collection.
3. }

UNSTARRED QUESTION NO. 264.

By Shri Aghore Deb Barma,

QUESTION

ANSWER

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

	Unit	1965-66	1966-67	1967-68
1. Total production of Jute during each year of 1965 1966 and 1967.	Bale	96,000	1,07,250	91,630
2. Average yield per acre during the said period (each year).	Kgs.	540	585	549
3. Total quantity of Jute exported from Tripura during the said period (each year) ?	Not available with us			

Note : 1 (one) Bale = 180 Kgs.

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE
ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS
OF THE GOVERNMENT OF UNION
TERRITORIES ACT, 1963,
22nd August, 1968.**

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Thursday, the 22nd August, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick. Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers. Dy. Speaker, Dy. Minister, and twenty three Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—Today in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question.—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 693 (postponed).

Shri S. L. Singh :—Question No. 693, Sir.

১। উত্তা কি সত্তা সে এই বছর (১৯৬৮-৬৯) আলুৰ বীজ কেইটিও ব্লক অফিসে সরবৰাহ কৰা উচিত্যে এবং ডি. এল. ডিবিউসেৰ কেইটা প্লেচাৰ্টমা দেওয়া উচিত নাই ;

২। যদি সত্তা উইয়া থাকে উত্তাৰ কাৰণ কি ?

৩। এই বছৰ প্ৰতি ব্লকে কত আলুৰ বীজ সরবৰাহ কৰা উচিত্যে এবং গত বৎসৰেৰ তুলনায় কত বেলে বা কম ?

৪। সরবৰাহ যদি কম উইয়া থাকে উত্তাৰ কাৰণ ?

উত্তৰ

১। হাঁ।

২। বেচেতু অধিকাংশ ডি. এল. ডিবিউ. কেইটাৰ সহিত মোটেৰে যোগাযোগ নাই, সরবৰাহকাৰীদেৰ পক্ষে সম্ভবপৰ নহ বিবেচনাৰ উত্তা তাহাদেৰ (ডি. এল. ডিবিউ) কেইটা প্লেচাৰ্টমাৰ ব্যৱস্থা কৰা যায় নাই।

৩। প্রতি ব্লকে ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে আলুর বীজ সরবরাহের একটি তুলনামূলক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	সরবরাহের পরিমাণ		সরবরাহের কম(—)
	১৯৬৫-৬৬ কে. জি. হিসাবে	১৯৬৬-৬৭ কে. জি. হিসাবে	এবং বেশী(+) চিহ্ন দ্বারা সূচিত।
১। মোহনপুর	১০,০০০	২,৪০০	(-) ৬০০
২। বিলোনীয়া	১,১১,৭৪২.৯০০	১,০৭,৪৭৬	(-) ৪,২৬৬.৯০০
৩। বিশালগড়	১২,৫৪৮.৭৫৪	১১,০৬১	(+) ১,৪৮৭.৬৯৩
৪। খোয়াই	৬৪৬৯	৭০০০	(+) ৫৩১
৫। তেলিয়াবুড়া	১০,৪০২	১০,৭৮০	(-) ৩৭৮
৬। সোনামুড়া	২,৪৬৪.৫০০	১৫,০০০	(+) ১২,৫৩৫.৫০০
৭। উদয়পুর	১০,৮৫৭.৮০০	৭৭,২২০	(+) ৮৬,৩৬৮.০০০
৮। অমরপুর	৫৭২২	৮,২০০	(+) ৭,৬২৮
৯। উজুরনগর	৭৭৬.১০০	৪,২৭৫	(+) ৩,৫০৮.৯০০
১০। জিরানীয়া	২,৭৮৫.৫০০	৫,৫৮০	(+) ২,৭৯৪.৫০০
১১। রাজনগর	২৭,৭২৪	২৭,৪২০	(-) ৩০৪
১২। সাবরুম	১০,০০০	২৪,২০০	(+) ১৪,২০০
১৩। ধর্মনগর	৭০,৫২২	৬৪,৫৭৫	(-) ৫,৯৪৭
১৪। কৈলাসপুর	১১,১০১.৪০৪	৪৫,৪০০	(+) ৭,৬৪০.০০৪
১৫। জামুগু	৭,৭৫৭	৭,৫৭৫	(-) ১৮২
১৬। কাকনপুর	৮,১৭০	১৪,৫০০	(+) ৬,৩৩০
১৭। কামলপুর	৫৬,৪২০	৭১,০১৫.৭২৫	(+) ১৪,৫৯৫.৩০৫
মোট—	৪,০০,৭০১.৪৫৮	৪,৭০,৬৬০.৭০৫	(+) ৬৯,৯৫৯.২৪৭

৪। যদিও কতিপয় ব্লকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে সরবরাহ কিছুটা কম হইয়াছে, তথাপি সমস্ত ব্লকে মোট সরবরাহের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ৬৯,৯৫৯.২৪৭ কিলোগ্রাম বেশী হইয়াছে। কতিপয় ব্লকে কম সরবরাহের কারণ, কম চাহিদা।

অভিযোগ দেববার্তা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, জিরানীয়া ব্লকে ১৯৬৬-৬৭ সালে আলুর বীজের জন্য টাকা জমা দেওয়ার পরও তারা আলুর বীজ পায় নাই, এই দাবী কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি না?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এখানে দেখা যাচ্ছে ৩০০০ যেখানে পূর্বে ছিল, সেখানে একি পেয়ে ৫০০০ হাজার হয়েছে। অতএব কি করে পায় নাই বলব।

শ্রীঅতিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আলুর বীজ বন্টনের পদ্ধতি কি?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই, স্ত্রী।

মিঃ স্পীকার :— ব্রিনিশিকান্ত সরকার।

ব্রিনিশিকান্ত সরকার :— কোয়েক্টান নম্বর ১৯৯

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— কোয়েক্টান নম্বর ১৯৯ স্ত্রী।

QUESTION

ANSWER

1. When was the road from Rajnagar to Killa constructed and whether any repair to this road was done after its construction.

1. This is a foot track existing since long and is being maintained as such.

ব্রিনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তার কয়টি পুল ছিল?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

ব্রিনিশিকান্ত সরকার :— এটা 'ক পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে করান হয়েছে না অথবা কোন ডিপার্টমেন্ট করেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

ব্রিনিশিকান্ত সরকার :— এই রাস্তাটি 'ক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে করান হয় নাই?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় নোটিশ চেয়েছেন, তারপর এই প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমদোরজস নাথ।

শ্রীমদোরজস নাথ :— কোয়েক্টান নম্বর ২১৪।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোয়েক্টান নম্বর ২১৪ স্ত্রী।

QUESTION

REPLY

1. How many Forest Offices are there within the Jampai area and how many employees are working there?

2. Offices.
Two employees are working there at present.

শ্রীমদেবপ্রসাদ দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই অফিসটা জম্পাই হিলে কোন্ কারখানায় আছে ?

Shri S. L. Singh :— There are two offices in Jampai hill area mainly and the main office is Jampai range office at Vanmoon.

শ্রীমদেবপ্রসাদ দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই অফিস বর আছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :— I demand notice

শ্রীমদেবপ্রসাদ দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন মিকোদের কসটিলিটির পরে সেখানে কোন কর্মচারী কাজ করে কিনা ?

Shri S. L. Singh :— There are two offices and two employees working there.

শ্রীমদেবপ্রসাদ দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৬৭-৬৮ ফিন্যান্সিয়াল ইয়ারে এই অফিসের মাধ্যমে কত আয় হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :— I demand notice

Mr. Speaker :— Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :— Question No. 974.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir question No. 974.

Questions

Answers

১) ছাত্র ক্রকের ভাটবোনহড়া কলোনির কাচ'ব্রীহড়ায় বীশ দিয়ে ভাল সেচের ব্যবস্থার জন্য কলোনিবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত আবেদন করিয়া আসিতেছেন. সরকার অবগত আছেন কি ;

১) Yes.

২) যদি অবগত থাকেন, তবে কবে নাপ্রদ বীধের কাজ আরম্ভ হইবে ?

২) Cannot be stated definitely until the scheme which is under scrutiny is finalised.

শ্রীমদেবপ্রসাদ দাস :— কুটনি করতে কতদিন সময় লাগবে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— বেশ কিছুদিন লাগবে।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 147.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker Sir, question No. 147.

QUESTIONS & ANSWERS

QUESTION

- ১। গত ১৯৬২ সালে মুহুরী বেঙ্গ অফিস,
১৯৬৪ সালে মুহুরী বেঙ্গ অফিস টাংগীয়া
প্ৰেনটেশন, ১৯৬৫ সালে মুহুরীপুৰ কেঙ্গে
১৯৬৩-৬৪ সনে জুলাইবাড়ী ভূমি সংৰক্ষন
কেঙ্গে এবং ১৯৬৬ সালে সৰ্ব্বহুলট পাড়া
কাঞ্চনপুৰ বেঙ্গ অফিস কেঙ্গে মোট কত
পৰিমাণ একৰ প্ৰেনটেশনের জন্য নিৰ্দ্ধাৰিত
ছিল ;
- ২। কোন্ কেঙ্গেৰ জন্য মোট কত টাকা মঞ্জুৰী
ছিল এবং মঞ্জুৰীকৃত সমাধ টাকা খৰচ
কটয়াচে কিনা ;
- ৩। মোট নিৰ্দ্ধাৰিত একৰেৰ মধ্যে কোন
কেঙ্গে কত পৰিমাণ একৰ প্ৰেনটেশন
কটয়াচে ?

REPLY

- ১৯৬২ সালে মুহুরীপুৰ বেঙ্গ অফিস
—৩৬ একৰ।
- ১৯৬৪ সালে মুহুরীপুৰ বেঙ্গ অফিস টাংগীয়া
প্ৰেনটেশন
—নাট।
- ১৯৬৫ সালে মুহুরীপুৰ কেঙ্গে—৩৮ একৰ।
- ১৯৬৩-৬৪ সনে জুলাইবাড়ী ভূমি সংৰক্ষন
কেঙ্গে
—১৩০ একৰ।
- ১৯৬৬ সালে সৰ্ব্বহুলটপাড়া কাঞ্চনপুৰ
বেঙ্গ অফিস
—১০০ একৰ।
- ১৯৬২ সালে মুহুরীপুৰ বেঙ্গ অফিস—
মঞ্জুৰী—৮১০৫.২০ টাকা।
খৰচ—৮১৫০.৭৫ টাকা।
- ১৯৬৪ সালে মুহুরীপুৰ বেঙ্গ অফিস টাংগীয়া
প্ৰেনটেশন—একটাই উঠেনা।
- ১৯৬৫ সালে মুহুরীপুৰ কেঙ্গে—
মঞ্জুৰী—৫৮৪১০০ টাকা।
খৰচ—৫৩৩২০০ টাকা।
- ১৯৬৩-৬৪ সালে জুলাইবাড়ী ভূমি সংৰক্ষন
কেঙ্গে—
মঞ্জুৰী—১০,৪০৮০০ টাকা।
খৰচ—১০,৪১৮০০ টাকা।
- ১৯৬৬ সালে সৰ্ব্বহুলট পাড়া কাঞ্চনপুৰ
বেঙ্গ অফিস—
মঞ্জুৰী—৬২২৫০০ টাকা।
খৰচ—৩৮৭৫০০ টাকা।
- ১৯৬২ সালে মুহুরীপুৰ বেঙ্গ অফিস
—৩৬ একৰ।
- ১৯৬৪ সালে মুহুরীপুৰ বেঙ্গ অফিস টাংগীয়া
প্ৰেনটেশন
—নাট।
- ১৯৬৫ সালে মুহুরীপুৰ কেঙ্গে—৩৮ একৰ।
- ১৯৬৩-৬৪ সালে জুলাইবাড়ী ভূমি সংৰক্ষন
কেঙ্গে
—১৩০ একৰ।
- ১৯৬৬ সালে সৰ্ব্বহুলটপাড়া কাঞ্চনপুৰ
বেঙ্গ অফিস কেঙ্গে
—৪২২৬ একৰ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন প্রতি একরে ফরেট প্র্যাক্টেশনে কত করে বায় বরাদ্দ ধরা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা স্বাক্ষর করবেন যে ১৯৬৪ সনে টাংগিয়া প্র্যাক্টেশনের আওতাবে মুহুরীপুর বেঞ্চে ২০০ একর ধরা হয়েছিল, এর মধ্যে আগকচুয়ালী ৭০ একর করা হয়েছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যা যা প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তর আমি দিয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা স্পেসিফিক। আমার প্রশ্ন ছিল যে মন্তব্যরূপে টাকা খরচ হইয়াছে কিনা, উনি বলেছেন যে প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— উনার প্রশ্নটা যেমন ছিল তেমনই উত্তর দিয়েছি। মুহুরীপুরে কোন টাংগিয়া প্রেনটেশন হয় না, কাজেই খরচের প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আমি বলছি ২০০ একর টাংগিয়া প্র্যাক্টেশনে করার কথা ছিল, এর মধ্যে ৭০ একর করা হয়েছে। তিনি ক'উনকে ভুল কথা সরবরাহ করে বিনামূল্যে করবার চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার :— টাংগিয়া প্র্যাক্টেশনে কোন স্থান ছিল না বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত এরিতা প্রেনটেশনের জন্য ধরা ছিল ঠিক ততটুকু জায়গা প্রেনটেশন হয় না তা অর্থাৎ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এত সম্পর্কে তদন্ত করতে বাধ্য আছেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যা যা প্রশ্ন হয়েছিল তার সম্যক উত্তর আমি দিয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্নটা হল কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা খরচ হয়ে গেছে অথচ কাজ হয় না। এত সম্পর্কে তিনি তদন্ত করতে বাধ্য আছেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— যে প্রশ্ন ছিল তার সম্যক উত্তর আমি দিয়েছি। অতএব এনকোয়ারীর কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন মুহুরীপুর বেঞ্চে ১৬ একর। কিন্তু আমার কাছে রেকর্ড আছে ১৯৬২ সালে এ বেঞ্চে প্রেনটেশনের জন্য ছিল টোটেল ৫০ একর। তার উপর বাজেট করে স্যান্ডশান করা হয়। কিন্তু

এখন দেখা যাচ্ছে যে ২০ একর প্রেনটেশন করা হয়েছে। অথচ সম্যক টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাজেই এই সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা যেসমস্ত জায়গাতে এইসব ঘটনা ঘটেছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি যা হিসাব পেয়েছি, সেই হিসাবমত দিয়েছি। কাজেই তদন্তের কোন প্রসঙ্গ উঠে না।

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :— কোয়েন্সান নম্বার ২৭২।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোয়েন্সান নম্বার ২৭২ স্তার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। তেলিয়ামুড়া বাজারের বৈদ্যুতিক করণের কাজ কবে আরম্ভ হইবে,	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। বিদ্যুতের অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে সরকার মনে করেন কি না ?	

মিঃ স্মীকার :— শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দাস।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দাস :— কোয়েন্সান নম্বার ১০।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোয়েন্সান নম্বার ১০ স্তার।

QUESTION

1. Whether the Government has any proposal for construction of an S. P. T. Bridge over river Dhalai on Kamalpur-Marachara Road—if so whether construction of this bridge will be taken up during next year ?
2. When will the work for soling, metalling and carpeting of Kamalpur-Thalbari Road be started.

As the demand for construction of a road from Ambassa, the business centre of Kamalpur, to Marachara via Kachuchara, Jamthung and Bamanchara on the eastern side of river Dhalai has been pending for a long time ; whether the Government has any proposal for construction of the new road for the benefit of the people of this backward area, and whether survey operation for construction of the road has been conducted.

ANSWER

1. No.
2. There is no such proposal
3. Reconnaissance survey for the alignment has been conducted. The necessity for construction of the road is being looked into.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোয়েন্টান নম্বর ২০০ ।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েন্টান নম্বর ২০০ স্যার ।

QUESTION

1. Under what circumstances an Engineering Division of P. W. D. is created ?
2. What is the volume of work in terms of expenditure of each Engineering Division is allotted ?

ANSWER

1. Division is created only when work load justifies.
2. The volume of works in terms of expenditure is generally 35 to 40 lakhs including equated work load for maintenance for Road & Buildings Division only. The Works of Irrigation, Investigation & Electrical Divisions are of different nature and their work load is not guided by expenditure figures alone.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ১৯৬৪-১৯৬৫, ১৯৬৫-৬৬ এও ১৯৬৭-৬৮'এ যতগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন আছে তার মধ্যে খুব কম ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনেই ৩৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার নীচে ভল্যুম অব ওয়ার্ক এ্যালটমেন্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত বছর একটা সার্ভিসমেন্টের কোয়েন্টানের উত্তরে পাওয়া যায় যে আগরতলা ডিভিশনে ১৯৬৬-৬৭'তে ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার ওয়ার্ক এ্যালট করা হয়েছে, সেটা কি জাটিকাউড হয়েছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—সমস্ত ওয়ার্ক এ্যালটমেন্ট করার পর, মাত্র তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনে সেট পারসেন্ট ওয়ার্ক হয়েছে, অন্যান্য ডিভিশনে কম হয়েছে, সেটা কি জাটিকাউড ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার ।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিডন যদি ৩৫ লক্ষ টাকার বিলো আর্চিভমেন্টে ৩য় তাহলে তার কার্যকারিতা আছে কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কার্যকারিতা আছে বলেই তা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যদি ৩৫ লক্ষ টাকার নীচে আর্চিভমেন্টে ৩য় কিনা আর্চিভমেন্টে দেওয়া ৩য় তাহলে সেট ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কার্যকারিতা আছে কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কার্যকারিতা আছে বলেই রাখা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—ওয়াফ যদি কম্প্রট না করতে পারে তাহলে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যারা স্টে কাউন্সিল করছেন তাদের উপর চাপ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—নিম্নতর ইয়ার্ডটিক আছে, ইয়ার্ডটিক অন্তসারে যদি কাজ না করতে পারে তাহলে আশনাগুণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কাণ্ডটা কম্প্রট করেছে কিনা সেটা এনকোয়ারার কোন বিধি ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এনকোয়ারার কোন প্রয়োজন পড়ে না, প্রসিডিউর অন্তসারেই সেট সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—যাদের উপর নিম্নতর বাজোর আর্চিভমেন্টের ভার আছে তারা যদি তা না করতে পারে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না সেটা সরকার দীকার করতে বাধ্য আছেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—যদি তা দীকার করতে নাযায়। আর্চিভমেন্ট অন্তসারেই কাজ হবে।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 241.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 241.

QUESTION

REPLY

(ক) ১৯২৭ ইং সনের ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট
এ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় উদয়পুর
কৌজদারী আদালতে ১৯৬৭-৬৮ ইং
সনের জুন মাস পর্যন্ত কত নম্বর
মোকদ্দমা দায়ের আছে :

(খ) কতজন বিবাদীর শাস্তি হইয়াছে ;

(গ) কতজন খালাস পাইয়াছে ;

(ঘ) কত টাকা জরিমানা হইয়াছে ;

(ঙ) জরিমানা কত টাকা আদায়
হইয়াছে, কত নম্বর কেস আপীল
বা মোশন করা হইয়াছে .

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

(চ) এই সমস্ত মোকদ্দমা পরিচালনা
করার জন্য টি.এ, এবং ডি.এ, বাদ
ফরেস্ট বিভাগের ১৯৬৭-৬৮ ইং
সনের জুন মাস পর্যন্ত কত টাকা
খরচ পড়িয়াছে ?

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত সেশনেও এই প্রশ্নটা
করেছিলাম, তখন বলি করেছিল যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখনও তাই বলা হচ্ছে। তাহলে
আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তথ্য কবে পর্যন্ত সংগ্রহ করা হবে ?

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, it is very difficult to furnish the
information within a very short time.

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Question No. 248.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 248.

QUESTION

১। প্রতি বৎসরই ত্রিপুরায় বন্যার প্রকোপে চাষোপযোগী যে সকল দান ও পাটের
জমি ধ্বংস হইয়া যায়, সেইগুলিতে বিকর কোন নত উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা
সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে তত্বার বিবরণ এবং সেইগুলি কোন জাতায় নত ?

৩। না থাকিলে উত্বার কারণ কি ?

ANSWER

১। যদিও বিকর কসল উৎপাদনের জন্য বিশেষ কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই,
তথাপি অবস্থা বিবেচনায় এই ধরণের উৎপাদনে সরকার সাহায্যত সহযোগিতা
করিতে পারেন ?

২। দান ও পাট জমি বন্যায় ধ্বংস হইয়া গেলে বিকর কসল হিসাবে আবার দান ও পাট
দেওয়া বাইতে পারে যদি উহা বপন অথবা যোগ্যের সময় তখনও থাকে।

বিকল্প ফসল ছাড়া ববিৎকালে বন্যাক্রান্ত জমিতে পরবর্তী ফসল হিসাবে আখের চাষও করা যাউতে পারে যদি জমি অগাধ দিক হইতে আখ চাষের উপযোগী হয়।

বন্যাজনিত ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিাদি ক্ষতের আংশিক পরিপূরক হিসাবে আগামী ববিৎকালে উপযুক্ত জমিতে উচ্চ-ফলনশীল গমচাষের প্রবর্তন করার ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইতেছে।

বিকল্প অথবা পরবর্তী ফসল হিসাবে বপন অথবা রোপণের জন্য সরকার বীজ বা চারা সরবরাহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বন্যাক্রান্ত হিসাবে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে ঐ বীজ অথবা চারা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা ঐ ধরণের ফসল উৎপাদন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ধান ও পাটের আংশিক ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন।

৩। বলা একটি প্রাকৃতিক বপনায়। উভয় কলে কয়-ক্ষতির কোন মূর্নিহিত পরিমাপ পদ্ধতি করার উপায় থাকে না।

শ্রীমত্রেয় রায় :—যে সমস্ত ভায়গাতে বিকল্প ক্ষতের বা ববিৎকালের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ঐ সমস্ত ভায়গাতে এই বকম ক্ষত উৎপাদন হইতে পারবে কিনা সেটা একজামিন করে দেখেছিলেন কি?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে, ধান ও পাট বন্যাক্রান্ত ক্ষত হইয়া গেলে বিকল্প ফসল হিসাবে আখের ধান ও পাট দেওয়া যাউতে পারে যদি উহা বপন অথবা রোপণের সময় তখনও থাকে।

বিকল্প ফসল ছাড়া ববিৎকালে বন্যাক্রান্ত জমিতে পরবর্তী ফসল হিসাবে আখের চাষও করা যাউতে পারে যদি জমি অনান্য দিক হইতে আখ চাষের উপযোগী হয়। তাই সেখানে মাটি পরীক্ষার লেবেল পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কারণ সেখানে মডেল এক্সপার্ট আছে।

শ্রীমত্রেয় রায় :—ধান ও পাট চাষ করে চাষীরা যে বকম লাভবান হন ঐ সমস্ত বিকল্প ক্ষত চাষ করে তারা সেবকম লাভবান হবেন কিনা?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাবে।

শ্রীমত্রেয় রায় :—ঐ সমস্ত জমিতে চাষীরা যে নূতন ধরণের ক্ষত করবে তার বীজ কোথা হইতে সংগ্রহ করবে?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে বিকল্প অথবা পরবর্তী ফসল হিসাবে বপন অথবা রোপণের জন্য সরকার বীজ বা চারা সরবরাহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বন্যাক্রান্ত হিসাবে যে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে ঐ বীজ চারা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা ঐ ধরণের ফসল উৎপাদন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ধান ও পাটের আংশিক ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন।

শ্রীমতেশ্বর রায় :—ঐ সমস্ত জায়গাতে বুঝে ধান কিংবা ভাইচুং ধান, কিংবা আই আর এইট হতে পারে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার, প্রত্যেক জায়গার সয়েল একজামিন করে দেখতে হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে প্রতি বৎসরই বনায় ধান ও পাটের জমি ধ্বংস হয়ে যায় এইরকম জমির পরিমাণ কত ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নোটশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েন্টান নম্বর ২৫৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েন্টান নম্বর ২৫৪, সার।

প্রশ্ন

- ১। গুত্ত বনায় বুঝে ফসল নষ্ট হইয়াছে এরূপ জমির পরিমাণ কত ? আউল ফসল নষ্ট হইয়াছে এরূপ জমির পরিমাণ কত ?
- ২। যে কৃষকের বুঝে এবং আউল ফসল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে তাহাদের সরকারি সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি ? করা হইয়া থাকিলে সেও ব্যবস্থা ছাড়া সেট কৃষকগণ আবার কৃষিকার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন কি ?
- ৩। গুত্ত বনায় যারা সন্দেহ জারত্যাছেন তাহাদের খাজানা মুকুব করা হইবে কি ? করা হইলে কত বৎসরের খাজানা মুকুব করা হইবে ?
- ৪। সেট বন্যাপীড়িত কৃষকগণের উপর তত্তালীলদারগণ বকেয়া খাজানা আদায়ের জন্য পীড়ানীড়ি করিতেছে টা কি সত্য ?

উত্তর

- ১। (ক) ১৯৬৮ ইং সালের জুলাই মাসের বন্যায় বুঝে ফসল নষ্ট হয় নাট।
(খ) ২১,১১৪.৮৪ একর আমন ফসল নষ্ট হইয়াছে।
- ২। টা।
- ৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরের খাজানা মুকুব বা স্থগিত রাখার বিষয় বিবেচনার্থীন আছে।
- ৪। না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কৃষকদের কৃষি কণ যে দেওয়া হয়, এস, ডি, ওর তা আংশান করবার কমতা কতদূর পর্য্যন্ত আছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী অতিথায় দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত বন্যার পরেও খাজানা আদায়ের সংশ্লিষ্ট নোটিশ কৃষকদের দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোম্পানি নম্বর (৪)—বন্যাপীড়িত কৃষকগণের উপর হস্তশীলদারগণ বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে ইত্যাদি সত্য? তার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :—এস. ডি. ওয়ার্ডে ৫০ টাকা কৃষি ক্ষয় মজুর করার ক্ষমতা আছে, এস. ডি. ওয়ার্ডে ৫০০ টাকা মজুর করতে পারে কৃষি ক্ষয় হিসাবে। সেট ব্যবস্থা সরকার করবেন কি?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুনীলচন্দ্র দত্ত।

শ্রী সুনীলচন্দ্র দত্ত :—কোম্পানি নম্বর ১১৩

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোম্পানি নম্বর ১১৩, স্যার।

QUESTION

1. What is the progress of the permanent bridge over the river Khowai near Chebri?
2. When the work is expected to be completed?

ANSWER

1. 33% of the work has since been completed.
2. The bridge is expected to be completed by the end of 1970.

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :—উত্তরেবদেব সড়ক অঞ্চলে এই সেতু করে পর্যায় শেষ হওয়ার কথা ছিল।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :—উত্তরেবদেব সড়ক অঞ্চলে এই সেতু করে পর্যায় শেষ হওয়ার কথা ছিল।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আমি আরেক বলেছি যে আমরা এক্সপেক্ট করছি ১৯৭০ সালে এটা শেষ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী অতিথায় দেববর্মা।

শ্রী অজিতরাম দেববর্মণ :—কোয়েস্টান নম্বর ১২২।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েস্টান নম্বর ১২২, তার।

QUESTION

1. Whether an advance of Rs. 6000/- was given to any contractor for making approach road for supply of 40,000 cft. of stone chips under Agartala Division No. II during the period from February to December, 1963 ;
2. if so, what is the name of that Contractor ;
3. what is the total amount of the advance paid to the contractor ;
4. what is the total value of stone chips supplied to the Govt. by the contractor ;
5. what is the total amount due from the contractor and what step has been taken to realise the same ?

ANSWER

1. Yes.
2. Shri S. S. Paul.
3. Rs. 43,220/-
4. Rs. 48,316/-
5. The amount indicated in reply to the question No. 3 above has been realised in full from the contractor.

শ্রী সীতার :—শ্রীমদেববর্মণ নথি।

শ্রীমদেববর্মণ নথি :—কোয়েস্টান নম্বর ১২২।

শ্রী অজিতরাম দেববর্মণ :—কোয়েস্টান নম্বর ১২২, তার।

QUESTION

- a) Is there any contemplation to construct the bridges over the road Bilthai-chandipur under Dharmanagar sub-division ;
- b) for how long is the bridge near the Higher Secondary School of Bilthai lying broken ;
- c) when will the work of repairs of the said bridge be taken up ?

ANSWER

Materials are under collection.

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 148.

Shri S. L. Singh :— Question No. 148, Sir.

QUESTION

ANSWER

1. Whether it is a fact that
D. F. O. of Bagafa in
collaboration with Range
Officer, Silachari has mis-
appropriated Rs. 1,700/- by
showing false bills in his
March account against the
construction of one sanitary
latrine at Silachari rest
house though the work has
not been done at all ;

No.

2. if so, what action has been
taken against that Officer ?

Does not arise.

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলেন, সিলচরিতে
স্যানিটারী ল্যাট্রিন কনষ্ট্রাকশনের জন্য সরকার থেকে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল
কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— হ্যাঁ, সত্যতঃ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখানে
স্যানিটারী ল্যাট্রিন কনষ্ট্রাকশন হয়েছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কনষ্ট্রাকশন হয়েছে

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরকার করে দেখতে রাজী আছেন
কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি হয় না।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সরকার পক্ষের পুর্তি উত্তর দেওয়া হয়েছে।
যতএব পরীক্ষার প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member should not challenge the reply of the
Chief Minister.

ঐয্যোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত তারিখে কনস্ট্রাকশন শেষ হয়েছে ?

ঐশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ঐরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

ঐরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— কোয়েকান নাখার ১৯৮।

ঐএস. এল. সিংহ :— কোয়েকান নাখার ১৯৮, স্যার।

QUESTION

1. How many maintenance divisions are there under PWD. ?
2. When and how the maintenance Division takes over the building/ roads or other works completed by the respective Engineering Divisions ?

ANSWER

1. None, exclusively for maintenance.

2. Does not arise.

ঐরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—বিশেষ সরকারের যে কনস্ট্রাকশন করা হয় তার মেটেনেন্স কোন ডিভিশন করে ?

ঐশচীন্দ্র লাল সিংহ :—পি, ডিবিউ, ডি, এর যে যে সেকশন আছে সেই সেই সেকশনগুলিতে তা করে থাকে। আগরতলা ডিভিশন আছে একটা সেটা ৮৫৮।

ঐরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—আগরতলা ডিভিশন না টি কি মেটেনেন্স ডিভিশন ?

ঐশচীন্দ্র লাল সিংহ :—না, কনস্ট্রাকশন ডিভিশন।

ঐরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কোনটা মেটেনেন্স আর কোনটা কনস্ট্রাকশন ডিভিশন।

ঐশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে মেটেনেন্স বলে কোন ডিভিশন নেই। আগরতলা ডিভিশন বলে একটা ডিভিশন আছে যেটা নাকি শুধু কনস্ট্রাকশন করে।

মিঃ স্পীকার :—ঐরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

ঐরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—এর নং ২৮০।

ঐশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৮০।

প্রশ্ন

- ১। তেলিয়াঘুড়া-অমরপুর রোড সলিং মেটেলিং ও ব্র্যাকটিং করার প্রয়োজন সরকার মনে করেন কিনা এবং কোন প্রস্তাব আছে কিনা ;
- ২। নাকিলে কবে পর্যন্ত এ প্রস্তাব কার্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

- ২। সলিং মেটেলিং-এর কাজ ইতিপূর্বেই শেষ হইয়াছে। ব্র্যাকটিং-এর কাজ ১৯৬২-৭০ সালে তাহে নেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীশতীজকুমার মজুমদার :—সোলিং মেটেলিংয়ের কাজ কি শেষ হয়ে গেছে ঐ বাস্তব ?

শ্রীশতীজলাল সিংহ :—

The length of the road from Teliamura to Omri is 31 miles. The soling and metalling were done during the period from January, 1962 to June, 1965. The expenditure on this was Rs. 11,56,708/- . The soling and metalling have worn out in places during this long period due to normal wear and tear. Maintenance is being done as and where necessary. Estimates for black topping of the road including remetalling were sanctioned for Rs. 27,03,000/- in October, 1966. Tenders for the work are expected to be called for this year. The completion of the work will be phased out according to availability of fund.

শ্রীশতীজকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে অপরতলা ভেতে তেলিয়াঘুড়া ভয়ে অমরপুর যাত্রার এটি ই একমাত্র রাস্তা ?

শ্রীশতীজলাল সিংহ :—হ্যাঁ একমাত্র রাস্তা নয়, অপরতলা ভেতে উদয়পুর মহারাজী ভয়ে, তেলিয়াঘুড়া ভয়ে যাওয়া চলে, বর্গাকি ভয়েও যাওয়া চলে এবং কুমারগঞ্জ ভয়েও যাওয়া চলে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, তেলিয়াঘুড়া ভেতে অমরপুর ৩০৫ পর্যন্ত গাড়ী যেতে পারে কিনা ?

শ্রীশতীজলাল সিংহ :—নাটিক চাই।

মিঃ সীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েলান নং ১০৭

শ্রীশতীজলাল সিংহ :—কোয়েলান নং ১০৭ সার

প্রশ্ন

- ১। মাইনর ইরিগেশন ট্রুপার্টমেন্টে হইতে উদয়পুর-শালগড়া তপস্কীল হইতে শিলাপাটি পর্যন্ত বাধা দিওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উক্ত কমপ্লীট হইয়াছে কিনা।
- ২। কুমারগড়ি বাট হইতে ভাতারিয়া ও শালগড়া হইয়া অপর একটি বাধা করা পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কিনা।

উত্তর

১। ৪,৪৫,৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কাজটি শেষ হয় নাই।

২। না।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 169.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 169

QUESTION

REPLY

- ক) চম্পকনগর Forest Range অফিস-এর
অন্তর্গত Forest Village গঠনের
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;
- খ) যদি থাকিয়া থাকে তবে কত জুমিয়া
পরিবারকে নিয়া Forest Village
করা হইবে ;
- গ) এবং কত টাকা কামিয়া প্রত্যেকের
দেওয়া হইবে ;
- ঘ) ভূমি কত একর করিয়া দেওয়া হইবে ?

উক। সরকারের বিবেচনাধীন
আছে ।

১০০ পরিবার ।

মোট ৫০০ টাকা ।

২ টেনডাউ একর ভিসাবে ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন এত পর্যন্ত এত
ফরেটে ভিলেজের জন্য কতজন জুমিয়া দরপত্র করেছে ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ :—নাটক চাউ ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মণ :—কত সালের মধ্যে এটা ফরেটে ভিলেজের খঠন করা হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ :—প্রস্তাব দাখল হয়ে এসেছে এখনো দরপত্র ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মণ :—কত দেরী হবে বলে মনে করেন ?

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ :—সাপেক্ষে পেসেট করা হবে ।

মিঃ সীকার :—জিনোরজন নাথ ।

জিনোরজন নাথ :—প্রশ্ন নং ১৬৭ ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১৬৭ ।

QUESTION

- 1 When was the road Uptakali to Jubarajnagar via Mangalkhali under Dharmanagar Sub-Division Constructed.
2. What is the cause for not doing any work of maintenance of the same road ;
3. Is there any contemplation for construction of the bridge over Mangalkhaliacherra over the same road ?

ANSWER

1. No regular road exists from Uptakali to Jubarajnagar. A foot path exists which was constructed prior to 1957 and was improved during the time of defunct T. T. C.
2. Such foot paths are attended to only when required.
3. No.

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—মাননীয় মহা মহোদয় বলবেন কি এই বাস্তা উপাখ্যান, যুবরাজনগর পর্যন্ত ৮ মাইল প্রায় বাস্তা করা হয়েছিল কিনা ১৯৫৭ সালে ?

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—এটা বলা হয়েছে আগেই যে রেলস্টেশন কোন বাস্তা সেখানে নেই। তবে ১৯৫৭ সালের আগে একটা ফুটপাথ করা হয়েছিল এবং টি. টি. সি. এর সময়ে সেটা উন্নত করা হয়েছিল।

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফুটপাথ বাস্তা করাটুকু ৮ মাইল দূরত্ব।

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—নাটিক চাই।

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলবেন কি এই বাস্তা মেট্রোপলিটন না করবার কারণ কি এবং এই বাস্তা দিয়ে কোন লোকজন চল চল করতে পারেন না। এটা মাননীয় মহা মহোদয়ের জন্য আছে কি ?

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—এইরকম ফুটপাথ এবং এর মতন প্রায় জন লাখে।

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—এই বাস্তা ৮ মাইল দূরত্ব এবং কাছে ৮ মাইল দূরত্ব এবং ৮ মাইল দূরত্ব।

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—নাটিক চাই।

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—মাননীয় মহা মহোদয় বলবেন কিনা যে মাইলকালি ৮ মাইল দূরত্ব দূরত্ব দূরত্ব কিনা।

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—মাইল দূরত্বের সমস্ত দূরত্ব, সেটা ফুটপাথে থাকুক এবং ৮ মাইল দূরত্ব থাকুক। কিন্তু আমদের জন্য আছে মাইল দূরত্ব।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are 12 Unstarred questions. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.

শ্রীমদেবপ্রিয় প্রশ্ন :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা প্রশ্নের অবস্থা আছে। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রী এম. এ. আলী চৌধুরী মহোদয়ের একটা প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মেট্রোপলিটন অথবা মাইলকালি না। মাননীয় মেম্বর বলেছেন যে এই প্রশ্নটা কয়েকটি সেশনে হাউসে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকবার উত্তরে বলা হয়েছে যে মেট্রোপলিটন অথবা মাইলকালি না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব অর্ডার। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীএসসাদ আলি চৌধুরী বলেছেন যে গত সেশানে এটি প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মাননীয় সদস্য সেট জায়গায় বলেছেন যে কয়েকটি সেশানে সেটা দেওয়া হয়েছে, এটা আপত্তিকরক।

শ্রীঅখোয় দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কলসের মধ্যে আছে Rule No. 41 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly “Answer to question shall be replied on the date on which it is listed.” এখানে বলা হচ্ছে যে লিটেড কলে পয়েন্ট আনসার দিতে হবে। একটা সেশানের জন্য সেটা ‘আওয়ার কলেকশান’ বলে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু অনবরত দুইটি সেশানে একই উত্তর দেওয়ার ফলে সাধারণতঃ চাউসের মেম্বারদের যে অধিকার সেট অধিকারকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ভাঙ করেছেন এবং যদি তা করে থাকেন তাতলে কেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাউসের অধিকার ভাঙের অভিযোগ আনা করেন না, এটা হচ্ছে আমার নাচার (১) পয়েন্ট। ২য় হচ্ছে ১৪৮ কোয়েস্টানের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রথমে বলেছেন ‘না’।

তার পরের যখন সার্টিফিকেট কোয়েস্টান এই বিলিভেন্টে করলাম ‘কবে কাউটা পেস হয়েছে, তখন তিনি বললেন ‘আই ডিম্যান্ড নোটিশ’ আমার সার্টিফিকেট কোয়েস্টান এটির সঙ্গে বিলিভেন্ট। যদি তাই হয় তাতলে কেন তিনি তার উত্তর দেন না? তিনি বরাবরে এই সমস্ত বিলিভেন্ট কোয়েস্টানের উত্তরে আমি নোটিশ চাই ইত্যাদি বলে এড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাই আমি বলছি তিনি চাউসের মেম্বারদের অধিকার ভাঙ করেছেন। কাজেই কেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাউসের মেম্বারদের অধিকার ভাঙের অভিযোগ আনা করেন না, এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব অর্ডার। কোন মাননীয় সদস্য বলতে পারেন কিনা এটা বিলিভেন্ট অব ইবিলিভেন্ট?

Mr. Speaker ;—No Member can not say like that. Neither the Chair nor any Member can compel any Minister to give reply to any question.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received a Calling Attention Notice from Shri Rajkumar Kamaljit Singh on the subject of—

“Daring Dacoity with heinous murder in the House of Kshetra Mohan Sarkar of Chechhorla- Bamutia, P.S. Sidhai, Tripura on 16.8.68”

I have given my consent to the Motion of Shri Kamaljit Singh to-day. Now I would request the Hon'ble Minister in charge of the Department namely Shri S.L. Singh to make a statement. If the Hon'ble Minister is not

in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when calling Attention Notice will be shown on the Order paper for a statement.

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতলৈ অগুণ্টে আমি তাৰ বিধাই দেব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister will give his reply on the 26th August, 1968.

QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGES.

Mr. Speaker :—I have received a Notice from Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman of the Estimate Committee raising a question of Breach of Privilege of the Committee on Estimates by the Revenue Department on 18. 7. 68. My observation on the alleged point of order is as follows. The facts of the case is that the Chairman of the Estimates Committee fixed the date for examination of the estimates of the Survey & Settlement Department on 16th July, 1968. As per Rule 177(iv) read with the Rule 17 of the Internal Working Rules, the Secretary of the Committee intimated the Secretary, Revenue Department to attend the meeting of the Committee to furnish the evidence to justify the estimates of the Survey & Settlement Department. But on that day, the Secretary of the Department instead of appearing before the Committee send one representative to act on his behalf, whose attendance as witness, the Committee did not approve and wrote a letter to Revenue Department on the 16th July, 1968 that the Committee would not like to examine any of the departmental officers not below the rank of Heads of Department. In reply to that the Secretary, Revenue Department requested the Secretary, Assembly Secretariat to move the Committee for favour of fixing another date in respect of Survey & Settlement Department. The Committee took serious note on the contents of the letter of the Revenue Department and was of opinion that such a letter would mean that the meeting of the Committee is to be convened after consultation with the departmental Secretaries and not that date would be fixed by the Chairman. As a result the Committee could not examine the estimates of the Survey & Settlement Department. The Committee was of further opinion that such action of the Revenue Department has resulted in preventing, causing delay and obstructing works of the Committee.

According to May's Parliamentary Practice disobedience to the Order of the Committee and thereby preventing, causing delay and obstructing execution of the order of the Committee is a breach of privilege and contempt of the Committee.

However, under Section 154 of the Rules of Procedure read with the Rule 144, the Hon'ble Speaker may refer the case to the Committee of Privileges for examination, investigation or report and acquaint the House thereof.

2. I have received one point of breach of privilege and contempt of the House, raised by Shri Aghore Deb Barma. M. L. A. The fact of the case are as follows :—

Shri Deb Barma contended that in reply to question Nos. 731 & 365 by Shri Ghanashyam Dewan and Shri Abhiram Deb Barma, the procedure followed constituted the contempt of the House and Breach of Privilege of the M. L. A. s. In reply to question Nos. 365 and 731 vide page 86 and 83 of the proceedings of the 22nd March, 1968, the Minister replied as follows :—

‘এই প্রশ্নে বহু প্রকার ‘ববদে’ ভুক্ত থাকায় উত্তর তথ্যাদি সংগ্রহকালে উক্ত প্রশ্নের প্রতি দীর্ঘ সময় এবং অতিবিক্ত কালব্যয় আবশ্যক।’

According to Shri Deb Barma this might be the cause of breach of privilege of the Members and the House.

In this connection, it may be stated that a Minister is not bound to answer a question or to answer it in a particular way. In the British House of Commons, a Minister is not bound to answer a question if it is not in the public interest to do so. The same practice and procedure is also followed in India. Therefore, when a Government Member (Minister) refuses to answer a particular question, the Chair generally presume that it is because not in the public interest to answer a question. But to be fair to the House Government Member refusing to Answer a particular question should indicate the ground on which he refused.

In replying to a question, Government stated that expenses and labour involve in the collection of information required was such that it would not be justified or commensurate with the results to be achieved whereupon a member asked if after a question has been admitted, it was upto the Government to give such an answer. But the President ruled, “with regard to the point of order raised, I think it is quite within the competence of the Government to say that the labour involved in collecting such an information is such that it would not be justified by or commensurate with the result. The Chair can have no knowledge, can not estimate the amount of labour involve in answering the question. “and” added there may be some obvious case in which the Chair can interfere and suggest to the Hon'ble Member on behalf

of the Government to try and answer the question but ordinarily it must be left to the Government.

According to the Parliamentary Privileges, the Govt. may follow any of the 3 courses in replying the questions. (1) Give the information sought (2) may claim time or refuse to give any information. In view of the position stated above.

I decline to give my consent to the question of breach of privilege being raised in the House.

However, I may observe as follows :—

The Minister's reply to the questions unless he thinks public interest will be suffered by answering the question and answer to questions should not be refused except on security grounds or because the Minister does not possess information and can convince the House that it is not reasonable for him to have it. If answer to questions are refused unreasonably, it might lead to a feeling that the Government has something to conceal and the Government would suffer politically. Secondly, so far reply to the above mentioned questions, the Speaker may observe the Government, before replying the questions in the way in which it has been replied should have asked time for postponement of the questions or requested the Speaker stating facts as has been incorporated in the reply, enabling the Speaker to re-examine if in the circumstances stated by the Government, the question can be disallowed or labour and expenditure involve in replying the questions would serve public interest.

POINT OF ORDER

Mr. Speaker . —On 20th August, 1968, Sri Aghore Deb Barma, M.L.A., raised the question that the Administrator summoned the Assembly under advice of the Chief Minister, but in absence of sufficient Government Business for transaction in the present Assembly Session, doubt arose in the mind of Shri Deb Barma, if advice given by the Chief Minister to the Administrator for summoning a Session of the Assembly without sufficient Government Business was justifiable in consideration of the fact that the sufficient amount of expenditure was involved in summoning the Legislature. On the Point of Order my ruling will be as follows :

“The right to summon the Legislature is vested in the Executive Head of the State—The President of the Union or the Governor of the State as the case may be. So far as the Union Territory Legislature is concerned the power of summoning the Legislature is vested on the

Administrator. In the Parliament, the proposal to summon the Lok Sabha is initiated by the Minister of Parliamentary Affairs (and by the Leader of the House in case the Prime Minister is not the Leader of the House) and submitted to the Prime Minister after an informal consultation with the Speaker in regard to the date of the commencement and duration of the Session. The Prime Minister may agree with the suggestion or refer it to the Cabinet. The proposal as finally agreed to by the Prime Minister or the Cabinet is formally submitted to the Speaker. If the Speaker agrees, he directs the Secretary to obtain the Order of the President to summon the Lok Sabha on the date and time specified. But in our Legislature almost similar procedures is followed. The Administrator summons the Assembly in consultation with the Leader of the House and the Speaker as to the date of commencement and duration of the Session. The Secretary, Law Department announces the date in the Gazette for notification and the Secretary, Legislative Assembly on the official Order of the Administrator communicated to him by the Secretary, Law Department issues notices to all the Members. There remains no mention of the Government Business which are likely to be transacted in the Session as summoned nor did the Administrator discuss with the Leader of the House and the Speaker with regard to the business to be transacted in the House. It appears from the above that the Administrator in the Union Territory Legislature is the sole authority to summon the Legislature. However, Government Business as are available with the Government are sent to the Assembly Secretariat which are in due course brought to the notices of the M.L.A.s. Session of the Assembly are to be summoned once in every six months irrespective of the fact there is any business of the Government or not. But this time, so far as the present session is concerned, the Assembly having been summoned by the Administrator, the Government announced the following business to be transacted in the House.

A.

1. Presentation of the Demands for Excess Grants for 1964-65.
2. General discussion on Excess Grants for 1964-65.
3. Voting on Demands for Excess Grants for 1964-65.

Moreover, the following were the Legislative Business of the Government.

B.

1. Introduction of Appropriation No. 4 Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968).
2. Consideration and Passing of the Appropriation No. 4 Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968.)

C. Other Business.

Laying of Rules, The Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

Therefore, I am of opinion that in view of the position stated above, the Point of Order of Shri Aghore Deb Barma, M.L.A., does not stand.

However, I must observe that the Legislature is the venue to ventilate the public grievances and to determine the policy of the Government so far as they relate to the people of this State. In this context, I would have been happy if the Government could have submitted few more business (Legislative or others) for transaction in the present session of the Assembly.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is discussion & Voting on Demands for Excess Grants for the year 1964-65. To-day 9 Demands viz, Demand No. 2—Land Revenue, 3—State Excise Duties, 15—Medical, 19—Co-operation, 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisation, 25—Electricity Schemes, 26—Public Works (including roads), 28—Pension & Other Retirement Benefits and 39A—Payment of Commuted Value of Pensions are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands and there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 25 & 26 together and 28 and 39A together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 2—Land Revenue.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,35,801/—, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিম্যাণ্ডে আমাদের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, তার থেকে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। একটা কালেকশন ড্রাইভ দেওয়া হয়েছিল তাতে কিছু বেশী টাকা খরচ হয়েছে, আর বাকী টাকা রিভাইজড সেকলে স্যালারীজ এবং গ্র্যালাউয়েল ইত্যাদি বাবদ এরিয়ার বিল দিতে হয়েছে বলে কিছু বেশী টাকা খরচ হয়েছে। আমি আশা করব হাউস এটা সমর্থন করবেন।

শ্রী অম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে লিস্ট অব গ্র্যাডুয়েসরী কমিটির আইটেম নম্বর ৩'এ আছে 'জেনার্যাল ডিসকালান অন দি ডিম্যাণ্ডস' তারপর নম্বর ৪'এ ছিল ভোটিং অন ডিম্যাণ্ডস। এখানে আমি দেখছি যে আইটেম নম্বর ৪ নেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই আইটেম নম্বর ৩ কি বাদ দেওয়া হয়েছে?

শ্রী ডিঃ মোহন দাশগুপ্ত :—বাজেটের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে একটা জেনার্যাল ডিসকালান হয়, তারপর প্রত্যেকটি ডিম্যাণ্ডের উপর ডিসকালান হয়। একটা জেনার্যাল ডিসকালান হলে এই সুবিধা হয় যে অনেকের হয়তো প্রত্যেকটি ডিম্যাণ্ডের উপর বলার বিষয় বস্তু থাকে না, যদি কারও কিছু সামান্যতম থাকে তাহলে সেও ভিউ পয়েন্টসটা জেনার্যাল ডিসকালানে রাখতে পারেন এবং ইনডিভিডুয়েল ডিম্যাণ্ডটা উইদ আউট ডিসকালানেও পাস করে যেতে পারে এগুলিক পেকে একটা জেনার্যাল ডিসকালান আগে হয়ে তারপর প্রত্যেকটি ডিম্যাণ্ডের উপর অলাদাভাবে ডিসকালান হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

Mr. Speaker :—I think you want a general discussion on the Demands. Alright, you may discuss. General discussion will be started by the Opposition first. You may open the discussion.

শ্রী অম্বোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে একসেস গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে ডিসকালান করার আগে আমি একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে বহু টাকা পয়সা খরচ হয়, পরবর্তী সময়ে সেটা বেগলারাইজ করা হয়, অনেক সময় সেইগুলি বাজেটেও ধরা হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এসেম্বলীতে যে মারশ্যাল ট্যাক আছে, গত তিন বছর যাবত এখানে কন্টিনুয়েন্ট হিসাবে কাজ করছে, তাদের আজ পর্যন্ত বেগলার করা হচ্ছে না। ফলে সরকারী কর্মচারীরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, যেমন পূজা গ্র্যাডুয়াল, ক্লাড গ্র্যাডুয়াল ইত্যাদি পায়, সেইগুলি তারা পাচ্ছে না।

শ্রী ককদাল ভট্টাচার্য :—পয়েন্ট অব অর্ডার। এই একসেস ডিম্যাণ্ডের মধ্যে এই পয়েন্ট আসতে পারে না। তার বাইরে কোন ডিসকালান চলতে পারে কি না?

মিঃ স্পীকার :—আপনি এক্সেস গ্র্যান্ট যে বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে তার উপর আপনি ডিসকাস করতে পারেন।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে ডিসকালানে যাওয়ার পূর্বে একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে তাদের যেন বেঞ্চরালাইজ করা হয় যাতে নাকি তারাও অসুস্থ কর্মচারীদের মত সুযোগ সুবিধা পায়। এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে টোটাল গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে বলতে গেলে আমি বলব যে বাজেট সেশনের মধ্যে কীট মেশান এনে আমরা যখন দেখাতে চেষ্টা করি যে প্রয়োজনের তুলনায় কম ধরা হয়েছে তখন ক্রলিং পাটির ভোটের জোরে সেটাকে অগ্রাহ্য করে ডিম্যান্ডগুলি পাশ করিয়ে দেওয়া হয় অথচ পূর্ববর্তী সময়ে রিভাইজড বাজেট এবং সাল্লিমেন্টারী বাজেট এ এইগুলি চাওয়া হয়। এই যে এক্সেস ডিম্যান্ড রাখা হয় এই সম্পর্কে একথা আমি বলতে চাই যে এটা কংগ্রেস বাজারের একটা কেলেকারীর নজীর। কারণ ১৯৬৪—৬৫ সালে এই এক্সেস গ্র্যান্ট ৩.৫৫ করা হয়েছে। এটা যদি ১৯৬৫—৬৬ অথবা ১৯৬৬—৬৭ এও আনা হতো, তাহলে মনকে একটা সন্তান দেওয়া যেত, কিন্তু তিন চার বছর শেষ হয়ে গেছে, আজকে যথেষ্টভাবে খরচ হয়েছে পরে যখন অডিট অবজেকশন দেওয়া হয়, তখন সেটাকে বেঞ্চরালাইজ করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, নিজেদের যত অপদার্বিতা, দায় দায়িত্ব গ্রাসেবলীর ঘাড়ের চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে। কাজেই বাস্তবিকভাবে এই ধরনের বাজেট সম্পর্কে আমার মধ্যে আপত্তি আছে। কারণ আমরা বিধান সভায় প্রথম থেকেই একথা বলেছি যে বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, এইগুলি প্রয়োজনএর তুলনায় কম, এইগুলি বেশী করে ধরা হউক, কিন্তু সেগুলি নাকচ করে দেওয়া হয়। আমি জানি এখানে যারা ক্রলিং পাটির সদস্য, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা এই অবস্থার মনে নিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু আজকে রাজনৈতিক দলকে রাখতে হবে, মন্ত্রীদের যত অপকর্ম সেটাকে চাপা দিতে হবে, তাই তাদের দৃক কাঁটে তদুত্তর মুখ ফোটে না। মিনিস্টারদের যত অপকর্ম, দায় দায়িত্ব তাই তারা তাদের নিজেদের ঘাড়ের নিষে নেন এবং ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নেন। প্রক্টে এটা নয়। ভারতবর্ষের বা অন্যান্য পলিমেটার গণতন্ত্রে এই ত্রিপুয়ার মত কোন নজির আছে কি না আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে ১৯৬৫—৬৬ সনে খরচ করার পর, ১৯৬৮—৬৯ এ গিয়ে সেটাকে গ্রাসেবলীর মধ্যে বেঞ্চরালাইজ করতে হবে।

১৯৬৪—৬৫ সালের যে এক্সেস ডিম্যান্ড এটা যদি ১৯৬৫তে বেঞ্চরালাইজ করা হত বা ১৯৬৬—৬৭ সালেও হত তাহলেও মনে একটা সন্তান থাকত। কিন্তু এটা আনা হয়েছে ১৯৬৮—৬৯ সালে। এটা বি নাম গণতন্ত্র। অর্থাৎ খরচ করব ১৯৬৪—৬৫ সালে আর গ্রাসেবলীতে বেঞ্চরালাইজ করার জন্য আনা হবে ১৯৬৮—৬৯ সালে। (কিনাল মিনিস্টার) এটা একটাই ই কল, গত কালের অল্পত বাজার পত্রিকা পড়বেন) হতে পারে জানিনা কলে এরকম আছে কিনা, আপনারা সবই পারেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জুডিসিয়ারীর একটা খরচের

ব্যাপারে বলেছেন যে এটা রেগুলারাইজ করা হবে। কোন্ ডিপার্টমেন্টে এটা করবে, তিনি বলেন যে সরকারের তো অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, এটা পরে রেগুলারাইজ করা হবে। যেহেতু কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ গত ২ বছর আগে ২৯শে আগষ্ট গুলি করে মেয়েছে, গণতন্ত্র কংগ্রেসের বৃহত্তম বন্ধী তারা, কাজেই তাদের বাঁচাতে হবে।

শ্রীমূলীল চন্দ্র দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার। আমাদের সামনে যে ১৯৬৪—৬৫ সালের এক্সেস্ ডিমাণ্ড আছে সেটার উপর আলোচনা করব, না বর্তমানে যে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী চলছে সেটা সম্বন্ধে বলব।

মিঃ স্পীকার :—তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন। তিনি গণতন্ত্রেয় নমুনা দেখাচ্ছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—লক্ষ লক্ষ টাকা খুশীমত খরচ করলেই বৃহত্তম গণতন্ত্রের বন্ধী হয় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা বিষয় আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী যদি কোথাও কোন কাল্পনিক ঘন, মফঃস্বলে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু অফিসার তার সংগে যান। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর জন্য টাকা খরচ করলে চলবে না, অফিস বন্দের জন্যও খরচ করতে হবে। কাজেই বৃহত্তম গণতন্ত্র বন্ধীর জন্য এই টাকাটা খরচ হল। আপনিও পাবেন না এমন কোন কাজ নাই। সরকারী গাড়ী, সরকারী তেল, মর্যাদা এটা একটা লুণ্ঠের ব্যক্তাবের মত। সুযোগ আছে, সুবিধা আছে। যাই হোক, ডিমাণ্ড ওয়াইজ আমি বলছি।

সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে—“The excess occurred under the Group Head “A.—Staff for Charges of Administration of Land Revenue—(Rs.0.31) lakhs) and “B.—Survey, Settlement and Record Operation Establishment” (Rs. 1.04 lakhs), was mainly due to the following reasons :—

- i) increased touring for better collection of Government revenue.
- ii) drawal of arrear pay and allowances in the revised scales of pay

এখানে বলা হয়েছে যে রেভিনিউ কালেকশনের জন্য গভর্ণমেন্ট অফিসারগণ বিভিন্ন জায়গায় যাওয়াত করেছেন, তার জন্যই এই এক্সেস হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক জায়গায় মধ্যেই তর্কালম্বার আছে, আসিস্টেন্ট তর্কালম্বার আছে (ফিনাল মিনিষ্টার তাদেরও ডি.এ আছে) তাদের তো আছেই, গভর্ণমেন্ট অফিসারদেরও গাড়ী খরচ আছে, হোলটেল আছে। কাজেই খাজানা আদায় বহুতকু নিজের দার্বীটা তার চেয়ে বেশী এবং সেজন্যই এই এক্সেস হয়েছে।

আর সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্পর্কে বলে কিছু লাভ নাই। এটা মহাত্মাবন্দের মত। এখানে রেকর্ড অপারেশন এবং এন্টারিশমেন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে অত ডিটেলসের মধ্যে বাচ্ছি না। তথাপি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি রেকার্ডেল হিসাবে দিতে হয়।

মিঃ স্পীকার :—আপনি একসেস গ্রাণ্ড সম্বন্ধে বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এট রিলেশানেই বলছি। এখানে লেখা আছে যে রেকর্ড অপারেশান, এষ্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্ভে সেটেলমেন্টের যে রেকর্ড অপারেশানের টার্গেড পিরিয়ড সেটা আমি মনে করি শেষ হয়ে গেছে। এখন যেভাবে কার্যক্রম চলছে তাতে যদি আরও দশ বছরও একসেস্টোনেশান দেওয়া হয় তাহলেও কাজ শেষ হবে কি না আমার সন্দেহ আছে। আমরা ভাল করেই জানি যে পুরানো যে ভৌমি তার সংগে হুতন তেঁজব কোন মিল নাই। জোর জবরদস্তি করে সেইগুলি মিলান হচ্ছে। তাতে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট ভাবে চয়মানি হচ্ছে। একজনের জমি চরিত্র নাগ জমি আছে, সেটাকে দেখান হয়েছে টিলার বাগ, একজনের জায়গা অন্যের ভৌমিভুক্ত করা হয়েছে, এমন নজির অনেক আছে, বলে শেষ করা যাবেনা। আরেকটা কথা এখানে বলতে হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে একটা প্রেস আছে সেখানে একটি ম্যাপ প্রিন্টিং মেশিন অনেকদিন থেকেই সেটা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, এখন পর্যন্ত কোন ম্যাপ ছাপানো হয় নাই, বর্তমানে হচ্ছে কি না জানি না। এটা নাকি একসময় আমাদের সেটেলমেন্ট অফিসার লোধ সার্কেব এবং তার দনিষ্ট একজন আস্থায়ী শ্রীতাপস বাবু এক সংগে গিয়ে দেখান থেকে কিনে এনেছেন। মেশিনটা খুবই পুরান।

মিঃ স্পীকার :—প্যারচেজ অব প্রিন্টিং মেশিন এই ডিসকাশানে আসছে না You will restrict your discussion on the specific demand. আপনি আজকে প্রস্তুত হয়ে আসেন নি বলেই আমার মনে হয়।

দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি গ্রাণ্ডাউট না করেন তাহলে আমার বলার কিছু নাই। এখানে যে একসেস আনালউন্ট খরচ হয়েছে ডিউ টু ড্রয়েল অব এরিয়ার পে এণ্ড গ্রাণ্ডাউন্ডেস ইন দি রিভাইভড স্কেল অব পে, এখানে বলার কিছু নাই, আপত্তি করারও কিছু নাই তবে এতদিন পর্যন্ত যে তাদের দেওয়া যায় নাই সেটাই অপরাধের কথা এবং অসায় কথা বলে আমি মনে করি।

ডিম্যাণ্ড নম্বর ৩—স্টেট এক্সাইজ ডিউটিজ—এখানে বলা হয়েছে যে—The excess occurred under the Group Head 'A District Executive Establishments' was mainly due to payment of arrear pay on account of revision of scales of pay sanctioned by the Government of India with effect from 1st April, 1961.

এটাও সোজা কথা তাদের একটা এরিয়ার দেওয়া হয়েছে। এখানে খুব বেশী বক্তব্য আমার নাই তবে এটা আরও আগে এখানে আনা উচিত ছিল। টাকা দেওয়া হয়েছে, অথচ এতদিন গ্রাসেফলী কিছুই জানে না এটা আপত্তিকরক।

ডিম্যাণ্ড নম্বর ১৫—মেডিক্যাল। বাজেট সেখানে, বিভিন্ন সময়ে কাট ঘোষণার মাধ্যমে আইটেন বাই আইটেন আমরা বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছি যে বর্তমান প্রয়োজনের

ভুলনায় এইগুলি কম, কিন্তু কলিং পাটি ভোটের জোরে সমস্ত বাতিল করে দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে—The excess occurred under the Group Head “E. 2—Hospitals and Dispensaries” was mainly due to adjustment of B, T, Bills relating to the previous year.” এইগুলি সম্পর্কে বারবার বক্তব্য রাখি কিন্তু তখন সেগুলি কার্যকরী করা হয় না, এখন যখন খরচ করা হয়ে গেছে, সেইগুলি বিধানসভার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

ডিম্যাণ্ড নম্বর ১১—কো-অপারেশন। এখানে বলা হয়েছে—The excess occurred under the Group Head ‘A Superintendence’” was mainly due to excess expenditure for the construction of Community Centre-cum-Go-down under colonisation schemes in Tribal Welfare Programme-implemented by various B. D. O. s and Additional Sub-Divisional Officers.

এইগুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে যেহে আমি একটা ঘটনার কথা বলব যে মুন্সিপুর রিজার্ভ এলাকা থেকে ০.৩০ বঃ মাঃ একটা জায়গা মুক্ত করার একটা প্রস্তাব দেওয়া হল, কারণ দেখান হল যে জুমিয়া এবং লাণ্ডলেস এগ্রিকালচার লেবারদের পুনঃাসন দেওয়া হবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে ঐ জায়গাটা আগে থেকে অকুপাইড। কাজেই সেখানে জুমিয়ার এবং এগ্রিকালচার লেবারদের বসানোর কোন উপায় নাট, অথচ নাম দেওয়া হল যে জুমিয়া এবং লাণ্ডলেস এগ্রিকালচার লেবারদের জন্য সেই জায়গাটা রিজার্ভ মুক্ত করা হবে। কাজেই আমি জানি না অসম্মত জায়গায়ও এইভাবে জুমিয়া পুনঃাসন এর নাম করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীম থেকে টাকা পয়সা খরচ হয়েছে কি না এবং কনট্রোলিং অফিসার-ডাউন আওর কলোনিজেশন স্কীম ইন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম-ইম্প্রুভমেন্টে বাই ভেরিয়াস বি, ডি, ও, এণ্ড এড্‌ভান্সড সাব-ডিভিশনাল হয়েছে কি না, সেই সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ জুমিয়া পুনঃাসনের নাম করে রিজার্ভ মুক্ত করা হল, অথচ সেখানে জুমিয়ার কোন চিহ্নও নাট। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলতে পারেন কোন কোন জায়গায় কি হয়েছে না হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার অন্ততঃ জানা নাই। এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমের নাম করে টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ ট্রাইবেলদের কোন কাজ হয় না। কি ভাবে, কার দ্বারকত এইগুলি খরচ করা হয় আমরা জানি না। নিগাচনের আগে, বিশালপড় ব্রকের জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমের যে টাকা আংশান ছিল, সেইগুলি ইলেকশানের আগ মুহূর্তে এক সঙ্গে খরচ করা হয়। অর্থাৎ টাকা যদি ট্রাইবেলদের ইন্টারেস্টে, ট্রাইবেলদের সুযোগ সুবিধার জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমে আংশান হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্যই খরচ হওয়া দরকার, কিন্তু যেখানে খরচ করলে পরে ভোট বেশী পাওয়া যাবে, সেখানেই টাকাগুলি খরচ করা হয়। যেমন তেলিয়ানুড়া আমরা দেখি বহু টাকা ট্রাইবেলদের

নাম করে ইলেকশানের পূর্বে খরচ করা হয়েছে। সব জায়গায়ই এইভাবে খরচ হয়, নাম থাকে শুধু ট্রাইবেলদের।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কি বলতে চান যে ট্রাইবেলদের জন্ত সে টাকা খরচ করা হয়নি ?

শ্রীঅখ্যায় দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরচ করা হয়েছে তবে খুব কম। কারন আমি বিশালগড় রকের কথা জানি, আমার নিজস্ব এরিয়া, কি ভাবে ইলেকশানের আগে টাকাগুলি খরচ হয়েছে এবং কার মারফত খরচ করা হয়েছে। এটি হাউসের মধ্যে অনেক সময় আমি সেগুলি উল্লেখ করেছি। এটি যে ট্রাইবেলদের নাম দিয়ে এটি টাকাগুলি খরচ করা হচ্ছে সেটা শুধু একটা প্রচারণার জন্ত যে আমরা ট্রাইবেলদের জন্ত এটিগুলি করছি যাতে সেনট্রাল থেকে আরও বেশী করে এটি খাতে টাকা আনা যায়। আমি এটি হাউসে একথা বলেছিলাম যে আনালের উপত্যক্তি উন্নয়নমন্ত্রী এক সময় বগাকার তহলিফা ছিলেন, আর এখন হয়েছে আর, পি, সি, মন্ত্রী।

মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি এটি কথা বলতে পারেন কিনা যে তিনি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, নির্বাচিত হওয়ার আগে সেটি এলাকায় যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল এখনও সেটি অবস্থা আছে কিনা। উনি মন্ত্রী হওয়ার পর সেখান থেকে একটা বড় অংশ আসাম কাটাখালে চলে গিয়েছে কিনা এবং বিভিন্ন ভাষাপ্রায়ে ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়িয়েছে কিনা সেটা মন্ত্রী মহোদয়ই বলুন।

মি: স্পীকার :—প্লীজ কাম টু দি পয়েন্ট।

শ্রীঅখ্যায় দেববর্মা :—এটা খুব স্পষ্টের কথা নয়। তিনি মন্ত্রী হতে পারেন, তিনি ৩টি পেয়েছেন সত্যি কিন্তু জনসাধারণের জন্ত কতটুকু কি করেছেন এটা সকলেরই জানা আছে। আর ডিমাণ্ড নম্বার ২৩ এ মিসলেনিয়াস, সোল্ডাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অরগেনাইজেশনস্ ; নামটা খুব সুন্দর। এটি সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নাই, এটা শুধু বেতন ইত্যাদি। ডিমাণ্ড নম্বার ২৪—টেলিফোনিসিটি সম্পর্কে প্রশ্ন হল আজকে যদিও এটাকে এক্সেস হিসাবে ধরা হয়েছে আমরা এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কটি মোশন দিয়েছি এবং বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি যে এটি খাতে আরও বেশী টাকা রাখা দরকার। অনেক দরখাস্ত পড়ে আছে কানেকশন দেবার জন্ত। অথচ এখন যে সামান্য পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে সেটাই নাকি কমতার অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে বলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছে, আর কোন নৃতন লাইন দেওয়ার কমতা নাই। কাজেই লোকের চাহিদা অনুসারে যাতে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা দরকার। বলেও কোন লাভ নাই কারণ খরচ হয়ে গেছে। আমিও বললাম, মিনিটরও তনলেন, কিছুই হল না। আর ডিমাণ্ড নম্বার ২৬ এ দেখানো হয়েছে পেট্রল খরচ বেশী হয়েছে। পি, ডব্লিউ, ডি, টা সাধারণতঃ লুটের বাজার। এটার ভিতরে ঢোকাও কঠিন ব্যাপার। কাজেই এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। তবু যে ভাবে খরচ করা হয়েছে

তায় কোন নিয়ম কানুন আনার দিক দিয়ে খুব প্রাফিটি দেখা যায় এবং অডিট রিপোর্টে এই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কাজেই আজকে ইভিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অফিসারগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক খরচ তারা করেছে এবং এসেমব্লীতে রেশনে-বাইজড করার জন্ত আনা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত কলস্ আও রেশনেশন তারা ভার্সলেট করেছেন সেসব তাদের দায়ী কথা উচিত। যারা বহরের পর বহর এরকম করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এগুলি সম্পর্কে তাদের সেন্সার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। টাকগুলি কিভাবে খরচ হয়েছে জানিনা। কাজেই এইগুলি সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। আর ডিমাও নাথার ২৮ এতো সাংঘাতিক ব্যাপার। যারা পেনশান পাওয়ার অধিকারী তারা যে কিভাবে তা থেকে বঞ্চিত আছে এমন ঘটনাও আমার জানা আছে। একটা ঘটনার কথা আমি বলতে চাই। এটা অবশ্য পুরানো কথা। বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে। শ্রীমতী হিরণময়ী দেববর্মার ওয়ারাইক অব শ্রী কে. সি. দেববর্মার, নাজীর বাড়ী, আগরতলা। তিনি গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরার বেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে একটা পত্র লিখেছিলেন ৮, ১১, ৬৭-তে। আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না। মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে অনেক দিন আগে ১৯৫২-তে শ্রীজিতেন দেববর্মার একটা দরখাস্ত আছে। ১৯৫২ সালের আগে উনি অম্বরপুর বিভাগের এস. ডি. ও. ছিলেন। তারপর তিনি অনেক দরখাস্ত দিয়েছেন। কিন্তু দরখাস্তগুলি যে কোথায় আছে কেউ তার খোঁজ জানেন না। ফোর্সে জেনারেল ইলেকশনের প্রথম দিন তিনি মারা যান। এখন পর্যন্ত উনার বিষয়টা স্থাপিত খবর করেছেন পেনশান সম্বন্ধে কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। এটা একটা অসুখের ব্যাপার যে এতদিন চাকরী করেও তিনি পেনশান পেলেন না এবং উনার কর্তৃত্ব পত্র কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

Mr. Speaker :— The Hon'ble Member speaking will have the floor.
The House is adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার শ্রাব, এট সম্পর্কে reference হিসাবে আমি আনছি। সেটা অনেক দিন হয়ে গেছে, ১৯৫২-৫৩ সনের ব্যাপার, আর বর্তমানে ১৯৬৮ চলছে, তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তার family pension benefit পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে আমি house এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ২২/৪/৫২ সনে তিনি একটি দরখাস্ত চিক কমিশনারের কাছে দিয়েছিলেন, সেটা আমি পড়ে ওনারি to the Hon'ble Chief Commissioner Bahadur, Agartala, Tripura.

Sir,

I like to bring to your kind notice the following facts for sympathetic consideration and proper dress. I am not getting my arrear pay from 15th Oct. 1949 to January, 1950. As the.....of the Govt. employees I have informed about this in full details to the Hon'ble previous C. C. Major A. B. Chatterjee

Bahadur by petition vide No. P—9/51 dt. 15.6.51 number P—11/51 dt. 25.7.51. এই ভাবে উনি একটা petition দিয়েছিলেন। My pension proposal could not be submitted as I have not yet received my arrear pay. There is no certainty when I shall get arrear pay. So there is no doubt that in order to get pension it will take at least 3 or 4 years more. Your honour can appreciate in this hard days how I am suffered with my family for such a long period if I neither get my pension nor any job. So I fervently pray that your honour would kindly consider ইত্যাদি ইত্যাদি। Jitendra Ch. Deb Barma ২২/৪/৫২ তাং পর্য্যন্ত S. D. O. ছিলেন। Referenceটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি, Number হল ১২১১৮২৩৮ Govt. of Tripura, Revenue Department, Agartala তারিখ 12th November, 1952. লিখেছিলেন Shri Jitendra Ch. Deb Barma as S. D. O. with reference to your letter dt. nil.

Mr. Speaker :— Hon'ble Member excess grant সম্বন্ধে আপনি আলোচনা করেন।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার, excess grant এর মধ্যে pension সম্বন্ধে আছে। তাদের pension এর টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। এটার মধ্যে সেই সম্বন্ধে আছে। কাজেই এটার উপরে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এভাবে বহু correspondence আছে একটার পর একটা। উনি যারা যাওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত কেন যে দেওয়া হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না। তাদের বন্দবস্ত খ্রী এ সম্পর্কে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। এ হল অবস্থা। আজ একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটাও কংগ্রেস সরকারের একটা অপকীর্তি। আজকে মাস্তুর retire করার পর সে pension ভোগ করতে পারবে না। মরে গেলেও তার family pension benefit ভোগ করতে পারবে না। এই হল অবস্থা। এই রকম একটা বেদনা দায়ক ঘটনা House এর মধ্যে ২৩ বার discussion ওয়ারে পরও এ পর্য্যন্ত কিছুক্ষণ বা এই সম্পর্কে যারা deal করেন তারা কোন action নেয় না। মাননীয় একজন Minister এক সময় বলেছিলেন এই caseটা দ্বারাচিত হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কিছুই পাওয়া হচ্ছে না। আজকে একজন অসহায় বিধবা মহিলাকে নিয়ে যে চরখাশী করা হচ্ছে এই সম্পর্কে আজকে House এ বিস্তৃত বিবরণ রাখছি, কিংবা তার অপরাধ, বাতার আমলে চাকুরী করলেন। Intergation যখন ত্রিপুরাতে হল তখনও চাকুরী করলেন বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি পেনসন পেলেন না। তারপর তিনি মরে গেলেন। এবপর তার family পর্য্যন্ত Pension পাচ্ছে না। এই সম্পর্কে আমি জানতে চাই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাবা Ruling partyর মন্ত্রীমণ্ডলী বা বাবা এই সম্পর্কে deal করেন আমি এই সম্পর্কে তাদের নিকট হতে জানতে চাই—যে এই case সম্পর্কে উনারা কি করতে চান। নাকি পাওয়ার অধিকারী নয়। ওনারা যদি তাই বলতে চান, তাই বসুন। অর্থাৎ এই ভয় মহিলা সম্পর্কে একটা কিছু উত্তর আজকে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। এই কথা বলে এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য রাখছি।

আর একটা বিষয়ের উপর আমি একটা reference রাখছি। একটা উদাহরণ হিসাবে সেটা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এখন যে সমস্ত class IV employees মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের জানেন তারা Revision of pay scale চালু হওয়ার আগে—যে টাকা বেতন এন্ডাউজ ইত্যাদি মিলাইয়া পাইতেন আর Revision of pay scale চালু হওয়ার পর গড় পড়তা ২১০ টাকা কম পাচ্ছেন। অথচ Revision of pay scale চালু হওয়ার পর অন্যান্য employee বা কম বেশী arrear পেয়েছেন। কিন্তু class IV employeesরা ভো পাননি, তারা কতভাগ্য। বরং উলটা ২১০ টাকা করে তাদের থেকে recovery করা হচ্ছে। কাজেই আজকে যে অর্থ-নৈতিক সঙ্কট তাদের চলছে এতে যদি মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন class IV employeesরা কম খেয়েও বাঁচতে পারে, তাহলে ভো আমার বলার কিছুই থাকেনা। যদি এ কথা মনে করেন যে তারাও মানুষ মোটা ভাত মোটা কাপড় পড়ে বাঁচবার অধিকার তাদেরও আছে—তাহলে আজকে তাদের বেতন সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার। Special Compensatory allowance যে তারা পেতেন সেট সম্পর্কে consider করা দরকার। ইদানিং একটা ঘটনা হয়ে গেছে। ১৪ বৎসর পর্যন্ত একজন employee লেভেলডায়ে কাজ করত, কিন্তু তাকে regular করা চল না। অতএব তার সুড়ার পর, অন্যান্য কর্মচারীদের যে বকম নিজেরা Pension বা family Pension পান, তার পরিবার সেটা পেলনা, এই অবস্থা চলছে। এদিক দিয়ে অন্ততঃ অন্যান্য কর্মচারীদের মত—যারা Contingent employee আছেন তাদের regular করা দরকার। Washing Allowance মাসিক তার আমলে ২০ টাকা পেতেন, বর্তমানে সেটা এক টাকায় পাল। এখন সাবানের দর বা কাপড় কাচার ভিনিয়র দর যে বেড়ে গেছে এগুলি বিবেচনা করা দরকার। তাদের বক্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থ-মন্ত্রী ভালভাবে জানেন। বক্তব্য সরকারের নিকট তাদের দাবী দাওয়া পেশ করেছেন। তাদের সম্পর্কে বিধান সভাতেও আলোচনা হয়েছে যে তারা কিভাবে বাঁচতে পারে। সরকারের টাকা বিভিন্নভাবে খরচ হচ্ছে। খরচের ভো অল্প নেই। আজকে যদি এই সমস্ত class IV employeesদের ভালরকম খাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করলে হয় তাহলে আগরতলা সড়কের অনতিদূরে একটা কলোনি করে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। আজকাল আগরতলাতে আমরলী বাগার বাগার পর্যন্তও বাস চলে, কাজেই তাদের বাতায়ানের বিশেষ অগ্রবিধা হবেনা। অর্থাৎ যাতে তারা ভালভাবে খেয়ে পরে থাকতে পারে সেটদরকম একটা ব্যবস্থা করার জন্য তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট Memorandum দিয়েছেন। কাজেই এটা সম্পর্কে একটু বিবেচনা করা দরকার। একটা কথা আমি আগেও বলেছি যে ১৯৬৪-৬৫, এর খরচ ১৯৬৮ সনে বিধান সভাতে হাজির করা হয়েছে। আমার মতে এটা খুব অজায় করা হয়েছে। আমার মতে এটা আগেই আসা দরকার ছিল। কর্মচারীদের দোষেই হউক বা মন্ত্রীদের দোষেই হউক সরকার এর দায়িত্ব এড়াতে পারেনা। সেইরকম দিনের আবি মনে করি কলিং পলিটিক কোম অগ্রবিধা মাই, কারণ ভোটের ঘোরে তারা সব কিছুই পাশ করতে পারেন। কিন্তু বিদ্যোদী দলের সদস্য হিসাবে

এই দার দারীকে তাগ নিতে আমি প্রস্তুত নই। আমি vehemently, oppose করছি। ভবিষ্যতে যাতে এই রকম খরচ regularise করার জন্য বিধান সভায় না আসে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি ইতার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করি।

Mr. Speaker :— Now I Call on Hon'ble member Shri Promode Rn. Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমরা আলোচনা করছি Excess Grant for 1964-65। এখানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য এটি আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন যেমন জিভেন দেববর্ষার পেনসনের কথা, ১৭ বৎসরের একটা class iv employeeর ব্যাপার। এসব বিষয়ের প্রতি আমাদের সত্যতা-চিহ্ন আছে। যাতে সরকারী কর্মচারীদের চাকুরী ভালো হয় এবং জিভেন দেববর্ষার প্রযুক্ত লোকেরা pension পায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকে আলোচনার যে বিষয়বস্তু তার মধ্যে এটা আসে কি না। এটা যদি Supplementary budget বা resolution এর উপর কোন আলোচনা হতো তাহলে ওকেনা তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলতে পারতেন এবং সেটা স্বন্দর হতো। কিন্তু এই বিষয়বস্তুর সাথে এর কোন সম্বন্ধ নাই। তদুপরি তিনি একটা কথা বলে গেছেন যে Introductory remark এর No. 2তে তিনি দেখতে পাবেন যে, These excesses have been scrutinised by the Public Accounts Committee, যার সদস্য উনি আছেন. which in the third report for 1967-68, the P.A.C has recommended for regularisation. অতএব এটা P.A.C.তে এসেছিল এবং P.A.C.তে unanimously এটা recommend করেছে। অতএব আজকে তিনি সেটার বিকস্মাচরণ করেছেন। কিন্তু P.A.C.তে তার কোন note of dissention নাই। তিনি সেখানে কোন আপত্তি করেন নি। অতএব উনি এখানে একটা self contradictory position নিয়েছেন। সেটা আমি মনে করি মাননীয় সদস্য অধীর বাবুর পক্ষে befitting হচ্ছে না।

শ্রীঅধীর দেববর্মা :— Point of order, Public Accounts Committee তে কি কি আলোচনা হয়েছে সেটা উনি এখানে উত্থাপন করতে পারেন কি না?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, P. A. C.র Third Report House এ placed হয়েছে। উনি যে dissention দেননি সেটা আমি বলছি। P.A.C.র proceedings সবকিছু আমি কিছু বলিনি।

Mr. Speaker :— এটা point of order এর বিষয়বস্তু নয়।

শ্রীঅধীর দেববর্মা :— আমি point of order তুলেছি। আপনি যা decision দিচ্ছেন।

শ্রী প্রমোদ রতন দাশগুপ্ত :— তারপরে 5% excess grant is permissible. Original grant এর সঙ্গে যদি ভুলনা করেন তাহলে কোথাও দেখতে পাবেন না যে 5% এর বেশী excess grant চাওয়া হয়েছে। সেই দিক দিয়ে আমাদের এটা সমর্থন করা উচিত। এটা committed expenditure, 64-65 এ হয়েছে। কতগুলি বিষয়ে হয়েছে, এর মধ্যে revision of pay scale এই সব নানাহ কারণে unforeseen expenditure করা হয়েছে। তার জন্য এই excess grant টি হাউসের সামনে এসেছে। ইকাকে oppose করার কোন অর্থ নেই, ভিত্তি নেই। এই সম্বন্ধে আমি আর বেশী বলতে চাই না। Public accounts Committee এটাকে regularise করার জন্য হাউসে পাঠিয়েছেন। আমি এই excess grant কে সমর্থন করছি এবং আশা করি House unanimously তা গ্রহণ করবে। এট বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Minister, Shri Prafulla Kumar Das.

Shri Prafulla Kumar Das (Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই House এ excess grant relating to 1964-65 place করা হয়েছে, আমি তার সমর্থনে বলছি। এই excess grant এর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী অম্বোদেববন্দ্য মহোদয় যেভাবে তার বক্তব্য শেষ করেছেন এতে দু'কোণে যে excess grant কে বিরোধীতা করার কোন যুক্তিপূর্ণ ground ছিল না। শুধু বিরোধীতা করার জন্যই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

Land Revenue এর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি Judicial enquiry এর কথা বলেছেন। Land Revenue এর সঙ্গে Judicial enquiry এর কোন সম্পর্ক নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে Judicial enquiry তাদের পক্ষে একটা ভ্রাসের কারণ। তার কারণ তাদের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের কথা Judicial enquiry করলে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। তাই মন্ত্রণের কাছে Judicial enquiry কে খাট করে তোলার জন্যই এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এই হাউসে করছেন।

এই Demand এ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন যে Chief Minister যখন tour এ যান তখন বিভিন্ন Deptt. এর লোকেরা ওনার সাথে যান। সাধারণতঃ Chief Minister যখন tour এ যান, মন্ত্রণ ওনাকে চেক নেন তাদের অভাব অভিযোগ জানানোর জন্য। সুতরাং অভাব অভিযোগ প্রতিকারের জন্য যে সমস্ত Deptt. connected—সেই সমস্ত Deptt. এর কর্মকর্তাদের সংগে নেওয়া হয়। তার মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের প্রশ্ন আসে না, তাহাড়া Land revenue আলোচনা করতে গিয়ে এগুলির আলোচনা করার কোন যুক্তি আছে বলে আমি বুঝতে পারছি না। শুধু মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তিনি আলোচনা করেছেন। তারপর একেবারে

demand এর পেছনে বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে বলে এট excess grant চাওয়া হয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যেভাবে বলেছেন—কখনও কখনও তিনি বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন, যা বলেছেন তা আলোচনা করার কোন অর্থ নেই। সুতরাং তিনি স্বীকার করেছেন এই excess grant বৃদ্ধি সঙ্গত। এর মধ্যে আলোচনা করার কিছুই নাই। শুধু বিরোধীতা করার জন্যই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং কতগুলি কথা তিনি বলেছেন।

Jumia settlement সম্পর্কে আলোচনা করার সময় তিনি মাননীয় মন্ত্রী রাজ প্রসাদ চৌধুরীর কথা বলেছেন। সেদিনও তিনি বলেছেন যে বগাকান্দা—কাঠালিয়ায় রাজ প্রসাদ আজকে মন্ত্রী। এখন tribal উন্নয়নের কথা বলা হয় তখন তিনিও স্বীকার করবেন R.P.C. ও একজন tribal যদি আগের অবস্থা থেকে তার উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে একজন tribal এর উন্নতি হল। ঠিক তেমনি কাজার কাজার জমিয়া landless tribal এর যদি পুনর্বাসন হয় এবং তাদের যে economic development এর সাথে যদি মাননীয় মন্ত্রী রাজ প্রসাদ চৌধুরীর উন্নতি হয়ে থাকে, তাহলে সার্বিক চোখে সর্বকালের পরিকল্পনা এবং tribal এর যে উন্নতি হয়েছে সেটা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং R.P.C. সাক্ষেবের সম্পর্কে আলোচনা grudge মূলক। সেদিন House এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। R. P. C. সাক্ষেবের নেতৃত্বে এবং Communist party মাদ্রাসের উপর জোর তব্বদন্তি করে রাজনৈতিক কঠোর করার যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা ব্যর্থ হয়েছে, বানচাল হয়েছে। সেজন্য R.P.C. সাক্ষেবের নেতৃত্বের উপর সেটা একটা কটাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নকে। সেদিন বিরোধী সদস্যের প্রশ্নের উত্তরের সময়ও বলা হয়েছে। তারা প্রশ্ন করেছিল যে Teacherদের মধ্যে কত Tribalকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। উত্তরে বলা হয়েছে বিরাট সংখ্যক Tribalদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সেই দিক দিয়ে যে Tribalদের উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেই Figure Houseএ place করা হয়েছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে Tribalদের উন্নতি হয় নাই এই কথা পরোক্ষভাবে বলেছেন, কিন্তু কোথায় কোথায় ক্রটি হয়েছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তাছাড়া Co-operation সম্পর্কিত ব্যাপারে ঐ সময় আলোচনা আসে না তিনি যে আলোচনা করে গেছেন। এমনভাবে এখানে ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে মোট number ছিল 46 grants সেখানে মাত্র ১টা Revenue Accountএ ১টা grant এবং আর একটা হচ্ছে Capital Accountএ। মোট ১টা grant সম্পর্কিত ব্যাপারে excess ধরচ হয়েছে, সেটা এখন regularise করার প্রশ্ন। এবং বেকাইনিভাবে ভোটের জোরে পাশ করে নেওয়া হবে এরকম কথা বলার কোন যৌক্তিকতা নাই। তার কারণ আইন জুখারী এটা Assemblyতে এসেছে। Parliamentএ ও নজীর আছে, অতীত স্বাক্ষর excess grant সম্পর্কিত ব্যাপারে regularisationএর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যেভাবে আইন দ্বারা regularisation করা যায় সেইভাবে করা

হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তার বিরোধীতা করে এই House-এর সামনে যে Excess grant রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

Shri Krishnadas Bhattacharjee, (Finance Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Demand for Excess grant রাখা হয়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা মহাশয় কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন যার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই নাই। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন যে তারা দাবী করেন বাজেটে আরও অর্থ বরাদ্দ করার জন্য কিছু প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়। সেই জন্যই এই সমস্ত Excess grant পুনরায় চাওয়া হয়। কিন্তু মাননীয় সদস্য জানান যে Excess হতে বাধ্য। যারা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করেন সেখানে ও বৎসরের শেষে কিছু excess খরচ হয়। To the pie হিসাব করে কেউ বলতে পারে না যে এত টাকার মধ্যেই থাকবে, তার আর উনিশ বিশ হবে না। এটা কোন State Legislature বা Parliament বলতে পারে না। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ রাখা সত্ত্বেও excess টাকা খরচ করতে হয় এবং সেই excess টা regularise করা হয়। যেমন Parliament এ excess grant regularisation করতে হয়েছে। প্রত্যেক বৎসরই Parliament এ এককম হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক State এ কোন জায়গায় excess হয় কোন জায়গায় savings হয়, সেটা Parliament এবং State Legislature regularisation করে নেয়। দ্রুতরঃ প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা বা বেশী টাকা রাখার কোন প্রশ্ন এখানে আসে না। তিনি বলেছেন এই যে excess grant এটার মধ্যে কতগুলি কলেক্টারী নিশ্চয়ই আছে এবং সেটা ঘামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তার জন্যই এতদিন এটা আনা হয় নি। ১৯৬৪-৬৫ সালেও যে excess সেটা এখন আনা হল কেন সেই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কলেক্টারীর কি আছে। সবগুলি Public Accounts Committee Scrutinise করেছে যে, কেন excess grant হল। Accountant Generalও বলতে পারেননি সে এটা infructuous expenditure হয়েছে। তারা শুধু বলেছেন এটাকাটা excess expenditure হয়েছে। এখানে চুরি বা infructuous expenditure হয় নাই। Audit Report বা Public Accounts Committee'র রিপোর্টেও এমন কোন কথা নেই। The expenditure incurred were reasonable তার জন্মেই P.A.C. recommend করেছেন Assemblyকে দিয়ে regularise করার জন্য।

এতদিন পরে কেন জানা হল এই প্রশ্নটা তিনি ক্লগটা জানেন না বলেই করেছেন। 1964-65 এ যে excess টাকাটা খরচ হয়েছে সেটা A. G.র Audit Report এর পর Public Accounts Committee examine করবে এবং তারপর Public Accounts Committee recommend করলে পরে বিধান সভাতে excess expenditure টা regularisation এর জায়গা করা হয়। কাজেই Public Accounts Committee recommend করার পরেই এই session এ অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। Govt. of Indiaর সে direction রয়েছে যে, where the provision in the Union Territories Act or the Constitution lay down the Constitutional requirements for the regularisation of the excesses the procedural aspect thereof with reference to the consent of the Public Accounts Committee in the matter has to be regulated in the light of the provision laid in the rules of the Legislature concerned.

অর্থাৎ Central Govt. এর যে excess হয় সেটা so far the Central excess were concerned we possess them only after the Central Public Accounts Committee has examined and recommended their regularisation under rule 308(4) of the Rules of our own. We are not aware whether similar provision has been made in the Rules of Procedure for the Tripura Legislature, আমাদের Legislature এও সেই rule করা হয়েছে, Rule 202(4) of our Rules. If your rules provide for the regularisation of the excesses by the P.A.C. the Govt. of Tripura can possess the excesses after the P. A. C. recommendation is available. In case no such provision exists in the Rules of the Tripura Legislature it is left to the Union Territory Govt. and the Union Territory Legislature. Settle the matter or to make the provision in Rules.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের Rules এ সেটাও রয়েছে 202 4)এ। P.A.C. examine করার পরই আমরা সেটা regularise করতে পারি। সুতরাং 64-65 এর excess expenditure টি যখন P. A. C. regularise করার জায়গা বলল তার পরেই আমরা সেটা Legislature এ place করেছি এবং সেটা procedure মতেই করা হয়েছে। 64-65 এর Audit অনেক পরে হয়েছে। তারপর Audit Report হয়েছে। P. A. C. examine করে recommend করেছে এবং তারপর আমরা House এ place করেছি। সুতরাং মাননীয় সদস্য অধীর দেববর্মণ মহাশয়। এই procedure and law জানেন না বলেই বলছেন যে এতদিন পরে কেন এটা করা হলো, এতদিন কেন করা হল না। তার কারণ হলো according to Rule এটা করা সম্ভব হয় নি। যদি করতে হয় তাহলে Tripura Assembly Rule পালটাতে হবে বা Speakerকে Ruling দিতে হবে, যে না এটা before the audit, before it is examined by Public Accounts Committee

place করতে হবে। Assembly rulesএ সেটা নেই। কিন্তু Assembly থেকে যদি direction দেয় তা হলে we can do it, not before that. এখানে Public Accounts Committee বা Audit এর কোন objection নেই। তিনি অভিযোগ আনছেন যে মন্ত্রীদেব অপকর্মেৰ জন্তই এই সমস্ত excess হয়। এই সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বাস্তব কোন মাননীয় সদস্যের কাছে আশা করা যায় না।

অধ্যক্ষের দ্বেষবর্ণনা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Point of order তুলছি, দায়িত্বজ্ঞানহীন এই বকম উক্তি তিনি Assemblyতে করতে পারেন কিনা, একজন member সম্পর্কে।

Dy. Speaker :— “দায়িত্বজ্ঞানহীন” কথাটা ত defamatory word নয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কথাটা হচ্ছে যে উনি member হিসাবে ওনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। সেটাই আমি বলতে চেয়েছি।

Dy. Speaker :— It is not unparliamentary.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা তিনি বলেছেন Excess grant সম্পর্কে। তিনি কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন। Judicial enquiry এর খরচ সম্পর্কে তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে যেখান থেকেই খরচ করা হোক না কেন তা regularise করা হবে। সেটা এমন কি বে-আইনি কথা হলো সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। Judicial enquiry যে হবে, তাতে যে খরচ হবে, সেটা unforeseen, সেটা আমরা আগে বলতে পারি না যে এট টাকাই খরচ হবে। সুতরাং যে টাকাই খরচ হবে তার একটা Head আছে এবং সেট Head এ এট টাকটা খরচ হবে, এবং সেই Headএ যদি এতটাকা না থাকে তাহলে যে excess টাকা খরচ হবে তা আইনগতভাবেই regularise করতে হবে। এর মধ্যে বে-আইনি কি থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে officerরা যান, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে officer যাবেন না তো, কি অফিসার বাবু যাবেন? Officer যাবেনই, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যান সেইখানেই Public face করতে হয়। Public এর Grievanceকেই face করতে হয়, তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়াও কথা শুন্তে হয়। সুতরাং ওনার সঙ্গে executive headকে থাকতে হয়, তাদের যে দাবী দাওয়া তাদের যে হুঃখ কষ্ট তা যাতে অবিলম্বে লাঘব করার ব্যবস্থা করা যায়। সেটা জানবার জন্য বুঝবার জন্য Executive Headকে সঙ্গে রাখতে হয় তারা সখ করে বেড়াবার জন্য সেখানে যায় না। Survey Settlement সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন। Survey Settlement সম্বন্ধে যে grant চাওয়া হয়েছে—এক লক্ষ চার হাজার—সেই সম্পূর্ণ টাকাই Revision of pay scaleএর জন্য অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবেই ব্যয়িত হয়েছে, অন্য কোন খরচ হয় নি। Land Revenue সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, Land Revenue Collection এর জন্য tour করা হচ্ছে জীপ দিয়ে। জীপ দিয়ে মোটোই tour করা হয় নি। বছরের শেষে সমস্ত তহবীল কাছাকাড়িতে direction দেওয়া হয়।

যে ভোমরা একটা Collection drive দাও, drive দেওয়া হয়েছে এবং তাতে লাভও হয়েছে। গত বছর থেকে প্রায় ৩৪ লাখ টাকার উপর collection হয়েছে। তারজন্য T. A. D. A: খরচ হয়েছে মাত্র ২০ হাজার টাকা। Map printing machine সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না কারণ এই excess grant এ map printing এর কোন খরচই নেই। Power supply সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে লাইন দেওয়া হয় না। আমাদের machine এর ক্ষমতা খুবই কম। সেজন্য সর্বক্ষেত্রে লাইন দেওয়া যায় না। এখানে যে excess grant চাওয়া হয়েছে সেটা হয়েছে যে machine টাকে excess time চালু রাখতে হয়েছে বেশী power supply এর জন্যে। কাজেই এই excess খরচটা হয়েছে। P.W.D. সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এটা একটা লুটের ব্যাপার এবং যে টাকাটা excess খরচ করা হয়েছে সেটা rules violation করে করা হয়েছে। এটা যে অত্যন্ত অপস্ফিকর। কারণ যেখানে Audit কোন অপস্ফি করেন নী বা A. G. ও কোন rules violation এর কথা বলেন নি সেখানে এই বকম কথা বলা ঠিক নয়।

Pension এর কথা বলতে গিয়ে তিনি একজন বিধবা মহিলার কথা বলেছেন। প্রত্যেকটি Pension case ঐ Department থেকে অত্যন্ত হুৎপড়হুৎপড় করে চলেছে। কোন কোন case এ দেরী হতে পারে। কারণ কোন employee মারা যাওয়ায় পর অনেক সময় দেখা যায় তার service record ঠিক নেই। কাজেই সেই service record পরে তৈরি করতে হয় এবং A.G. এর নিকট পাঠাতে হয়। এসমস্ত formalities observe করতে অনেক সময় কোন case দেরী হয়ে যায়। কিন্তু কোন caseই নড়বড়ে হয় না। একথা ঠিক নয়। Finance Minister হিসাবে প্রত্যেকটি case বিশেষ interest নিয়ে আমি দেখি এবং প্রতিটি caseই আমি প্রয়োজনমত চিঠি লিখি। এহ caseটি সম্পর্কে যদিও আমি definitely কিছু বলতে পারছি না তবু আমার মনে হয় এহ বা পবেও আমি reference করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Pension এর টাকা পক্ষে Central budgetএ দরং করে। কিন্তু 1965 এর মাঝে মাঝে বলা হলো যে ভোমাদের বাজেটটি এই টাকাটা ধর। তাহলেই এই excess টাকাটা ধরা হয়েছে।

Class IV employeeদের নিকট থেকে ২০০ টি কা করে কি recovery করা হচ্ছে। আমি ঠিক বলতে পারছি না। Class IV employeeদের উপর কোন injustice করা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। যদি উনার জানা থাকে তবে উনি specific case দিতে পারেন। আমরা এ বাপায়ে খোঁজ করে দেখতে পারি। এহ বলেই আমি যে সমস্ত excess grant demand করেছি আশা করি House তা approve করবে।

Mr. Speaker—The General discussion is over. Next item in the list of business is the title and voting on demand for excess grant for the year 1964-65. There are 9 demands viz, 2—Land Revenue, 3—State Excise Duties.

15—Medical, 19—Co-operation, 23—Misc. Social Development organisations, 25—Electricity Schemes, 26—Public Works (Including Roads), 28—Pension & other Retirement Benefits. 39—Payments of commuted value of Pension are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move the demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the demand Nos. 25 and 26 together and 28 and 39-A together and I shall have one general discussion on these demands as they are of allied nature, of course, I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 2 Land Revenue.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,35,801 - be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 2-Land Revenue. Speaker, Now I call on Shri Aghore Deb Barma.

Is there any other member ? Now I put the Demand to vote. (The Demand No. 2—Land Revenue was then put to vote and passed.)

Mr. Dy Speaker :— Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his next Demand No. 3—State Excise Duties.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,637/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 3—State Excise Duties.

Mr. Dy Speaker :—There is no cut motion and there is none to speak, so I am putting the Demand to vote.

The Demand No. 3—State Excise Duties was then put to vote and passed)

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 15—Medical.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,05,948/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 15—Medical.

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 15—Medical to vote.

(The Demand No. 15—Medical was then passed when put to vote.)

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his next Demand No. 19—Co-operation.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,174/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 19—Co-operation.

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting the Demand to vote.

(The Demand No. 19—Co-operation was then put to vote & passed).

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his next Demand No. 23—Miscellaneous. Social and Developmental organisations.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,296/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations.

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting the Demand to vote.

(The Demand No. 23—Miscellaneous. Social and Developmental Organisation was then put to vote and passed).

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 25 Electricity Schemes and Demand No. 26—Public Works (including roads).

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir. On the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 9,497/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 25—Electricity Schemes.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 6,18,492/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 26—Public Works (including Roads).

Mr. Dy. Speaker :—Now I put the Demand to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 9,497/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 25—Electricity Schemes.

The Demand was put to vote and passed.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 6,18,492 - be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 26—Public Works (including Roads).

The Demand was put to vote and passed.

I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 28—Pension and other Retirement Benefits and Demand No. 39A—Payment of Commuted value of Pensions.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 4,99,763 - be granted to meet the expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 28—Pension & other Retirement Benefits.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 165/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 39A—Payment of Commuted value of Pensions.

Mr. Dy. Speaker !—Now I put the Demands to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,99,763/- be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 28-Pension and other Retirement Benefits.

The Demand was put to vote and passed.

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 165/- be granted to meet excess expenditure incurred in course of payment during the year 1964-65 in respect of Demand No. 39A—Payment of Commuted value of Pensions.

The Demand was put to vote and passed.

Next item in the list of Business is the Private Members' Resolution. I would now call on Hon'ble Member Sri Radhika Ranjan Gupta to move his Resolution that This House requests the Government to take up the Construction of a retention reservoir in the upper reaches of Manu basin near Hijacherra under Kailasahar Sub-Division with a view to controlling floods and to extend irrigation facilities in Manu River.

The mover of the Resolution is absent. So the Resolution has fallen through.

There is another Resolution of Shri Naresh Roy. I would call on Sri Roy to move his resolution that this Assembly is of opinion that 'বঙ্গদেশে বন্যার প্রকোপ হ্রাসিত করার জন্য আগরতলা নদীর উপর একটি বন্ধন স্থাপন করা হউক।'

Shri Naresh Roy :—সংসদে আজকাল যেসব অর্থের প্রস্তাব উঠেছে—This Assembly is of opinion that 'বঙ্গদেশে বন্যার প্রকোপ হ্রাসিত করার জন্য আগরতলা নদীর উপর একটি বন্ধন স্থাপন করা হউক।' Honorable Sir প্রস্তাবটি একান্ত দুঃসংসীক, তার মতো একটি বন্ধন নয়, Pathetic বন্ধন। দুঃসংসীক বন্ধন ও দুঃসংসীক প্রস্তাব আমি 'নেয়েছি' বলি কারণ যখন বিপ্লবের সময় বঙ্গদেশে আগরতলা নদীর উপর এই কাজ পূর্ব বঙ্গের একটি দুঃসংসীক বন্ধন স্থাপন করার প্রস্তাব উঠেছিল তখন তখন অনেক সময় দুঃসংসীক কাজ করতেন। তখন বিপ্লবের সময় বঙ্গদেশে flood হয়ে চলছে। তখন অনেক দিন আগে থেকেই বঙ্গদেশে flood হয়ে আসছে। কিন্তু সেসবের মত এমন ভয়ংকর এক flood বিপ্লবের সময় বঙ্গদেশে আসছে। বিশেষ করে আগরতলা উপত্যকায় উপরে যে দুঃসংসীক বন্ধন স্থাপন করা হউক। সেটাকে একমাত্র ভয়ংকর বন্যার কারণে বলেই বোঝা যায়। তখন বঙ্গদেশে Flood কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'বিশেষ বন্ধনের পরিচালনা' বিভিন্ন বন্ধনের প্রস্তাব আমর Assemblyর সামনে রেখেছি। এটা ঐ ঐক মতিন আমর সচেষ্ট করে আগরতলা flood কে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এমন কোন কথা নয়। বর্তমানে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেটা পদ্ধতিতে এমন কোন কাজ নেই যে 'বঙ্গদেশে বন্যার প্রকোপ হ্রাস করা যাবে'। সেটিকে দিয়ে আমি বলতে পারি আগরতলা নদীর উপর একটি বন্ধন এবং বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমর বলিষ্ঠ পদ্ধতিতে আগরতলা নদীর উপর একটি Resolution আনার অর্থ কি—সেই অর্থ যদি আমি চিন্তা করি তখন 'বঙ্গদেশে' উদ্ভি, বন্যার জন্য আগরতলা ও বিশেষভাবে লক্ষ্য দিবেন। প্রথমত কথা হল flood এর আগে যে 'বঙ্গদেশে' অনেকবার হয়ে গেছে সেটা 'বঙ্গদেশে' পূর্ব বঙ্গী affect করতে পারেনি, বঙ্গ—বঙ্গ বঙ্গের আগে বা বঙ্গের যে flood হয়েছিল তখন আগরতলা নদীর উপর একটি বন্ধন স্থাপন করা হউক। এয়ারকার flood এর মত। কিন্তু এবার

এই হুমুয়াগের মধ্যে কোন আমরা পড়েছি এবং এই হুমুয়াগের সামনে পড়ে আগরতলা শহরকে হানাহুতি করার জন্য আজকে প্রস্তাব করতে হয়েছে সেটা আমি মাত্র একটা Point এর উপর Stick করব। এটাই আপনার বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করবেন। সেটার উপর বিবেচনা করে যদি আমার প্রস্তাবটাই গ্রহণীয় হয় তাহলে গ্রহণ করবেন। আপনারা হয়ত সকলে জানেন যে পাকিস্তান পাক বড়ারের পাশ দিয়ে এমন এক বাঁধের সৃষ্টি করেছে যে বাঁধের ফলে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ফুটে উঠেছে যে আগরতলা শহরকে কয়েক মাস পর্যন্ত জলের তলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এই যে পাক চক্রান্ত তাকে আমরা মোটেই উড়িয়ে দিতে পারিনি, আমরা দেখছি বার বার পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করেছে, যে সমস্ত হিংসাত্মক পূর্ণ মনোভাব নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে আসবার জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষকে একটা বিভ্রান্তির সমুদ্রে ফেলবার জন্য যে ভাবে ধাপে ধাপে চেষ্টা করেছে তার অসিক্যলই তারা তাদের হিংসাত্মক মনোবল নিয়ে কার্যোৎসাহিত করেছে। সুতরাং হিপুবার পক্ষে যে পাকিস্তানের বাঁধ তাড়াতাড়ি আমাদের হিপুবাকে ধ্বংস করার জন্য বিশেষ করে হিপুবা শহরকে ধ্বংস করে তাকে জলের তলে ডুবিয়ে দেবার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা যে তারা একদিন successful করবেন সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারবনা। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি এই শহরকে ভস্মময় করে হিপুবার প্রত্যেকজকে ধ্বংস করা যায় তা হলে হিপুবার উপর পাকিস্তানের আর বক্তৃতা সংগ্রাম করতে পারেনা। প্রতিবাদ আন্দোলন করলে দেখা যায় যে বক্তৃতা সংগ্রাম ছাড়াও বক্তৃতা এই বক্তৃতা প্রতিবাদ মূলক কার্য। বাবা শুধু পুলিশী অভিযানের সাহায্যেই স্বার্থ উদ্ধার করে নিয়েছে। পাক প্রতিবাদ এই বক্তৃতা একটা নজর বন্ধপ। কাজেই আমরা যতই পরিকল্পনা করি না কেন যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করি না কেন আমাদের দেশকে যদি এই বক্তৃতা প্রতিবাদ থেকে বাঁচাতে না পারি তা হলে আমাদের বিশদ অনিবার্য। সেই জন্যই হিপুবার প্রত্যেকজন এই আগরতলা শহরকে এখন চেষ্টা হানাহুতি করার এই প্রস্তাব এনেছি। আমার বিশেষ অনুরোধ হল এই যে সরকার যদি এই প্রস্তাব কার্যকরী নাও করেন তথাপি আমি এই অনুরোধ করব Govt. should take a counterplan to save the Agartala town from the Conspiracy of Ayub Khan President of Pakistan,

Mr Speaker :—Now I would call on Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাবটি বেছেছেন তার উদ্দেশ্য খুব মতঃ তাতে কোন সন্দেহ নাই, তিনি এই প্রস্তাব এনে যে হুমুয়াগের কাজ করেছেন তার জন্য তিনি প্রসংসার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমি বলব যে এই প্রস্তাব এই কংগ্রেস থাকলে কোন দিনই কার্যকরী হবে না। এই আগরতলা শহরকে এখন থেকে হানাহুতি করানো অসম্ভব। আমি জোড় করেই বলতে পারি যে তা হবে না। কারণ এখানে বারো মন্ত্রী আছেন, মাত্র দুই দিনের পর দিন উপোষ থেকে

মরছে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উঠে কিন্তু কোন প্রতিকার তারা করবেন না। এই সব মরা মানুষ নিয়ে তারা ঠাট্টা করে। কিছুকন আগে ও আমি বিধবা মহিলা সম্পর্কে যে কথাটা বলেছিলাম, সেখানে আমি বলেছি যে সেট মহিলা পাবে কিনা এটা ব্যক্ত করা হোক কিন্তু তা তারা বলছেন না। কোথায় সে কাগজ ত্যাগ তিনি বলবেন না, শুধু বলেছেন যে আমরা খুব আন্তরিকতার সহিত বিবেচনা করেছি।

কাজেই বলেছিলাম যে এই সত্তর স্থানান্তরিত করতে যে টাকা লাগবে তা দিয়ে এই সত্তরের চারদিকে পাকা দেওয়াল দেওয়া যাবে। বর্তমানে Ruling Partyর যে সরকার সেই সরকারের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যাবর্তে 'চলু দাবার মিল আছে' কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। পাকিস্তান চিন্তাধারার তাদেবর সৃষ্টি : ভাবতে যে বড় ব্যাপার তা'দের সার্থকায়ন করার জন্য একে অজকে দোষারোপ করবে ওনাট এই সত্তের সৃষ্টি : একথা স্বীকার করতে হয় যে পাকিস্তান 'চিন্তাধারার সৃষ্টি ওওয়ার পর থেকেই তা'দের শত্রুতা শুরু হয়েছে অর্থাৎ নিজেদের অপদার্থতা অকস্মাতা। চালবার ওনাট, ভাবতেই নেতাদের তোক আর পাকিস্তানের নেতরাই চটুক এই একম পার্থক্যটির সৃষ্টি করেছেন কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য হচ্ছে, তা'দের থেকেই তা'দের শত্রুতা অর্থাৎ নিজেকে অপদার্থতা, অকস্মাতা অপারের দাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হলো এই যে সংসদে মন্ত্রীদের কোন দোষ অপরাধ নেই, আত্মকে আমাদের একথা 'চলু করা' উচিত যেকোন শত্রুতা হতেই পাকিস্তানের জন্য কাজেই 'চরকা'র সঙ্গে আমাদের শত্রু হয়ে থাকবে এটা হতে পারেনা। আমরা এখনো পরস্পর পরস্পরের উপর 'নির্ভরশীল' আমরা একথা বলতে বাধ্য—আমরা যতবড়ো কথাই বলি'না কেন, আমাদের এই 'পালবজা'বে যে কল্পন 'ব'ক্ত হয় তা পাকিস্তান থেকে আসে। 'দৈনিক মা' ও শুকনো মা' আসছে আর আমাদের ত্রিপুরা থেকেও অনেক 'জিনিস' যাচ্ছে। আমরা চাই'না না চাই, প্রভোক্তাদের ভাগিদে এসব মাল আসছে এবং যাচ্ছে। আজ এখানে বড় বড় 'দাঁল' কেন বাবা? এখানে বলা হয়েছে পাকিস্তান বাঁধ দিয়েছে। পাকিস্তানতে বাঁধ দেবেই তার নিজের প্রভোক্তানে। আবার পাকিস্তান যখন প্রচণ্ড অর্থ-নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন বলবে এই ভারতবর্ষই তার জন্য দায়ী। বাস—সেবে 'বল। অর্থাৎ জনসাধারণের 'বন্ধু' মনোভাবটি পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে divert করে 'দিল। আমাদেরও তাই, ভারত সরকারও তাই করছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এভাবে 'চরদিন চলতে পারেনা। আত্মকে তাই তারা উচিত যে একদিন যে শত্রু ছিল বলে সে 'চরদিনই শত্রু থাকবে এটা হতে পারে না। তবে তার কোনোই উনি এই কথাই উল্লেখ করেছেন যে পাকিস্তান বাঁধ দিয়েছে। Border dispute আছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আর একটা কথাও ভেবে দেখা দরকার কিছুদিন পূর্বে পত্র পত্রিকায় উঠেছিল যে, আমাদের সরকারী বৃথপাতরা বলে থাকেন

যে পাকিস্তানের বর্ধিত আগরতলায় বন্নার কারণ। আমাদের অভিজ্ঞতা কি বলছে? যদি বর্ধিত ফলে ডল বাড়তো তাহলে ডলের শ্রোত কম থাকতো। কিন্তু শ্রোত তো কমেনি এই প্রচণ্ড ডলশ্রোত দেখে একথা মনে করার কোন কারণ নাই যে, বর্ধিত ফলে ডল আটকে এদিকের ডল ফুলে উঠেছে। Passage আছে, এগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই সমাধান করতে হবে। একে অনেক সময় দিলে চলবে না। তাদের সাথে বৈঠকে বসে এগুলো আলোচনা করে সমাধান করতে হবে। এটা কৃত্রিম উপায়ে মজুতের সৃষ্টি—কিছু পাকিস্তানি চিন্তাশীলতা। ভগবানের সৃষ্টি নয় এটা ভারতবর্ষের দুর্জোয়াদের সৃষ্টি। তাই এটা সৃষ্টি করেছে। কাজেই আজকে দুই দেশের মাঝে সম্প্রতি গড়ে উঠে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের জনসাধারণ মাঝে মিলতে পারে সে জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। শুধু একে অনেক প্রতি দোষারোপ করলেই সমস্যা সমাধান করা যাবে না।

কাজেই উনি যে প্রস্তাব এখানে বোলছেন তার details এ আমি যতটা জানি—বলারও ইচ্ছা ছিল না ততটা বলতে চাচ্ছি। তবে এটা জানি যে এটা প্রস্তাব দৃষ্টিতে ততটা দূর্বল কথা আর বর্তমান stage এ আমি জানি এটা কোন অবস্থাতেই গঠিত হবে না। তিনি বিজ্ঞানের কথা অনেক কিছুই বলেছেন, যে সরকার সাধারণ ২টি খাল কাটাতে পারেন, দুটি খাল কাটলেই মানুষের দুঃখ কষ্টের অনেক লাঘব হতো। সেটুকু পর্যন্ত করা করতে পারছেন না, তাই অব্যবহৃত transfer করবে এটা একটা অব্যবহৃত কথা। অসুখ: এই কংগ্রেস বাঙালি এইটা শুধুমাত্র মত কোন লক্ষণ নাই। অব্যবহৃত যদি পরিবর্তন দিতে, power যদি transfer সৃষ্টি প্রকৃত জনতরু হতো যদি power যথ্যতা কালে চয়ত হতে পারে। এখন যারা মর্মে আছেন, সফল আঁজকের মধ্যে তপস্যা করেন যে ঠাকুর আমি যেন ঠাকুর নিয়ে যেন না মর্মে, আমি এত কাজেই আলোচনায় সঞ্চারে উল্লেখ করেছিলাম অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, অভিযোগে ছিল উনি অর্থমন্ত্রীর অবস্থাতে বেনামী আঁড়ি করেন পটিকাতেও উল্লেখিত কিছু তিনি প্রতিবাদও করেন নি। কিছুটা, টাকার এত লোভ। টাকার কথা যখন শুনেন তখন আর কথা থাকেন। টাকা বোজগাব করা চাই-ই। কাজেই যাদের মজুত বোধ নাই, তাদের দায়িত্ব জ্ঞান বোধ নাই তাই অব্যবহৃত লকটাকে transfer করে জনসাধারণকে রক্ষা করবে এটা অসুখ বাপার। কাজেই এটা প্রস্তাব অসুখ বর্তমান বাঙালি অব্যবহৃত বলে মনে হয় যদিও প্রস্তাবটা পূর শুদ্ধ, টেক্স করলে যে করতে পারেন না এমন কথা নয়। আঁজকের বৈজ্ঞানিক যুগে দুই শতকের নিচে আর একটা শতক করা যায়। তাও সম্ভব, কিন্তু বর্তমান এই নেতৃত্বে কংগ্রেস বাঙালির মাথা তা হবে না। Ruling party এবং Govt. তরফ থেকে সেই রকম business নাই, এটাও দুই এক লকটর বাপার শেষ হয়ে যাবে, এগারটার সময় Assembly বসে ১২টার সময় meeting শেষ হয়ে যাবে, তা না হলে লোকে বা কি বলবে, তাই কিছু বলতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আজকে কাউন্সে আলোচনা করার জন্য এসে থাকেন তাহলে আমার বলার কিছু নাই। তরুত জনসাধারণ শুনে

কিছু বলেছে, কিন্তু কার্যতঃ এটার দ্বারা মাত্র যে লাভবান হবে এটা মনে করার কোন কারণ নাই। কাজেই এ দিক দিয়ে এট প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করতে পারি না। এট প্রস্তাব সমর্থন বা বিরোধিতা করার কোন প্রসঙ্গ উঠে না।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member আপনি এটা support করেন নাকি ?

Shri Aghore Deb Barma :—না, আমি তো বলেছি। এটা কি সমর্থন করব না বিরোধিতা করব তার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

Mr. Speaker :—আপনি support করছেন না কি বিরোধিতা করছেন ?

Shri Aghore Deb Barma :—আমি তো বললাম এট প্রস্তাব সমর্থন করার কোন যুক্তি নাই বা বিরোধিতা করার কোন যুক্তি নাই। কাজেই আমার কথা আমি বললাম।
Meaning less.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—মহোদয় স্পীকার সাহেব, মাননীয় সদস্য জীনবেশ চন্দ্র রায় মহাশয় এত কাউন্সিলের সামনে যে প্রস্তাব এনেছেন তার উদ্দেশ্য মতঃ তার ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্ব বলেও উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রস্তাবের মতঃ উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশংসা করা যায়। আমি তার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলতে চাই যে প্রথমতঃ আমি বলব যে, আমাদের মাননীয় সদস্য অধোদেব রায় মহাশয় বলছেন তার সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলতে হয়। প্রস্তাবটি তিনি সমর্থন করলে না তাহলে বিতর্ক করলেন একথাও উপর পর্ষাণ তিনি দিতে পারলেন না। কিন্তু বক্তব্য অৱতর রাখলেন এত সভ্যের সামনে যেমন বরের পক্ষে পিসী আর কনের দিকে মাস। এটা অত্যন্ত পবিত্র পদের বসন্ত যে একজন বক্তা একটা প্রস্তাবের উপর বলতে গিয়ে তিনি দাবি মত না হওয়ায় এত রকম একটা মনে ভাব দেখিয়েছেন। একটা কিছু বলতে গিয়ে Ruling Party's Minister-কে কিছু গলাগাল দিবার প্রয়োগ খুঁজেন। বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লৱ্ডসের হুকুং করার merits demerits সম্পর্কে কিছু না বলে তিনি অনর্থক পাকিস্তান সংগঠনে দুর্বাসন করতে চেষ্টা করেন। যেমন একটি কথা উনি বলেছেন যে, পাকিস্তান আমাদের বন্ধু, পাকিস্তান উন্নয়নের বন্ধু হতে পারেন কিন্তু আমরা মনে করি পাকিস্তান বিপ্লব যুদ্ধের সময় হতে অবস্থান করে নিতেন। তথা ভারতের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য চীনের সাপে যোগাযোগ করে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এত সময় সমীক্ষা করে আমি এটাই দেখাই যে পাকিস্তান ভারতের বন্ধু নয়। মাননীয় সদস্যের মুখে পাকিস্তান বন্ধু বলে সে কথা আজ শুনলাম তার থেকে এত মনে হয় যে তাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। কারণ ত্রিপুরার উপর পূর্ব সমাজে যোগাযোগ সেতু সব দুর্বাসনঃ সাহায্য করছে কি ? সাহায্য করছে পাকিস্তান ও চীন। কাজেই পাকিস্তান কিন্তু বে আমাদের বন্ধু এটা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সেক্ষেত্রে সঙ্গে যদি তাদের যোগাযোগ থাকে তাহলে তারা পাকিস্তান বন্ধু এই দাবী রাখতে পারে।

আর একটি কথা উনি বলেছেন যে Ruling Party র কেন্দ্রীয় সরকার। মাননীয় স্পীকার তার আগবতলা সহব হানাস্থবিত করার যে প্রস্তাব তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা আমি বুঝতে পারি না উনি একজন প্রতিনিধি হয়ে Ruling Partyর কেন্দ্রীয় সরকার বলে কি করে একটা মন্তব্য করলেন তা বুঝতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকার কি শুধু Ruling Partyর সমস্ত ভারতের সরকার নয়। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে এই হাউসে কোন প্রস্তাব রাখা হলে তার গুণাগুণ বিচার না করে শুধু মন্ত্রীদেব গালাগালি দিবার কাজ উঠে পড়ে না লাগেন। আর একটি কথা উনি বলেছেন যে পাকিস্তান নাকি Ruling partyর সৃষ্টি। আমি বলতে চাই ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন কার মুখ 'দয়ে বের হয়েছিল "আজাদী কুটামো"। এই যে একটা পরিবর্তনের সৃষ্টি কমিনিউটে পার্টি করেছিল তার অযোগ্য নিয়ে পাকিস্তান দরদ বা দাবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। স কথা অনস্বীকার্য।

মাননীয় স্পীকার তার উনি বলেছেন যে ভারতে নাকি কিছুটা সম্ভব নয় কাংগ্রেসের রাজত্ব। ভারতে গণতন্ত্রের যখানে পরিকা নিষ্ঠুরতা আজ চলছে সেখানে Ruling Partyর রাজত্ব এই কথা তাদের মুখে শোনা যায়। কিছু রাজত্বও আমবা দেখতে না। তারা কোথায় রাজত্বের স্বপ্ন দেখেন জানি না। সংসদকে দল বলে রাজত্ব করবেন। কাজেই তাদের সঙ্গে কোন link আছে কিনা এও বকম একটা সমস্যা পেশ করা আমি অসম্মত। বলে মনে করি না। তাই আমি সদস্য মহোদয় যে সমস্ত কথা বলেছেন তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আর একটি কথা আমি বলতে চাই এটা যে মান ভারতে একেবারে সত্য। হাউসের প্রস্তাবের সঙ্গে শ্রীকন্দাস ভট্টাচার্যের Audit এর কথাটির সম্পর্ক আছে তাও বুঝি না। এই সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে শুধু মূল্যবান সময়ের অপচয় করা হয়। কাজেই মাননীয় সদস্য এই হাউসের সদস্য সত্তরকে স্থানান্তরিত করার যে প্রস্তাব রেখেছেন তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে নাহ তবে এর স্থানান্তরিত করণ কতটুকু সম্ভব পর সেটা বোঝেচনার বিষয়। বরাত আমি চাই শুধু সত্তর যে দ্বারে দ্বারে আগবতলা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাও অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ আজকে কুজবনের দিকে সত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। সম্ভ্রসাধারণ ৩৩৫.৫ ৫৮২। তাই তা ছুঁজার প্র অন্যান্য অতিস যেখানে মূল্যবান দিল্লী দিল্লী পকে সেফলি উঠে জয়গ যথাক্রমে ৩৮২। কারণ আগবতলা সত্তরে প্রতি বৎসরই বলা হয়। কারণ সত্তরের চারিদিকে যে বাস আছে তাও অনেক সময় ভেঙে পড়ে এবং এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে। আগবতলা সত্তরে এখন প্রায় লক্ষাধিক লোক বাস করে এবং সত্তর সম্ভ্রসাধারণের প্রয়োজন আছে। কারণ বাস বন্ধা করতে গিয়ে বাঘের আশে পাশের বহু গ্রাম যেমন বাশানগর, রপাজি নগর, ভট্টপুত্র ইত্যাদি স্থান প্রাবিত হয় এবং জনসাধারণের দরবাড়ী, দললাদি নষ্ট হয়। অপর দিকে বাগীর বাজার বেশম বাগান, মল্লিকশপুর ইত্যাদি বহু গ্রাম ভলে নষ্ট হয়। কাজেই আমাদের এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে সত্তর ও আমাকল উভয়ই বন্ধা পায়। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীমন্ডল বায় মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটা সমর্থনযোগ্য মনে করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on the Honble Member Sri Sunil Chandra Datta.

Shri Sunil Chandra Datta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় এখানে যে প্রস্তাবটি রেখেছেন সে সম্বন্ধে আমিও একটি কথা বলতে চাই। উনার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য মতঃ। বলায় বার বার এই সভার প্রাণিত হয়, পূনঃ সম্প্রতি নষ্ট হয় এবং জনজীবন বিপর্যয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তান যেভাবে বাঁচ দিয়েছে তা যে গুপ্ত তাদের বলা নিয়ন্ত্রণের জন্য করেছে তা নয়। কারণ যেভাবে পাক করে তার কাজ করতে তাতে মনে হয় অল্প ভবিষ্যতে সেটাকে তারা বাস্তব হিসাবে ব্যবহার করেছে। তখন অগরতলায় সভার তখন ধ্বংসে পরিণত করে। মাননীয় সদস্যের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য খুবই মতঃ তবে সমস্ত সভারটি একসঙ্গে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর নয়। তবে একটি কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। তবে চীত্তমধ্যে নিপুণ সরকার তাসপাতাল করেও তাই নিঃসঙ্গ থেকে দূরে পুনঃ করেছেন।

মাননীয় সদস্য অধ্যক্ষ বার প্রস্তাবের সম্বন্ধে না বিপক্ষেও কিছু বলেন না, গুপ্ত বলে মিটিয়েছেন। তাই সেসব ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যকে আমি প্রশংসিত করতে চাই যে কয়েকসং রাজ্য উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে না। তিনি যদি আজকের পক্ষের দিকে নজর দেন তবে দেখবেন যে তার গুরুত্ব যে দেশের সভার কথা তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে একটি প্রধান দেশের আদর্শতা বিলুপ্ত হয়েছে। এইসব আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আছে। তাই লোকাল মিলে তার জবাব দিতে আমরাও জানি। তবে বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সবচেয়ে বড় কথা হল যে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য কয়েকসং প্রচেষ্টা করেছিল। মাননীয় সদস্য গত দুই বছর তার পরবর্তীমুখে বলে কমিউনিষ্ট হয়েছেন। কয়েকসং তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টির ভয়ংকর চীত্তম তার জানা। গত দুই বছর মাননীয় সদস্যকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেন ১৯৫১ সাল ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির চীত্তম তার জানা। গত দুই বছর ১৯৫২ সালে কয়েকসং যখন মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বে গুপ্তীকরণে তার যখন চীত্তম তাই আন্দোলন করলেন এবং সমগ্র দেশ যখন সেই সময় সেই লক্ষ্যে চীত্তম তাই সমগ্র ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি তার বিরোধিতা করলেন। মাননীয় সদস্য পার্টির নিয়ে আছে যে কোন পরাধীন দেশ যদি পরাধীন হয়ে চায় তবে তাদের কথাই হবে পরাধীন দেশকে সাহায্য করা ও সেই আন্দোলনে যোগ দেওয়া। তারা তাদের philosophy against একই কবল। দেশের স্বাধীনতাকামী লোকদের পেছন থেকে ছাড়িয়ে কবল—এই হল কমিউনিষ্ট পার্টির চীত্তম। তারা ইংরেজদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে জনস্বত্ব নিয়ে পাকিষ্টান হয়েছেন। আরো একটি কথা বলেছেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য কয়েকসং দায়িত্ব আমি বলব যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য আজ পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে কারণ তখন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাধান্য ছিল মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট ভাই ভাই। যদি কমিউনিষ্ট পার্টি এই সব বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে আজ

পাকিস্তান সৃষ্টি হত না। কাজেই নিজের পাটির অভীতকে না ভেঙ্গে অন্যের উপর হোবারূপ করাটা আকাশে খুঁ খেললে নিজের উপরে পড়ে এই এই কথাটা স্বরণ করিয়ে দিবে

মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা কার্যকর করা সম্ভবপর হবে কিনা আমি জানি না। কারণ তা করতে যে কোটি কোটি মর্কের প্রয়োজন তার জন্ত আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার দিকে চেয়ে থাকতে হয়। তা ছাড়া আগরতলার উত্তর ও পূর্ব দিকে সর্ব সন্ত্রাসারণের কাজও আরম্ভ হয়েছে। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তার উদ্দেশ্য যে মহৎ যে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

Mr. Speaker :—Now I Call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta .—মাননীয় সদস্য, খ্রীশ্বেশ চন্দ্র রায় মহাশয় একটি প্রস্তাব এত কাউন্সের সামনে রেখেছেন “বিধবাসী বন্যা” প্রকল্প হুইচে বাঙালী আগরতলা সর্বককে রক্ষা করে সত্তরটি অর্ধাঙ্গ হানাত্ব রিত করা হোক। মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ বন্যা তাকে ‘হুইচাও আগরতলা সত্তরের যে অংশে হয়েছিল এবং আগরতলার জনসাধারণের যে ককণ দৃশ্য তিনি দেখতে পেয়েছেন এবং অসহ্য তার দেখতে পেয়েছেন তার উপরও তিনি এই প্রস্তাবটি এনেছেন। অতএব এই প্রস্তাবের পেছনে তার জনসাধারণের জন্য যে একটা দরদ এবং যার গুরুত্ব যার গুরুত্বের থাকে তার প্রতি যে একটা দরদ তাদের যেক করে বাঁচাতে হবে—তার যে একটা আন্তরিকতা সেটা এই প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে। তবে এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার ব্যাপারে একটা financial implecation আছে। যে ব্যক্তি আয় মাত্র এক কোটি টাকাও হয়নি, যে ব্যক্তি প্রতি বৎসর সাড়ে ডজন কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসে, তাকে এত বড় একটা খবচ কেন্দ্র বহন করতে পারবে কিনা বা এতটুকু দিতে ব্যক্তি হবে কিনা সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব্বই বা দুই তার প্রস্তাব উল্লেখ করে পাকিস্তানের বাইরে কথা বলায় মাননীয় সদস্য খ্রীশ্বেশ্বর বাবু বলেছেন যে পাকিস্তান কংগ্রেস-রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। আর তার সাথে সাথে এটাও বলেছেন যে, পাকিস্তান আমাদের বন্ধু, তার সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হবে এবং এই দুইটি প্রশ্ন এনে তিনি বলেছেন এটাকে সরানো হোক। তারপর সেখানে Political একটা analysis তিনি এনেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে যে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান কার সৃষ্টি সেটা যদি বিচার করা যায় তবে এটা অতি সঠিক কথা যেটা তিনিও অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ তিনিকে আমি ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের যে প্রস্তাব সেগুলি আমি তাকে স্বরণ করিয়ে দিতে চাই তিনি তখন তখন Class III—IV এ পড়তেন। সেটুকু আমরা Revolutionary Partyতে ছিলাম। খ্রীশ্বেশ্বর যিনি এখন তাদের নেতা তিনি তখন ছিলেন সেক্রেটারী। সেখানে Self determination এর যে প্রস্তাব—এখনো যদি সেই কাজ বা অগ্রসর করা যায়—সেখানে পাকিস্তানকে Self determination দিবার জন্য বা মুসলমানদের Self determination দিবার

পুতুল নাচই তাদের নাচতে হবে এবং সেই সম্বন্ধে তাদের মনের যে আকাঙ্ক্ষা সেটা প্রকাশ পায় না। কেবল টানের চোটেই নাচে এবং সেই নাচই উনি নাচ্ছেন। তা না হলে এটা বলতে গিয়ে উনি ভয় পেয়েছেন। বাঁধের সম্বন্ধে গতকালও যে বক্তৃতা হয়েছে তাতে তিনি বাঁধের সম্বন্ধে পরিচয় করেছেন। কারণ বন্ধু ভাবাপন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তান বাঁধ বাধুক, ত্রিপুরাকে ভুবিয়ে দিক জলের তলে, তা আমার প্ররোচনা বলেছে যে পাকিস্তান আমাদের বন্ধু তাই তাকে বন্ধু বলতে হবে এবং রিপূরার জনগণের সাথে তার মিলাতে হবে, তা না হলে সুর ভঙ্গ হবে। কিন্তু এভাবে কতদিন আর চলবে। তার সাথে আবার বলছেন চুটো খাল কাটিতে পারে না। তারা খাল কাটিতে পারেন। তারা খাল কাটিতে পারেন, খাল কেটে কুমার আনার ব্যাপারে তারা অভ্যস্ত এবং সিক্কা চম্প। অতএব তারা অতএবলো চুটিন প্রত্যেক ভাষাগাতে খাল কেটে পাকিস্তানকে এনে দক্ষিণ করাত্তে তারা সিক্কা চম্প এবং চম্পা চম্প। তার তারা খাল কাটায় বিজয় পাবেন। কিন্তু অতর্কিত খাল কেটে ফেলতে গেলে নিজে নিজে খালের মধ্যে পড়ে কবরস্থ হওয়ার যে কথা সটির প্রতিষ্ঠা আমাদের মনের সমস্তের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বাক্য হয়েছে তা সম্বন্ধে অগ্রদূতের করার জন্য আমি অগ্রদূতের করি অগ্রদূত অগ্রদূতের করি রিপূরার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে বক্তৃতা উনি পেশ করেছেন যে কাহিন্স পাকিস্তান সৃষ্টি করেছেন। তার প্রতিষ্ঠাসে সেকা চম্পা চম্পা প্রতিষ্ঠাসে অগ্রদূত বক্তার জন্য প্রতিষ্ঠাসে বক্তৃতা করে পরিচালনা করার জন্য উনি তা বলেছেন। অতএব অগ্রদূতের করি ১৯০৬ সালে, ১৯০৭ সালে, ১৯০৮ সালে, ১৯০৯ সালে এবং জনসাধারণ প্রতিষ্ঠাসে প্রতিষ্ঠাসে অগ্রদূতের বলব। যে পাকিস্তানের সৃষ্টিতে যে বিভ্রান্ত অবস্থান অগ্রদূতের অগ্রদূতের মধ্য দিয়ে তারা চম্পা করেছিলেন ভারতবর্ষের জনসাধারণকে প্রদীপ্ত করে অগ্রদূতের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে এবং মাঝে সম্মানে চলতে থাকে এবং তারা বাক্য বাক্য করে চল এবং জনসাধারণ তার প্ররোচনা দিয়েছিল প্রতিষ্ঠাসে এবং চলতে থাকে আমাদের সনামসক নেতাভূমিকে তারা বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠাসকেও তাদের অগ্রদূতের বলব। Communist Party of India তা করেছিল। অতএব প্রতিষ্ঠাসে তা অগ্রদূতের বলব। কিন্তু অতর্কিত সনামসক নেতাভূমিকে বলতে হবে না বলে উপায় নাই। কারণ শুধুর চোটে মাগুষ কথা বলে কমিউনিস্ট পার্টির একটি মাত্র অভিধান তাদের কাছে জানা আছে সেটা চলতে থাকে। সেই অগ্রদূতের চোটে অগ্রদূতের জীব বন্ধ বলে তাদের মস্তক অবনত করিয়াছে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে এই শিক্ষা দিয়েছেন। আবি আফ্রান্ডি সূতা চায়, এ আফ্রান্ডি সচ্চায় রিপূরার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণ প্রতিষ্ঠাসে সেই শিক্ষা দিয়েছে। তাই তারা Conference করে এ বিষয়ের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ঠিক তত্ত্বপ মুসলমানদিগকে অগ্রদূতের অগ্রদূতের বক্তব্য—সেই চম্পার দিয়েই তারা Communism এর পূর্ণ বিকাশ তারা করেছিলেন। শুধু তাই নয় চিংকার দিয়েই তারা কাস্ত হননি, মুসলিম লীগের যে পতাকা এবং তাদের Communistদের যে পতাকা সেই

পতাকা একত্রে সন্নিহিত করে মুসলিম লীগ এবং Communist Party ভাই ভাই করে কলিকাতার বৃক্কে তারা নতুন করেছিলেন। কিন্তু তারপর আজকে সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা চলছে। ইতিহাস বেহাই দেবেনা, ইতিহাস বেহাই দিতে পারে না। তাই আজকে ভয় হচ্ছে নিজের ঝুল ক্রটি বিচ্যুতি তুলে ধরার জগা। আমরা আমাদের ঝুল ক্রটি তুলে ধরব। কারণ জনসাধারণের মধ্য দিয়েই আমরা তাত্ত্বিক করিয়ে নেব। সেই বিশ্বাস আমাদের আছে। সেই অনুসারেই আমরা চলি। কিন্তু তাদের চলায় ভক্তি অনারকম। তারা জানে যে অনবরত একটি অসত্যকে বার বার প্রচার করতে থাকে তাহলেই জনসাধারণ সেই অসত্যটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করবে। কিন্তু ইতিহাসে তার সাক্ষ্য নেই। যা অসত্য তা অসত্যই রয়ে গেছে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি এবং তাহাদিগকে আমি সে কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মক্ষিকা প্রথম উচ্চাশ্রিত। যেখানে জুন পায় সেখানেই বসে। অতএব তাদের আনন্দই হলো সেখানে। আর আরেকটি কথা আছে চুলোর মুখ দিয়ে তাই বেরোয়। তাই তাদের মুখ দিয়ে শুধু ভাড়া ছাড়া আর কিছু বেরোয় না। সেই ভাড়াই আমরা কুলোয় করে নক্ষিমাফেলে দেই। অতএব তাদেরও যে কাজ, তাদের মুখ দিয়ে শুধু অসত্যই বের হয় এবং সেই অসত্যকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে জনসম্মুখকে ঝুল পুণে চালিত করতে গেলে ঐ ভাড়াই বের হয় এবং তাহাদেরও হবে অতএব মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তিনি যেন সেটাকে চিহ্নিত করেন। আমি আরেকটি কথা বলব। মাননীয় সদস্য নরেন্দ্র বাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সেটি একটি নিরীহ প্রস্তাব। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন পাকিস্তানের এটি বর্ধিত বিশেষ করে এবার যে দৃষ্টিপাত হয়েছে তার প্রযোজ্য আর এক পাশে এত বেশী দৃষ্টিপাত হয়নি। তদুপরি পাকিস্তানের এটি বর্ধিত এটি তাইটে মিলে একটি নিরীহ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেটাকে দিয়ে সরকারকে মনে রাখতে চাইব জনসংবাদে যে তিনি এটি প্রস্তাব রেখেছেন। এটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন বা Suggestion রেখেছেন সেদিক দিয়ে সরকার সম্পূর্ণ অবজ্ঞিত আছেন এবং সেই অনুসারে আমাদের upper riverএ আমরা বাঁধ দিতে পারব কিনা তার জগা surveyর কাজ শুরু হয়েছে। সেই survey করে আমরা কি করে আগরতলা সড়কে সংরক্ষিত করতে পারি এবং তার সাপেক্ষে সাপেক্ষে পাকিস্তানের বাঁধের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আমাদের যে অবস্থা, কেবল এখানে নয় হৈপুবার পোয়াতি বালুন বৈকল্পপুবে বালুন, বিলোনিয়া বালুন, কৈলাসতর কমলপুর ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গাতে পাকিস্তান বাঁধ সৃষ্টি করে হৈপুবার বিশেষ যে একটি অবস্থা-তাকে আরও সংকটময় অবস্থা করবার জগা চেষ্টা করছেন। সেই দিক দিয়ে সরকার সংগঠিত আছেন এবং সেই অনুসারে কি করে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে সরকার সেই দিক দিয়ে অবজ্ঞিত আছেন। আগরতলা নদীর উত্তরে এবং দক্ষিণে যে দুটো বাঁধ আছে সেই দুটো বাঁধে flood level ছড়িয়ে গুল যেভাবে উপরে উঠেছে সেই অনুসারে যাতে আমরা বাঁধকে আরও শক্ত করতে পারি তারও একটা আশ্বাস আমি তাইসের সামনে

জনা বার বার প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন। এই Self determination দিবস সাথে সাথে তারা আক্রমণের সাথে মিটিং করেছেন—শুধু তাই নয় আত্মা নামে যে পত্রিকা তাতে কমিউনিষ্ট পার্টির যে প্রস্তাব তাকে তারা বিভাবে aggravate করেছে তাও তারা দেখতে হবে সেগুলি জানা উনার পক্ষে সম্ভব নয়। জানতে চান তিনি তাদের যে পারেন। লাঠিধোর আছে তাতে অতীতের যে প্রস্থাবগুলি আছে তা পড়ে দেখতে পারেন। কারণ তখনত তিনি ছোট একটি ছেলে। এই self determination এর প্রস্তাবকে যারা সমর্থন করেছিলেন, কমিউনিষ্ট পার্টির অনেক সদস্য আছেন যখন পাকিস্তান ঘণার পর মুসলিম লীগে join করেছে। এই ইচ্ছাস দেখান আছে। পাকিস্তানের যারা নেতৃবল তারাও পাকিস্তানকে সমর্থন করেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে নেপালের সংঘর্ষে পাকিস্তানের নেতৃবলদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চান না। আপনারা উদাহরণ দেবেন যে আমাদের প্রধান মন্ত্রী no war cry দিয়েছেন কিন্তু পাকিস্তান না করে না। তার কারণ হচ্ছে কার্ণার। এখন কার্ণার সমস্যা হলো ভারতের পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি জানা দরকার। কারণ কার্ণারের সমস্যা হলো পাকিস্তানের বন্ধুত্ব নিষেধ করে, আর পাকিস্তান চায় সমগ্র কার্ণারকে গ্রাস করতে। সেটা সম্বন্ধে তার কিছু বক্তব্য সেটা তিনি বলতে চান নি। তবে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা এখন বলেন কারণ তাতে টান পড়েছে। আপনারা জানেন যে এখন বামের পাকিস্তানকে অস্বীকার করা সেট মতে বামের পাকিস্তানকে অস্বীকার দেওয়া অবশ্য করেছে। সেট মতেই আমাদের Right Communist Partyর tone বললো যে অস্বীকার করেছে। আমাদের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব ছিল এখন Right communist Partyর বন্ধুত্ব এখন বন্ধ ছিল। এখন দেখছি চীনের সাথে সাথে CPI এর বক্তব্য এবং বামপন্থার সাথে সাথে CPI এর Marxist) এর বক্তব্য নড়াচড়া করেছে এবং এটা যে কোন দিকে কোথায় গয় হ'লো তা আমরা বলতে পারি না। কারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে অধের বন্ধুত্ব অস্বীকার করার কারণে এবং অধের বন্ধুত্ব সেট কথাটি আমি বলছি। বাকি দেওয়ার জন্য যে একটি উদাহরণ এখন এসেছে এবং তার উল্লেখের প্রথম দল আজ আমরা, কাউন্সিল পলিম অধের বন্ধুত্ব বুঝে। এই একটা নতুন ধর যে আমাদের পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে। পাকিস্তান বাম দৈবী কলক বাম দিয়ে আমাদের সব্বকে একেবারে ডুবিয়ে দিক তবুও পাকিস্তান আমাদের বন্ধু। এই যে নতুন কথা এসেছে এখন সে সাংসকে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। গত দিন বক্তৃতার সময় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পত্রিকার বলেছেন যে upper areaতে যাতে বাম দেওয়া যায় তার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং পাকিস্তানের

যে কমতলব, সে মতলবকে আমরা চলেজ্ঞ করছি। একথা ঠিক যে আগরতলায় আমাদের as it is অনেক বিপদ আছে। কিন্তু আমাদের আজ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান যদি বাঁধ দিয়ে আজ আমাদের জলের তলায় ডুবতে চায়। তাহলে আমরাও এমন ব্যবস্থা করবো যাতে পাকিস্তান সময়মতো জল না পায়। সেই ব্যবস্থার কথা আজ যদি অঘোর বাণুবললেন তবে আমি অত্যন্ত খুশী হতাম। এরকম একটা ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত যা বিজ্ঞানের যুগে সম্ভব। চলেজ্ঞ করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা নাকি বাঁধ দিয়ে আমাদের ডুবতে চায়। জল না দিয়ে তাদের ফসল নষ্ট করে আমরা দেখিয়ে দিবো যে তাদের মধ্যে 'কর্ণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। শত্রুতা করলে সেই শত্রুতার জবাব ভারতবর্ষ দিতে পারে। আপনারা জানেন যে সিক্কুর জল যখন ভারতবর্ষ বন্ধ করে দিয়েছিল তখন পাকিস্তানের কি চিন্তাকার। কিন্তু ভারতবর্ষের একটা গণতান্ত্রিক মনোভাব আছে। ভারতবর্ষ পাকিস্তানের দরদী তার সরকারের দরদী নয়। পাকিস্তানের জনসাধারণের দরদী বলেও ভারতবর্ষ 'সিক্কুর জল দিয়ে পাকিস্তানকে বন্ধ করেছে। ভারতবর্ষের সেই ক্ষমতা আছে। সেই পাঞ্জাবকে মক্কাভূমিকে হারাস করতে আমরা জল বন্ধ করে দিতে পারি। আজকে আমাদের ত্রিটি সেই ভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের এই নদনদী ছড়ালে আমরা 'কভাবে বাদব, control করতে পারব যাতে আমরা পাকিস্তানের বাঁধের ঊত্তর দিতে পারি। সর্বকম বক্তব্য যদি আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাণুর মুখে শুনতাম তাহলে খুবই আনন্দ হতাম এবং তাতে বৃহত্তম যে তিনি দেশের দরদী হিসাবে চিন্তা করেছেন। আমি আর বেশী বক্তব্য রাখবনা। তবে — আমাদের মাননীয় সদস্য ছিনবেল বায়েব বক্তব্য যে spirit সহ spiritকে আমি সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—New I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—এটাকে ব্যাখ্যা করতে 'গিয়ে ব্যাখ্যা'কার মাননীয় সদস্য অঘোর বাণু যে উক্তিগুলো করেছেন সেই উক্তিতে আমার বিশেষ কণা মনে হচ্ছে। না সর্গে না মর্গে, এবং সেই জায়গা থেকে ত্রিটি বাঁধ চাংকার করছে। তাহলে আমি বলব অঘোর বাণু ওরকে বিশেষ। তার কারণ হল এই এখানে ত্রিপুরার জনসাধারণের রক্ষা করবে, বড় বড় কথা বলবে, আবার মস্তো থেকে দড়ি দিয়ে ত্রিপুরাকে নাচায়, সেই নাচে ও নাচতে হয়। অতএব এই নাচে নাচতে গেলে ত্রিপুরার জনদরদীও হতে পারা যায় না, আবার ত্রি দিকে মস্তোর নাচে ও নাচা চলেনা, এই কথা বলতে গিয়ে উনি তার বক্তব্য পেশ করেছেন এবং তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত আছে। কারণ উনি প্রথম বলেছেন যে পাকিস্তান ধনীকের সৃষ্টি। তাহলে ধনীকের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে ধনীক বাট্ট, সেই সেই বাট্ট তাহলে তার বন্ধু হতে বাধ্য, কারণ তাদের যে প্রভু ধনীক বাট্টকে অগ্র দিয়ে সাঙায়া করেছেন, অতএব সেই অগ্র এবং তার সাথে সাথে তার মনে হবে এই যদি নাচায় কাউকে, তার নাচার যদি শক্তি না থাকে, কোমর বেধে যদি পুতুল নাচ নাচায় সেই

রাখছি। আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলকে রক্ষিত করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করব বিজ্ঞানসম্মতভাবে। তবে আমি সেট দিক দিয়ে মাননীয় সদস্যদ্বিগকে স্মরণ করে দিতে চাই যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের অর্থের সঙ্গতি কতটুকু আছে সে দিকে দৃষ্টি রেখে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন এট প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যার করেন। এট বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Member Sri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy M. L. A. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং পার্লামেন্টে চক্রান্তে বন্দী করেছেন আমাদের সরকার যে সচেতন আছেন সেই চক্রান্ত আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট তেঁ পয়ে আজ আমি আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যার করে নিলাম।

Mr. Speaker :— Now I take the leave of the House. The question before the House is the withdrawal of the Resolution : As many as are of that opinion will please say "Ayes". Voices Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" Voices—Noes. I think, Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it. The Resolution is withdrawn with the leave of the House. The House stands adjourned till "11 A. M. on Friday, the 23rd August, 1968.

APPENDIX 'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE

Starred Question No. 150.

By **Shri Aghore Deb Barma**

QUESTION.

REPLY

1. Whether it is fact that D. F. O. of Bagafa with the help of Santir Bazar Forest Beat Officer has drawn money in the year 1968 for the work of cleaning, felling, burning, reburning of the weeds etc. and staking over 30 acres plantation at Debipur Centre under Santir Bazar Beat Office ;

Yes.

QUESTION

ANSWER

2. If so, whether the works have been done accordingly ;

Yes.

3. If it is fact, the names of works and amount of money spent item-wise ?

1	Suvrvey & Demarcation—	Rs.	27.00
2.	Clearfelling, Burning, Reburning & disposal of debries—	Rs.	1140.00
3.	Staking—	Rs.	180.00
		Rs.	1347.00

Starred Question No. 167

By Shri Abiram Deb Barma.

QUESTION

REPLY

ক) ১৯৬৭-৬৮ সালে কতজন জুমিয়ার নামে জুম কাটার জন্য বন বিভাগ কোটে মামলা দাখলের করিয়াছেন (বিভাগ ভিত্তিক) .

ধনুশংকর—	৪৫	৬৮
কৈলাসপুর—	২২	..
সাক্ষী —	৩১	..
বিলোনিয়া —	১০০	..
উদয়পুর—	৩০	..
অমরপুর—	৪৪	..
খোয়াটি—	২২	..
আগরতলা		
(সদর)—	৩২	..
কমলপুর—	৫৬	..
		৪১২

খ) তাহাদের কতজনের শাস্তি বা জরিমানা করা হইয়াছে,

৬৮ জনের

গ) জরিমানার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ কত ?

সর্বোচ্চ— ৫০০ টাকা।

সর্ব নিম্ন— ৩ টাকা।

ভারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২৫০

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম—শ্রীমতেশ বায়।

পূর্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অন্তর্গত পৃথক বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

১) হাওড়া নদীর পার্শ্বস্থিত—বটতলা স্থানখাটের নিকট চটতে গজারিয়া গ্রামের পুঁ সোমা পর্যন্ত হাওড়া নদীতে যে ডেববেড আছে সেটুকুলিকে খাল কাটিয়া সোজা করিয়া দিলে তদ এলাকায় বন্যার প্রমোপ অনেকাংশে কম চটবে ও পার্শ্বস্থ বাঁধে জলের চাপ কম পড়িবে বলিয়া সরকার উপলব্ধি করেন কি ?

২) যদি উপলব্ধি করিয়া থাকেন তবে তাহা কার্যকরী করবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) থাকিয়া থাকিলে উহার বিবরণ।

উত্তর

১) না।

২ ও ৩। উল্লিখিত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ভারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২৫১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীমতেশ বায়।

পূর্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অন্তর্গত পৃথক বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় উপর দিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই যে বিক্ষোভ বন্যা প্রবাহিত হয় সেই বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্রষ্টৃ ইঁর গেশান ও কিসাৰী ব্যবস্থার নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে উহার বিবরণ এবং না থাকিলে উহার কারণ কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

২) বড় বড় নদীগুলির উপত্যকা অস্থায়ী বিশেষ পরীক্ষা নিবীকার বিষয়টি চিন্তা করা বাইতেছে এবং কার্যকরী হইলে বিশেষ পরীক্ষা নিবীকার পর প্রকল্প তৈরী করা হইবে।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২৮২

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রী বীরেন চন্দ্র দেব রায়খল।

পূর্বে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অমুখ্যকপূর্বক বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

১। তেলিয়ায়ুড়া অমরপুর বোডে অম্পি ছনগাঙের উপর পুল তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে শেষ হই পরিকল্পনা কার্য করী করা হইবে ?

উত্তর

১। ছনগাঙের উপর একটি স্থায়ী পুল নির্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রয়োজনীয় প্রবাসামণ্ডীর জন্য ইন্ডেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং উহা এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে পাওয়া গেলে আগাম ১৯৬৯—৭০ সালে পুলটি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২০৪

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রী বিজ্ঞাচন্দ্র দেববন্দ্য।

প্রশ্ন

১। গত ১৬/২/৬৮ ইং তারিখে কাকিনপুর-নবাতম পাড়া রাস্তার উপরে একটি বীজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কোন লোকজন হতাহত হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

২। ইহা কি সত্য যে কিছুদিন আগে তকড়াইড়ায় এবং কাকিনপুর থানার অন্তর্গত দুইটি বীজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ?

৩। যদি (১) এবং (২) সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকার ঐ অঞ্চলের অসুস্থ রাস্তাঘাট মেয়াদত করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর

১। ই।। একটি অতি দ্রুতগামী সামরিক জিপ ৭ জন আরোহী নিয়ে যাওয়ার সময় অস্থায়ী পুলের বামপার্শ্বের হটলপার্টের উপর জোরে ধাক্কা দেওয়ার ফলে পুলের ঐ অংশের দুইটি বিম ভাঙ্গিয়া যায় এবং জীপটি হুড়গুড়ে পড়িয়া যায়।

২। সরকার অবগত নছেন।

৩। রাস্তাগুলি যথাবীতি রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়া থাকে। এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—১০২৮

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রী বীরেন চন্দ্র দেব রায়খল।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের মাহমারা হইতে ককটীলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা পূর্বে বিভাগের আছে কি না ;

২। যদি থাকিয়া থাকে তবে কবে উহার কাজ আরম্ভ হইবে ;

৩। ধামছড়া হইতে খেদাছড়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরী কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ? যদি থাকিয়া থাকে তবে কোন সময় উহার কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

- ১। না।
- ২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।
- ৩। টা।। এই রাজ্যের Survey work করার জন্য সরকার ২৫,২০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। Survey work শেষ হইলে পর এই রাজ্যের detailed Estimate প্রস্তুত করিয়া কতৃপক্ষেব নিকট অর্থ মন্ত্রকের জন্য পাঠান হইবে। তারপর অর্থ মন্ত্রকের হইলে পর এবং পৃষ্ঠ বিভাগের নিয়মকানুন সম্পূর্ণ করিয়া এই রাজ্যের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO 4.
BY SHRI KSHITISH CHANDRA DAS

QUESTION

- ১। সারা ত্রিপুরায় মৎস্যজীবী পরিবারের মৎস্যমূল্য ভিত্তিক লোক সংখ্যা কত? কমলপুর ব্লক সৃষ্টির পর এ পর্যন্ত কতজন মৎস্যজীবী Fishery Loan-এর জন্য প্রার্থী হইয়াছিল? তদ্বোধে কতজন মৎস্যজীবী লোন পাঠিয়াছে এবং কতজন পায় নাই;
- ২। কমলপুরে ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৮ ইং মার্চ মাস পর্যন্ত কাপাস ও নাইলন সূতা মৎস্যজীবীদের জন্য মাননীয় সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে কি?
- ৩। ঐ সূতা কি খরচাতি দেওয়া হইয়াছে, না Subsidy-তে দেওয়া হইয়াছে। প্রতি পরিবার কত পরিমাণ কাপাস ও কত পরিমাণ নাইলন পাঠিয়াছে। ঐ পরিবারগুলির মধ্যে খরচাতি কত বা Subsidy কত। ব্যক্তিগুলির নাম, পিতার নাম, সাকিন ও কি প্রকারের কত সূতা দেওয়া হইয়াছে, কোন কোন সনে দেওয়া হইয়াছে জানাবেন কি?

ANSWER

- ১।
- ২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
- ৩। }

UNSTARRED QUESTION NO. 48.
BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA.

QUESTION

- ১। ত্রিপুরায় সরকারী উদ্যোগে কোথায় কোথায় Fruit Nursery গঠিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে;
- ২। কোন Fruit Nursery হইতে ১৯৬১-৬৮ সালে কত টাকা আয় হইয়াছে;
- ৩। ঐ আয় কি কি ফল বা ফলের চাষা বিক্রয় করিয়া তাহার বিবরণ?

ANSWER

১। ত্রিপুরার সরকারী উদ্যোগে সদর মহকুমার লেখুছড়ায় ও বাধারখাটে, উদয়পুর মহকুমার গোকুলপুরে এবং ধৰ্মনগর মহকুমার পানিসাগরে কুট নাসাঁবী স্থাপিত হৈয়াছে। এইগুলির জন্য এ যাবৎ মোট ৬,০০,১২২'৮১ টাকা খরচ হৈয়াছে।

২। কুট নাসাঁবীগুলি হইতে ১২৬৭-৬৮ সনের আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

লেখুছড়া কুট নাসাঁবী	—	টাকা: ২৪,৮৪৭'৮২
বাধারখাট	---	টাকা: ৬,৩১২'৪২
গোকুলপুর	—	টাকা: ১২,৮৫৬'৫৩
পানিসাগর	—	টাকা: ১২,৩০০'৮৮

৩. ঐ আয় প্রধানতঃ নারিকেল, সুপারী, লিচু, আম, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের চাষা ও কলম বিক্রয় করিয়া হইয়া থাকে। ভাঙা ছাড়া, লিচু, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি ফল এবং শাক-সব্জী ও বীজ বিক্রয় করিয়া ও কিছু আয় হইয়া থাকে।

ভারকা বিধীন প্রশ্ন নং—১১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীবিজ্ঞা চন্দ্র দেববৰ্মা।

পৃষ্ঠবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি ?

প্রশ্ন

- (১) নিম্নলিখিত বাস্তাগুলির কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে। (ক) নতুনবাজার ভীৰ্থস্থল। (খ) নতুন বাজার-কানু ক-জলার। (গ) জলার-ববিরায় পাড়া ;
- (২) এই সকল বাস্তার estimated cost কত এবং প্রতিটির জন্য এই পর্যন্ত কত টাকা খরচ হৈয়াছে।

উত্তর

- (১) নতুনবাজার-ভীৰ্থস্থল বাস্তা :—বাস্তার মাটি কাটার কাজের ৭০ শতক শেষ হৈয়াছে। নতুনবাজার-কানু ক-জলার বাস্তা :—বাস্তার মাটি কাটার কাজ প্রায় শেষ হৈয়াছে এবং কাঠের শক্ত পুল তৈরী হৈয়াছে।

জলার-ববিরায় পাড়া বাস্তা :—কাজ আরম্ভ হয় নাই।

(২) নূতনবাজার-তীর্থস্থ রাস্তা :—

বরাদ্দকৃত টাকা :—১,৩৫,৫০০ (সুধু মাটি কাটার কাজের জন্য)

খরচ (মে, ১৯৬৮ পর্যন্ত) :—৫,২২,০৫০ টাকা।

নূতনবাজার-কাপুরু-জলায়া রাস্তা :—বরাদ্দকৃত টাকা :— ১৪,০৯,৭০০ (মেটেলিং ও পুলের কাজ সহ)

খরচ (জুন, ১৯৬৮ পর্যন্ত) :—৩,৯১,৬৭৪ টাকা।

জলায়া-ববিরায় পাড়া রাস্তা :—কাজের পরিচালনা এখনও তৈরি হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 33.

BY SHRI BIDYA CH. DEB BARMA

QUESTION

Will the Honble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

- ১। কিশোরগঞ্জ মোটর গাড়ীর প্রকার ভেদ ওক এবং মটরসমূহ ভিত্তিক হিসাব :
- ২। পঁচ অথবা ততোধিক বেশি মোটর গাড়ী আছে এমন মালিকের নাম :
- ৩। মোটর গাড়ীর সংখ্যা যদি ক্ষুদ্র বাড়িয়া থাকে ততাব কারণ :
- ৪। কিশোরগঞ্জ গড় শরতী দৈনিক বাস যাত্রীর সংখ্যা কত তাহাব হিসাব সরকারের নিকট আছে কিনা যদি থাকে ততাব হিসাব ?

ANSWER

- ১। অত্র সজে একটি তালিকা দেওয়া হল।
- ২। মেসার্স সূর্যকান্ত পাল।
মেসার্স সাহা প্রদাস।
মেসার্স রায় পাল।
- ৩। জনসাধারণের যাতায়াতের প্রয়োজন ও মাল পরিবহনের প্রয়োজনানুসারে গাড়ীর সংখ্যা বাস্তবিক ভাবেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এই বিষয়ে কোন হিসাব নাই।

ত্রিপুরার মোটর গাড়ীর শ্রেণী বিভাগ।

ত্রিপুরার মহকুমার নাম	ট্রাক	টেক্সি	বাস	ট্রাইলার	ট্রাক্টর	প্রাইভেট গাড়ী	জেন মোটর সাইকেল	মোট সংখ্যা
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। সদর	*৭২০	*২৭২	১২০	২৬	১৪	২০৭	২৪	২২২
	*১০৬		*৫	*৬৭	*১০	*৪১৮	*৪৫	২৫১৩
২। উদয়পুর	২২	২২	৭	১	—	৪	—	—
৩। সোনামুড়া	১০	২২	১৮	২	—	—	—	—
৪। বিলোনিয়া	২২	১৪	১৩	৪	১	৩	—	—
৫। সাক্রম	৬	৫	২	২	—	১	—	—
৬। ধোয়াই	৯	২৪	১	৩	—	—	—	—
৭। কৈলাশপুর	২৫	৪০	১	১২	১	৭	—	—
৮। কমলপুর	১০	৭	৩	৩	—	১	—	—
৯। ধনমণ্ডর	৬৫	৩২	১১	৩২	৫	২০	—	—
সকলমোট সংখ্যা	১০২৫	৪৪৮	২৫১	২২২	৩১	৭৪১	৬৯	২২২
*সরকারী গাড়ী।								৩০২৩

ভারকা বিতীল প্রশ্ন নং—৫১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম—শ্রীবিজ্ঞাচন্দ্র দেববর্মা।

প্রশ্ন

পূর্নবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মামনীর মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি—

- ১। কৈলাশপুর-গোলকপুর ফটিকগায় রাস্তার কাজ কবে শুরু হইয়াছে;
- ২। উক্ত estimated cost কত এবং উক্ত হইতে এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে।
- ৩। উক্ত বর্তমানে যানবাহনের উপযুক্ত কিনা;
- ৪। উক্ত যানবাহনের উপযুক্ত করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে?

উত্তর

- ১। তদানীন্তন আঞ্চলিক পরিবহনের অধীনে কাজটি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সঠিক তারিখ অজ্ঞাত; বাকী হইত কাজটি ১৯৬২ ইং সনের জাহ্নবীর মাসে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।
- ২। Estimated Cost—৪,৬৫,৬০০ টাকা এবং এ পর্যন্ত খরচ ২, ৮৭,০০০ টাকা।
- ৩। রাস্তাটি সুদিনে জীপগাড়ী চলাচলের উপযুক্ত।
- ৪। রাস্তাটি বক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে এবং রাস্তার অস্থায়ী পুলগুলি পরিবর্তন করিয়া কঠোর দৃঢ়ত্ব পুল নির্মাণ করা হইয়াছে।

ভাৰতবাহিনীৰ প্ৰশ্ন নং—৬১

প্ৰশ্ন

(১) আগবতলা বিহাং সববৰাচৰে জনা অতিদ্রিষ্ট জেনাৰেটিং সেট কি বসান হৈয়াছে;

(২) ১৯৬৭-৬৮ দুই বছৰে শতৰে বিহাং সববৰাচৰে কতবাৰ সাময়িকভাবে break down হৈয়াছে, তাৰ সংখ্যা;

(৩) ঐ ধৰনেৰ break down বন্ধ কৰাৰ কি বাবদা হৈয়াছে?

উত্তৰ

বিহাং বিভাগেৰ মাননীয় মন্ত্ৰী :— শ্ৰীশচীত্ৰলল সিংহ।

(১) হাঁ, একটি অতিদ্রিষ্ট ১০০ কিলো ওচাট জেনাৰেটিং সেট ২০-৩-৬৮ ইং তাৰিখে বসানো হৈয়াছে।

(২) ১৯৬৭, ১৯৬৮ সালে ৩ (তিনি) বাৰ Major break down এবং ৩২ (বত্ৰিশ) বাৰ momentary break down ঘটাইছে।

(৩) ভবিষ্যতে ঐ ধৰনেৰ break down বন্ধ কৰাৰ বাবদা অবলম্বিত হৈতেছে।

ভাৰতবাহিনীৰ প্ৰশ্ন নং—৬২

জিবিদাচন্দ্ৰ দেববৰ্মা, এম, এল, এ

প্ৰশ্ন

(১) খোয়াট-উদনা বাস্তাটি কি সীমান্ত বন্ধাৰ পক্ষে জৰুৰী;

(২) যদি জৰুৰী হৈয়া থাকে, উহাৰ পুলগুৰি স্থাপী কৰা—Metalling এবং black topping কৰাৰ জন্ত বাবদা কৰা হৈতেছে কি;

(৩) যদি বাবদা কৰা হৈয়া থাকে তবে ঐ কাজ কতবৰ অগ্ৰসৰ হৈয়াছে?

উত্তৰ

(১) বাস্তাটি জৰুৰী বলে মনে হয়।

(২) ও (৩) বাস্তাৰ বাবতীৰ হাড়ৰ উপৰ মজবুত কাঠেৰ পুল নিৰ্মাণেৰ কাজ শেষ হৈয়াছে এবং বাস্তাৰ উপৰ সোলিং কৰাৰ জন্ত ইট সংগ্ৰহেৰ কাজ শুরু হৈয়াছে। বাস্তাটিৰ black topping কৰাৰ ও পুলগুৰি পাকা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৰ্তমানে নাই।

ভারকাবিহীন প্রশ্ন নং—১৩৫

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র দেববর্মা, এম, এল, এ

প্রশ্ন

- (১) সাক্ষম-জীনগর করিয়া টিলার কলসেট পরিকল্পনা সম্পর্কে পরীক্ষা নীরাকার কাজ কি শেষ হইয়াছে?
- (২) যদি শেষ হইয়া থাকে তবে পরিকল্পনা কবে কাঁচাকরী করা হইবে?

উত্তর

- (১) না।
- (২) ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ভারকাবিহীন প্রশ্ন নং—১০১

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র দেববর্মা, এম, এল, এ

প্রশ্ন

- (১) সাক্ষম-মলুবাজার-পোয়াবাড়ী-আমলীঘাট রাস্তার আমলীঘাট অংশ কি জাপ চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত?
- (২) ঐ রাস্তাটি কি পাক সীমান্তে বকীদলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়?
- (৩) যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে উচ্চ করে পর্যাপ্ত জীপ চলাচলের উপযুক্ত করা হইবে?

উত্তর

- (১) বর্ষাকাল বাতীত বৎসরের অল্প সময়।
- (২) গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।
- (৩) বর্ষাকাল বাতীত বৎসরে অল্প সময় জীপ চলাচল করিতে পারবে। আগাম কাগজে মরশুমে পুল ও কালভাটের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমলীঘাট পর্যন্ত তখন রাস্তাটি সমস্ত বর্ষ জীপ চলাচলের উপযোগী হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 213

By Shri SURESH CHANDRA CHOUDHURY M.L.A.

QUESTION

- ১। জিপুয়ার বনবিভাগে কতজন
করেস্টার নিযুক্ত আছে, ইহাদের
মধ্যে কতজন অস্থায়ী পদে ও
কতজন স্থায়ী পদে নিযুক্ত আছে;

REPLY

- ২১৭ জন।
অস্থায়ী—১০৫ জন।
স্থায়ী—১১২ জন।

QUESTIONS

- ২। বৎসর বৎসর নিয়োগ পত্র কত জনকে দেওয়া হয়, ১৯৬০ সনের পূর্বে কতজন D.F.O ছিল এবং বর্তমানে কতজন আছে ?

- ৩। ১৯৬০ ইং সন হুঁতে ১৯৬৭-৬৮ সন পর্য্যন্ত বন বিভাগের কোন সনের আয় কত ?

REPLY

চাকুরীতে নিয়োগ পত্র পদের উপর নির্ভর করে।

১৯৬০ সনের পূর্বে ডি, এফ, ও,এর সংখ্যা— ৩ জন।

বর্তমানে ডি, এফ, ও,র

সংখ্যা—৫ জন।

১৯৬০-৬১— ৯.৯৩ লক্ষ

১৯৬১-৬২— ৯.০০ „

১৯৬২-৬৩— ৯.৬৬ „

১৯৬৩-৬৪— ১০.৭৭ „

১৯৬৪-৬৫— ১০.৪০ „

১৯৬৫-৬৬— ১৪.৪০ „

১৯৬৬-৬৭— ১২.৫০ „

১৯৬৭-৬৮— ১২.৫৬ „

UNSTARRED QUESTION NO. 993.

By SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION

1. Total acres of Agricultural land receiving irrigation facilities under Minor Irrigation Schemes, so far constructed ?
2. And its percentage to the total Agricultural land under cultivation ?
3. Total cost so far incurred in constructing all Minor Irrigation Schemes.

ANSWER

1. Due to implementation of different Minor Irrigation Schemes by the Minor Irrigation Division about 12,500 acres have been provided with irrigation facilities.
2. The above represent 2.15% of the total land under cultivation.
3. Rs. 25,45,500 (upto February, 1968).

ভারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—৩০

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম—শ্রীবিজ্ঞা চন্দ্র দেবদর্শী।

প্রশ্ন

পূর্বে বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

- ১। খোয়াই এবং অমরপুর টাউনের বন। নিষেধ বাধের কাজ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে ?
- ২। যদি সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ ?
- ৩। বর্তমানে ঐ দুইটি বাধের কাজ কি অবস্থায় আছে এবং মোট কত টাকা ব্যয়াদির মধ্যে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

- ১। না।
- ২। প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া যায় নাই।
- ৩। খোয়াই বাধ :—বঁদের ও রুটস গ্রেটটের কাজ যথাক্রমে ৮০% ও ৬৬% শেষ হইয়াছে। বরাদ্দকৃত ১০.৫৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪.৫৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।
অমরপুর বাধ :—প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ায় ভাঙ্গা কাজটি আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। বরাদ্দকৃত ৩.০৪ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত কোন খরচ হয় নাই।

ভারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—৩১

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীবিজ্ঞা চন্দ্র দেবদর্শী।

প্রশ্ন

পূর্বে বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি ?

- ১) ভবুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য সরকার কত জমি একোয়ার করিবেন
- ২) ঐ জমির মালিকদের সংখ্যা কত ;
- ৩) তাহাদের ক্ষতিপূরণ দানের কি ব্যবস্থা হইয়াছে ;
- ৪) তাহাদের বিকল্প জমি দেওয়া হইবে কি ?

উত্তর

- ১) সার্ভে শেষ হওয়া পর্যন্ত জমিদার পরিদান সঠিক বন্দা থাকুক।
- ২) ল্যাণ্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জমীপ শেষ করার আগে মালিকের সঠিক সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।
- ৩) জমির জমীপ শেষ হওয়ার পরে আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।
- ৪) যথা সময়ে বিবেচিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 41

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :-

- ১। Road Transport Co-operative যাত্রীদের লইয়া গঠিত হইয়াছে তাহাদের নাম ;
- ২। ঐ কর্পোরেশন করে পর্যন্ত বাস চালু করিবেন এবং কোন কোন রুটে চালু করিবেন তাহার নিয়ম।

ANSWER

১। "Road Transport Co-operative" এই নামে কোন সংস্থা গঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

২। ঐকল্প কোন কর্পোরেশন এ পর্যন্ত গঠিত হয় নাই। সুতরাং বাস চালু করার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 953

BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

প্রশ্ন

১। কলাপপুর চা-বাগান হইয়া আখড়া মোক্কা ভূমিহীন কলোনীতে বাইতে যে জীপ চলাচল যোগ্য রাস্তা আছে, তাহ উপর দিয়া চা বাগানের কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমোদনে জীপ গাড়ী বাইতে চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন বাধা দেওয়া হয় কি না ;

২। দেওয়া হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি ;

৩। যদি আইনগত কোন অনুবিধা থাকিয়া থাকে, তবে চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে এর সম্পর্কে একটা সুলভা করিয়া উক্ত রাস্তার উপর অব্যাহত প্রাইভেট জীপগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা বিধান করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?

উত্তর

- ১) } উভা সংগ্রহ করা হইতেছে।
- ২) }
- ৩) }

**STARRED QUESTION NO. 1026
BY SHRI RABINDRA CH. DEB RANKHAL**

QUESTION

1. What will be the area & boundary of the Reservoir of the Gumti Hydro-Electric Project after the same is executed ;
2. Whether some parts of Gandachara, Balangbasa and Raima area will be submerged by the water of this reservoir ;
3. if so, what is the total area likely to be submerged ?

ANSWER

1. Approximately 13,500 acres.
2. Yes.
3. Definite area of these villages which will get submerged cannot be indicated, unless the land plan & statement are prepared. These are under preparation.

**STARRED QUESTION NO. 963
BY SHRI MANORANJAN NATH**

QUESTION

1. Who has been given the contract for the construction of Kanchanpur-Manpai road. Is the contractor an enlisted contractor of Tripura ;
2. Is it a fact that the enlisted contractors of Tripura seldom gets chance of having any contract of the similar bigger valuations ;
3. What are the difficulties in splitting up such contract of bigger valuation, so that the enlisted contractors of Tripura may have the chance to complete for the same ?

ANSWER

1. Group I :— K. M. O to K. M. 10. 46 has been awarded to Shri Krishnalal Tushnial,
Group II :— K. M. 10. 46 to 22 has been awarded to Shri Jnan Ranjan Deb, Registered contractor of Assam P. W. D.
2. No. The tenders are kept open for all enlisted contractors.
3. The works are split up wherever feasible. Enlisted contractors of Tripura PWD always get chances to complete whether the work is splitted or not.